BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1066 ♦ Friday 03 October - Thursday 09 October 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ইনডেফিনিট লিভের সময়সীমা বাড়ছে, আসছে 'ভালো নাগরিক' পরীক্ষা

তারেক চৌধুরী : লেবার পার্টির সম্মেলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে হোম সেক্রেটারি শাবানা মাহমুদ যুক্তরাজ্যের অভিবাসন নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ইনডিফিনিট লিভ পাওয়ার জন্য সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে দশ বছর করা হবে এবং নতুন অবদানভিত্তিক পরীক্ষার প্রস্তাব দেওয়া হবে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জাতীয় পরিচয়ের প্রসঙ্গ

শাবানা মাহমুদ বলেন, "আমি একজন অভিবাসীর কন্যা। আজ ব্রিটেনের মানুষ অভিবাসন নিয়ে উদ্বিগ্ন-তাদের মনে হয় সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।" তিনি পূর্ববর্তী কনজারভেটিভ সরকারের নীতিকে দায়ী করে বলেন,

"আমরা এখন নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনতে চাই, যাতে ব্রিটেন একটি উন্মুক্ত, সহনশীল ও উদার দেশ হিসেবে টিকে থাকে।"

প্রস্তাবিত নতুন শর্তসমূহ

- ❑ চাকরিতে নিয়োজিত থাকা
- ❑ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সে অবদান রাখা
- ❑ কোনো ধরনের সরকারি সুবিধা না নেওয়া
- ❑ উচ্চমানের ইংরেজি ভাষা দক্ষতা
- ❑ অপরাধমুক্ত রেকর্ড
- ❑ স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য স্বেচ্ছাসেবী কাজ

নতুন নিয়মে কারা প্রভাবিত হবেন?

ফাইনান্সিয়াল টাইমসের -এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত অভিবাসীদের ওপর এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। তবে এলবিসি জানিয়েছে, ২০২১ সালের পর আগত অভিবাসীদের জন্য জরুরি আইন পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করছেন হোম সেক্রেটারি , যাতে তারা বর্তমান নিয়মে আই এল আর না পান।

দি টাইমস জানিয়েছে, 'ভালো নাগরিক' পরীক্ষাগুলো পূর্ববর্তী অভিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে না, কারণ তা বাস্তবায়নে জটিলতা রয়েছে। পরিবর্তে, ২০২১-পরবর্তী আগতদের জন্য --১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলা পোস্টের ২৩ বছরে পদার্পনে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

পাঠক ও কমিউনিটির মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট প্রকাশনার ২২ বছর পূর্ণ করে ২৩ বছরে পদার্পন করেছে। ২২ বছর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে টিকে থাকা আমাদের জন্য এক মাইল ফলক। আজকের এই আনন্দের দিনে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় স্মরণ করছি শুরু থেকে এই পর্যন্ত যারা এই প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং এখনো জড়িয়ে আছেন। ২৩ বছরে পদার্পন উপলক্ষে সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের সকল পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সকলের ভালোবাসা ও উষ্ণতা বাংলা পোস্ট বেঁচে থাকুক পাঠকের হৃদয়ে শত বছর। - ***সম্পাদক***

এনএইচএসে আসছে 'অনলাইন হাসপাতাল'

পোস্ট ডেস্ক : অপেক্ষমাণ তালিকা কমাতে এবং স্বাস্থ্যসেবাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এনএইচএসে চালু হতে যাচ্ছে একটি নতুন উদ্যোগ 'অনলাইন হাসপাতাল'। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার লেবার পার্টির কনফারেন্সে দেওয়া বক্তৃতায় এ ঘোষণা দেন। সরকারের দাবি, ২০২৭ সালে কার্যক্রম শুরু করা এই সেবা প্রথম তিন বছরে অতিরিক্ত ৮.৫ মিলিয়ন অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রদান করবে।

এনএইচএস অনলাইন হাসপাতাল রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করবে। এনএইচএস অ্যাপের মাধ্যমে রোগীরা প্রেসক্রিপশন ট্র্যাক করা, স্ক্যান ও টেস্টের জন্য রেফার হওয়া, রোগ ব্যবস্থাপনার পরামর্শ নেওয়াড়সবই করতে পারবেন। যাদের শারীরিক পরীক্ষা বা প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হবে তারা অ্যাপ থেকেই নিকটবর্তী হাসপাতাল, সার্জিক্যাল হাব বা কমিউনিটি --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে গান্ধীর মূর্তি ভাঙচুর

পোস্ট ডেস্ক : লন্ডনের টাভিস্টক স্কোয়ারে অবস্থিত মহাত্মা গান্ধীর ব্রোঞ্জ মূর্তিটি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের দ্বারা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মূর্তিটি ১৯৬৮ সালে উন্মোচিত হয়েছিল এবং গান্ধীর লন্ডনে --১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেনে ধান চাষে সফলতা

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে প্রথমবারের মতো সফলভাবে ধানের ফসল কাটা হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর ইকোলজি অ্যান্ড হাইড্রোলজির গবেষকরা। নতুনভাবে তৈরি ছোট ধানের ক্ষেতগুলোতে দেশীয় নয়, বরং ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও --১৬ পৃষ্ঠায়

বন্ধ হচ্ছে ৩ শতাধিক শিল্প-কারখানা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর থেকে দেশ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও মব জাস্টিসের মাধ্যমে মানুষ হত্যা, ধর্ষণসহ নানা অপরাধ বৃদ্ধির কারণে সর্বক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মানুষের মধ্যে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যা ব্যবসায়ীসহ শিল্পাঞ্চলে প্রভাব ফেলছে। আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বিএনপি জামায়াতসহ সমমনারা দেশে দাপট দেখাচ্ছে। পুরনো ব্যবসা প্রতিষ্টানগুলোও তাদের প্রভাবের বাহিরে নয়। বিগত ১৭ বছর আওয়ামীলীগের আমলে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্ণধার দেশত্যাগ করার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। অনেক শিল্প কারখানা ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক মালিক আবার তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার চিন্তা করছেন। সরকারের ১ বছরে দেশে প্রায় ৩ শতাধিক শিল্প কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর এতে করে লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। তাদের পরিবারের সদস্যরা দুর্বিসহ জীবন পার করছেন।

গাজীপুরে ১১৫ কারখানা বন্ধ, বেকার ৮২ হাজার : বেতন-ভাতার দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন ও ভাঙচুরের ঘটনায় কর্মচারী এখন বেকার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত গাজীপুরের কোনাবাড়ির শিল্প এলাকায় স্থাপিত তৈরি পোশাক কারখানাসহ কেয়া গ্রুপের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ১২৮ কোটি ৬৫ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করা হয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের

গত ১ মে থেকে কেয়া নিট কম্পোজিট, কেয়া নিটিং, কেয়া স্পিনিং ও কেয়া ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এতে কেয়া গ্রুপের প্রায় ১৪ হাজার শ্রমিক-জেরে কাঁচামাল আমদানি ও পণ্য রপ্তানি ব্যাহত হওয়ায় ব্যবসায় ধস নামে।

শ্রমিক মজুরি, গ্যাস-বিদ্যুৎ বিলসহ কারখানা পরিচালনার --১৬ পৃষ্ঠায়

সাবরিনা হোসাইন নিউইয়র্ক স্টেটে সেনেট ও এসেম্বলি থেকে পৃথক দুটি সম্মাননায় ভূষিত হলেন

স্টাফ রিপোর্টার: সাবরিনা হোসাইন প্রথমে যুক্তরাষ্টের নিউইয়র্ক স্টেটে সেনেটর লুইস আর. সেপুলভেদার পক্ষ থেকে মর্যাদাপূর্ণ "সার্টিফিকেট অফ রিকগনিশন" অর্জন করেন এরপর নিউইয়র্ক স্টেটে অ্যাসেম্বলির সদস্য ইউডেলকা টাপিয়ার কাছ থেকে আরও একটি বিশেষ সম্মাননা লাভ করেন। অ্যাসেম্বলি সদস্য ইউডেলকা বলেন, সাবরিনা হোসেনের অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব এবং সমাজ, ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়নের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার প্রশংসনীয়।

মিডিয়া, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এবং নারী ক্ষমতায়নে তাঁর অগ্রণী নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এই --১৬ পৃষ্ঠায়

BANGLA POST -23 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট-২৩ বছর আপনাদের সাথে!
To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

জমকালো আয়োজনের টমি মিয়া শেফ এন্ড হসপিটালিটি এওয়ার্ডের ও গৌরবের ৩৪ বছর উদযাপিত

খালেদ মাসুদ রনি: জমকালো এক আয়োজনের মাধ্যমে টমি মিয়া শেফ এন্ড হসপিটালিটি এওয়ার্ডের গৌরবের ৩৪ বছর উদযাপিত করা হলো ২১ সেপ্টেম্বর বিকালে পশ্চিম লন্ডনের একটি অভিজাত হোটেলের বলরুমে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত রেস্টুরেন্টের মালিক ও শেফ। যারা ১৪ই সেপ্টেম্বর রয়েল রেজেন্সিতে অনুষ্ঠিত শেফ কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করে উত্তীর্ণ হয়ে জিতে নিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড। এমনতর অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট এর মধ্য থেকে ১৫টি রেস্টুরেন্ট, ৮জন শেফ, আবার সেই ৮ জন শেফ এর মধ্য থেকে দুইজনকে নির্বাচিত করা হয় সেরাদের সেরা অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন এর জন্য। চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নের উইনার হন পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টের শেফ কামাল হোসেন জুনায়েদ এবং রানার আপ হন বোম্বে গেট রেস্টুরেন্টের শেফ সাঈদ আহমেদ।বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের মালিক শেফ এবং কর্মচারী উপস্থিত থেকে তাদের অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। সেলিব্রেটি প্রেজেন্টার লিজা আজিজ ও নীতিন গানাট্রার সাবলীল উপস্থাপনায় প্রোগ্রামের স্বাগত বক্তব্য রাখেন টমি মিয়া অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তক টমি মিয়া এমবিই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অতিথিদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাই কমিশনার আবিদা ইসলাম,ইকবাল বাদার্সের সিইও ইকবাল আহমেদ ওবিই, ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান ,অলি খান ওবিই, সাহাগির বাকত ফারুক, মির্জা সালমান ইস্পাহানি, হাফিজ আলম বখশ, আফাজ মিয়া, মোস্তফা সারোয়ার বাবু, আব্দুস সালাম, আব্দুল হক, রাজু মিয়া, কাজী আবুল হুসেইন বাবুল, মিটি তোহমা, কাউন্সিলর মুমতাজ হুসেইন, আশরাফ তালুকদার, ওলি খান গইউ, ফারহানা অ্যামি, শাহেদ আহমেদ, গ্র্যান্ড রসই, আনিশা মুশফিক, শুমেনা রহমান, নিজাম এম রহমান, ইয়াওর খান, বশির আহমেদ, শিমুল তাসবির চৌধুরী, স্যামসন সোহেল, আতাউল্লাহ ফারুক, তুফাজ্জুল আলম, মোহাম্মদ শাহেদ উদ্দিন, আশরাফ পারভেজ, নিতিল পাটিল, মোহাম্মদ রফিক এম হায়দার সহ অনেকে।অনুষ্ঠানের শুরুতে টমি মিয়া অ্যাওয়ার্ডসের অপারেশন ডিরেক্টর মুস্তাক আলী বাবুল সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং টিম মেম্বারদের পরিচয় করিয়ে দেন। বক্তব্য রাখেন জেরেমি গিবসন, মার্কেটিং ও অপারেশনস ডিরেক্টর, হসপিটালিটি অ্যাকশ। বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট থেকে আগত অতিথিতের বক্তব্য ছিলো টমি মিয়ার এই আয়োজন জমকালো ও অভুতপুর্ব, এই ৩৪বছর বয়সে এসেও মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে।আগামীতে আরো সাবলীলভাবে উপস্থিত করা হবে।অনুষ্ঠানের নাচ ও গান উপস্থাপন করেন বৃটেনে অবস্থিত বাংলাদেশি ও বিদেশি শিল্পীরা ।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও রেস্টুরেন্টসমূহ- পার্লামেন্টারি অ্যাওয়ার্ড -আমিন আলী এবং ডিশুম রেস্টুরেন্ট, লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট এওয়ার্ড-মানিক মিয়া, ভিশনারি লিডার ইন বিজনেস এন্ড কমিউনিটি জিল্লুর হোসেন এমবিই, ফ্রেন্ড অফ টমি মিয়া এওয়ার্ড লিসা আজিজ, স্পেশাল কন্ট্রিবিউশন টু দ্য কারী ইন্ডাস্ট্রি শেভ আতিকুর রহমান বি ই এম।

বেস্ট রিজিঅনাল সেফ অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীরা হলেন সুকুরস ব্রাসেরি রেস্টুরেন্টের শেফ শাহ হুসাইন, বোম্বে গেট রেস্টুরেন্টের শেফ সাঈদ আহমেদ, মেজর কারি অ্যাফেয়ার, বার্নউড রেস্টুরেন্টের শেফ সাইফুল ইসলাম,ব্লু অর্কিট থাই রেস্টুরেন্ট এর শেফ রাটডা এডওয়ার্ড জামুন রেস্টুরেন্ট এর শেফ পারেস বিশ্বাস, পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টের শেফ কামাল হোসেন জুনায়েদ, তামারিন রেস্টুরেন্টের শেফ জিলা মিয়া।

কুলিনারি কুইন্স: উইমেন্স কুকিং কুইন কম্পিটিশনের উইনার চিয়েকো কুপার, ফাস্ট রানার আপ হোসনে আরা বেগম সেকেন্ড রানার আপ মোঞ্জোয়ারা খাতুন ও এছাড়াও স্পেশাল রিকোগনিশন ফর থাই কালিনারি এক্সিলেন্ট বিজয়ী রাটডা এডওয়ার্ড, ইন্সপায়ারিং ওম্যান ইন হসপিটালিটি অ্যাওয়ার্ড-হোসনে আরা বেগম, বেস্ট ক্যাশ এন্ড ক্যারি (হোল সেল রেস্টুরেন্ট সাপ্লাই) বাংলাবাজার; সেলিম আহমেদ, বেস্ট হসপিটাবিলিটি অ্যাকাউন্টেন্ট আবুল হায়াত নুরুজ্জামান, তাজ একাউন্টেন্টস।

বিজয়ী রিজিওনাল রেস্টুরেন্ট এর মধ্যে ছিল- বেস্ট নিউ কামার ইন ওয়েস্ট মিড ল্যান্ড- মেজর কারী অ্যাফেয়ার, লিচ ফিল্ড, বেস্ট ইন ওয়েস্ট মিডল্যান্ড ক্যাপ্টেন কোরমা, বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন স্টাফফোর্ডশায়ার-বালটি প্যালেস ইন একলাশাল, বেস্ট ইভেন্ট ক্যাটারার ইন লন্ডন -গ্রান্ড রাসই ক্যাটারিং, বেস্ট অফ নর্থ ইশ্‌ট অফ ইংল্যান্ড-জলসা, বেস্ট অফ ওয়েলস-শিশ মহল, বেস্ট ইন কার্ডিফ ১৯৮৮ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, বেস্ট ইন কেন্ট-দি বোমবে, বেস্ট নিউ কামার ইন ওয়েলস-তারানা, বেস্ট নিউ কামার ইন এসেক্স - বাজান রেস্টুরেন্ট, বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন ওয়ারউয়িকস্যায়ার - থেসপিয়ানস রেস্টুরেন্ট, বেস্ট ইন সাউথ ইস্ট-তারানা, বেস্ট নিউ কামার ইন ইউকে -তামাশা হ্যান্ড ক্রস, বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন কেনিলওর্থ, ওয়ারউয়িকস্যায়ার-মাভি গ্রিল, বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন ইস্ট লন্ডন -সিটি স্পাইস, বেস্ট থাই রেস্টুরেন্ট ইন ওয়েস্ট মিডল্যান্স-ব্লু অর্কিট থাই রেস্টুরেন্ট, বেস্ট স্ট্রিট ফুড ইন ইস্ট লন্ডন-চটপটি লাউন্‌জ, বেস্ট ইন দূরহাম-স্পাইস লাউন্‌জ, বেস্ট ইন সাউথ ওয়েস্ট - তান্দুরি নাইট, বেস্ট ইন কেন্ট- দি গান্ধি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন ইস্ট অ্যাংলিয়া- জমিদার মহল ও বিজয়ী সকলকে অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তক টমি মিয়া, গইউ অভিনন্দন জানান।

দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: রোববার ২৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের বিগ ল্যান্ড স্ট্রীটে অবস্থিত 'দারুল উম্মাহ সেন্টার'এ দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানীর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল খলিলুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কালামে পাক থেকে দারসে কুরআন পেশ করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুকিত।

তিনি দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনায় বলেন, আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে, মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করা।

আল্লাহর দ্বীনের উপর ঠিকে থাকা। সেজন্য দরকার সর্বাবস্থায় সংগঠন বা জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা। সংগঠনের কর্মী বাহিনীদের মধ্যে দ্বীনী সম্পর্ক গড়া এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। একজন মুমিন হিসেবে সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা। তাছাড়া আল্লাহপাক হেফাজত করেন এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার তৌফিক দান করেন সেই দোয়া কামনা করেন।

তিনি সাংগঠনিক ভাবে দাওয়াতি কাজকে প্রাধান্য দিয়ে বেশী করে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান।

এরপর গত ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসের রিপোর্ট পেশ করেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল খলিলুর রহমান। আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন ট্রেজারার শাব্বির আহমেদ কাওসার।

সংগঠনের অন্যান্য বিভাগীয় প্রজেক্টের রিপোর্ট পেশ করেন শংস্লিষ্ট দায়িত্বশীলরা। পরে পঠিত রিপোর্টের উপর প্রশ্নোত্তরের পর জোহরের বিরতি দেয়া হয়।

সদস্য সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সংগঠনের ডিপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা ফারুক হোসেইন ।

সভার শুরুতে একটি নাশিদ পরিবেশন করেন সংগঠণের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হাসানাত চৌধুরী।

এরপর গত সভার কার্যবিবরনী পেশ করেন সেক্রেটারি জেনারেল খলিলুর

দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ ও সফলতা লাভের জন্য দায়ী ইল্লাল্লাহর ভুমিকা পালন করা। পরে এ বিষয়ে গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

রহমান।তিনি সংগঠনের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের আপডেট প্রদান করেন। শেষে এ বিষয়ে প্রশ্নত্তোর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সভার স্বাগত বক্তব্যে সংগঠনের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী দাওয়াতুল ইসলাম সংগঠন প্রতিষ্টায় যারা শুরু থেকে এ পর্যন্ত কাজ করে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ এবং তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

তিনি সাম্প্রতিক মুসলিম উম্মার এই ক্রান্তিকালে বিশ্ব মুসলিম উম্মাকে যেন, পারস্পরিক মহাসাবা পর্বের পর সংগঠনের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর সমাপনী বক্তব্য এবং দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সদস্য সম্মেলনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সদস্য-সদ্‌স্যা সম্মেলনে যোগ দেন।

লন্ডনে ঐতিহ্যবাহী পাইগাঁও গ্রামবাসীর মিলন মেলা

বিপুল সংখ্যক প্রবাসীদের অংশগ্রহনে লন্ডনের চ্যাডওয়েল হিথে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহ্যবাহী পাইগাঁও গ্রামবাসীর মিলন মেলা। গত রবিবার বিকীলে চ্যাডওয়েল হিথের সেন্ট্রাল মসজিদ হলে অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ আয়োজনে ইউকে বসবাসরত পাই গাঁও গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী ও নতুন প্রজন্মের শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।দীর্ঘদিন পর আনন্দঘন পরিবেশে মিলন-মেলায় অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সাথে গল্পে আড্ডায় মেতে উঠেন। কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ভ্রাতৃত্ববোধ

ও সৌহার্দ্যের বন্ধন। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, গ্রামের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ এবং প্রবাসেও গ্রামের ঐতিহ্য ও সম্পর্ক বজায় রাখা।

অনুষ্ঠান শেষে মধান্নভোজের আয়োজন করা হয়।

মিলনমেলায় অন্যন্যদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন, মোঃ শামসুল হক, আসকর আলী, আরজ মিয়া, নজরুল হক, আব্দুল আলিম, নাজির আহমেদ, কবির আহমেদ, মনসুর আলী, ইয়াফর আলী, মোঃ ফরিদ আহমেদ, মোঃ শাহ মোনির উদ্দিন, লিয়াকত আলী, মোঃ শকত আলী, মুহাম্মদ আলী, রিয়াজুল হক, নুর হোসেন আলী এবং হুসেন আহমেদ সুমনসহ আরও অনেকেই। অনুষ্টানে আগতরা এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করার অনুরোধ জানান এবং ভবিষ্যতে গ্রামের উন্নয়নে প্রবাস থেকেও সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। অংশ গ্রহনকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্টানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে এনআরবি হাসপাতাল নির্মানের উদ্যোগ: ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহ

বাংলাদেশ ওসমানী নগরে হাসপাতাল প্রতিষ্টার জন্য এক চ্যারেটি ডিনার গত রবিবার সন্ধ্যায় রমফোর্ডের দ্য সিটি প্যাভিলিয়নে অনুষ্টিত হয়। সময় বাডার সাথে সাথে চ্যারিটি ডিনার রুপ নেয় সমাবেশে। মানব কল্যাণে ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে থাকবে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগ-এমনটাই জানিয়েছেন অনুষ্টানে আগত অতিথিরা। বক্তারা বলেন-২৫০ শয্যার আধুনিক এনআরবি হাসপাতাল হবে প্রবাসীদের চিরস্মরণীয় দান, যা উপকৃত করবে সিলেটসহ পুরো উত্তর-পূর্ব বাংলার দেড় কোটিরও বেশি মানুষকে। এনআরবি হাসপাতাল উদ্যোগটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ওপুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবংজাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি-৩) এর অধীনেসর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল নির্মাণ তহবিল সংগ্রহের এ আয়োজন ছিলো নজিরবিহীন। অনুষ্টানে প্রবাসী ব্যবসায়ী, কাউন্সিলর, রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন সংগঠনের আট শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে হাত

প্রসারিত করেন মানবিক উদ্দেশ্যে। শুধুমাত্র এই অনুষ্ঠানে সংগ্রহ হয় ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড।

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ফারহান মাসুদের উপস্থাপনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুফতি শেখ সাআদ আহমেদ। অনুষ্টানে হাসপাতালের প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রতিষ্টাতা ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্টানে বক্তব্য রাখেন, উমরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যন গোলাম কিবরিয়া, ক্যানারী ওয়ারফ গ্রুপের সাবেক পরিচালক ডা. জাকির খান,সাবেক ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, মোঃ মাহফুজুর রহমান মিলন, ঘঐঝ কনসালটেন্ট ও চেয়ারম্যান, জঋঙ্গ ডা. জিয়াউল হক, Medics Across Borders (MAC) সিইও সালমান মুজতবা, মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং ডিরেক্টর আরাফ বিন তারেক, সিনিয়র প্রজেক্ট ডিরেক্টর শরিফুল ইসলাম সিকদার, সিইও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. আব্দুল্লাহ-আল-হারুন, সলিসিটার ও প্যাট্রন আবুল কালাম, এশিয়া কারীর প্রেসিডেন্ট ইয়াওয়ার খান, বিবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ OBE, নাশীদ পরিবেশন করেন মাওলানা সুলতান, কবিতা আবৃত্তি করেন রেজওয়ান চৌধুরী ও ফকরুল আম্বিয়া প্রমূখ।

আয়োজকরা জানান-সিলেটের উমরপুরে হাসপাতালের জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচ একর জমি দান করেছেন ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমানের পরিবার। পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্য ও প্রকৌশল নকশা সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ধাপে ১৫০ জন সমর্থকের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। আয়োজকদের প্রত্যাশা, ইউরোপ, আমেরিকা ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রবাসীদের সহায়তায় এ তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হবে। একদিন এনআরবি হাসপাতাল দাঁড়াবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান ও মানবকল্যাণের প্রতীক হয়ে।

অনুষ্টানে অংশগ্রহনকারী সংগঠন হচ্ছে, জলি ফ্যামিলিজ ফাউন্ডেশন, বিবিসিসিআই, উজ্জ্বল অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, খানাইঘাট এসোসিয়েশন,বালাগঞ্জ সমিতি, ইনগিডো, বিবিএসসিএ, এলআর নানাবাড়ি, বিয়ানীবাজার ক্যান্সার হাসপাতাল, নবীগঞ্জ এসোসিয়েশন, সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, জলালাবাদ প্রবাসী, ওসমানীনগর ফুটবল এসোসিয়েশন, জিএসসি, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি, জলালাবাদ প্রবাসী, বিশ্বনাথ এডুকেশন, এসএসবিএস, একাউন্ট্যান্ট ক্লাব, ডাক্তার্স এসোসিয়েশন, মহিলা অঙ্গন, বৃহত্তর সিলেট এডুকেশন ট্রাস্ট, গ্রেটার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন, নোয়াখালী, সি৪ সিটিজি, জগন্নাথপুর, জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন, মৌলভীবাজার ক্রিকেট এসোসিয়েশন, এম আফসার উদ্দিন, সাইফুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম - দুদু, ইউরোপীয় ইউনিয়ন চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ, গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকে, রংপুর ডিভিশনাল সমিতি, ইউকে।

এনআরবি হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো. লুতফুর রহমান বলেন, “এটি প্রবাসীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে অংশগ্রহণের একটি নতুন মডেল। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি উদ্বৃত্ত অর্থ পুনরায় সেবার সম্প্রসারণ, চিকিৎসা গবেষণা এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করা।লাভের পরিবর্তে টেকসই উন্নয়নই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

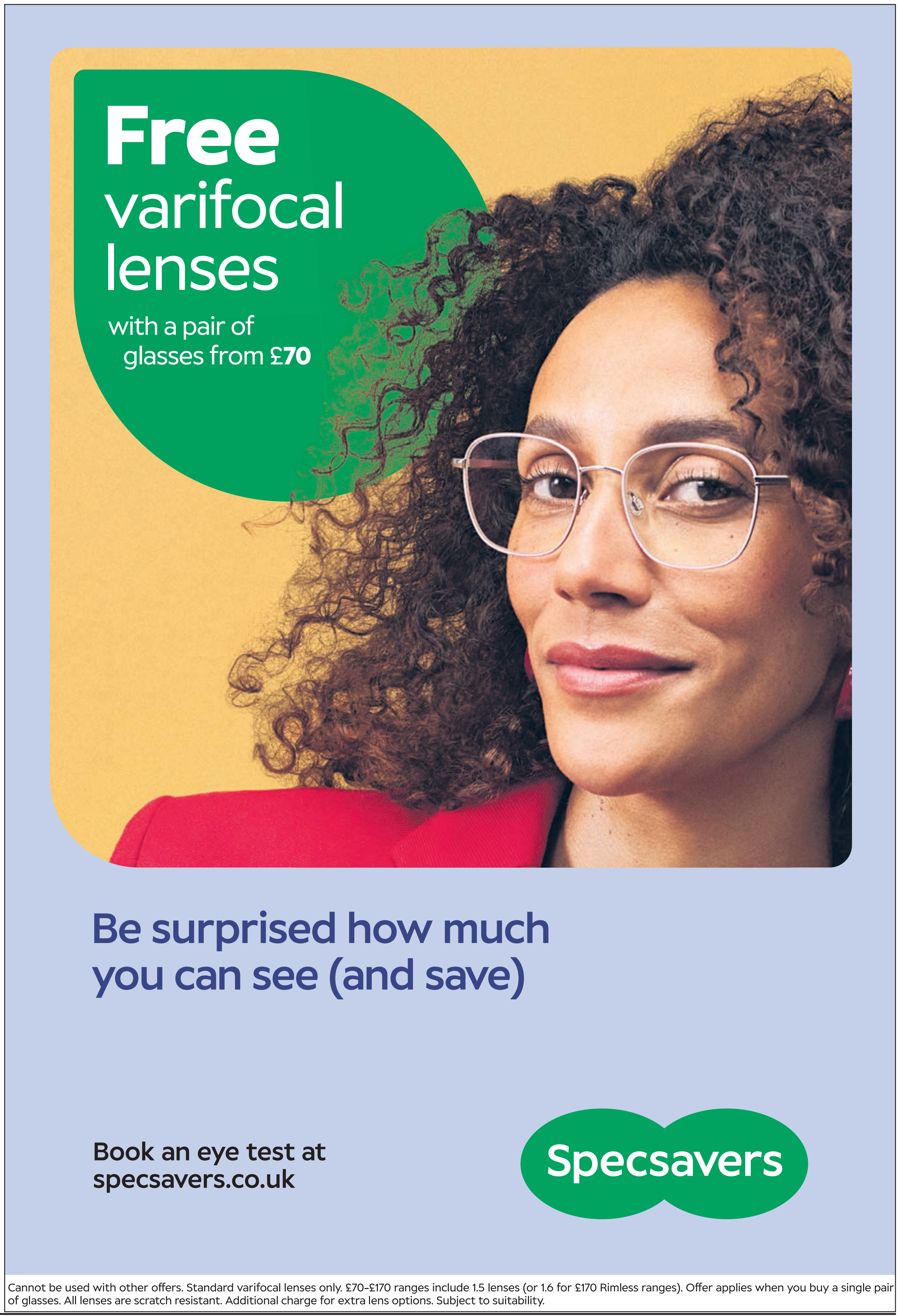

লন্ডনে বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ইউ, কের ২য় বার্ষিকী উদযাপন

জন্মভূমি ‘বিশ্বনাথ’ কে সবার আগে তুলে ধরার প্রত্যায় নিয়ে , লন্ডনে বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ইউ, কের ২য় বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। গত ১৫ ই সেপ্টেম্বর সোমবার রাতে লন্ডনের বেথনাল গ্রীনের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সদস্যরা অংশগ্রহন করেন। সংগটনের সভাপতি সফিউর রহমান খান জামিলের সভাপতিত্বে ও

সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম রুহেল এবং সহকারী ট্রেজারার শামিম নুরের যৌথ পরিচালনায় শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন কামাল উদ্দিন। সবায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাষ্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক গুলজার খান, ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসবাহ উদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবক তৈমুছ আলী, সমাজসেবক আফাজ আলী, আবুল খায়ের, রাজু খান, সিরাজ উদ্দিন, বসির উদ্দিন, নাজমুল ইসলাম, খালেদ খান, মুমিন মিয়া, ইয়াকুব মিয়া, খালিছ মিয়া, মুজিব আহমদ।

আরো উপস্থিত ছিলেন, বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজু মিয়া, সহ-সভাপতি আসরাফ খান, সহ-সভাপতি শাহ কামাল উদ্দিন, সিনিয়র সদস্য গিয়াস উদ্দিন সেবুল, সদস্য বাবুল উদ্দিন, ফুটবল কো-অর্ডিনেটর কামাল উদ্দিন, ক্রিকেট কো-অর্ডিনেটর পারভেজ হাসান, সিনিয়র সদস্য কামরুজ্জামান, সদস্য সালিক মিয়া, আসরাফ উদ্দিন বিপ্লব, গণমাধ্যমকর্মী শেখ নুমান, আব্দুল মুমিন শাহ ও নিজাম উদ্দিন।

সবায় বক্তারা বলেন, বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ইউ, কে খুব অল্প দিনেই বিশ্বনাথের যুবসমাজের জন্য তারা প্রচুর কাজ করেছে, বিশ্বনাথের বর্তমান প্রজন্মের জন্য এই সংগঠন যুগান্তকারী সব কর্মসূচী হাতে নিয়েছে, আমরা প্রবাসীরা বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ইউ,কের এ সকল কর্মকাণ্ডে অভিভূত।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও স্টুডেন্ট অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস প্রদান

গত ১৫ সেপ্টেম্বর, সোমবার লন্ডনের বেকটনস্থ জুমিরা হলে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও স্টুডেন্ট অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যসহ লন্ডনের বিভিন্ন শহর থেকে কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া। সঞ্চালনা করেন সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান ও নবনির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু। শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ট্রাস্টের ইয়ুথ সেক্রেটারি ছরওয়ারদি হাসান।

অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্কিং ও ডেগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর প্রিন্সেস ব্রাইট। বিশেষ মেধাবী শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন অতিথিবৃন্দ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন- গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের উপদেষ্টা কাউন্সিলর ড. আব্দুল আজিজ তকি, উপদেষ্টা মুজিবুর রহমান মুজিব, উপদেষ্টা কাওসার কোরেশী, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত, প্রতিষ্ঠাতা ট্রেজারার বদরুল আলম বাবুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খান, বার্কিং ও ডেগেনহাম কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর ফারুক আহমদ চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস ইউকের সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু, সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমদ, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মো. তাজুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ফেরদৌস আলম, হেলপিং হ্যান্ডসের উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম, এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সাবেক সাধারণ তোফায়েল বাছিত তপু, সোশ্যাল ট্রাস্টের সদস্য তপু শেখ, লুৎফর রহমান, সুলতান হায়দার জসিম, হেলপিং হ্যান্ডসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইকবাল হোসেন, সদস্য এনাম উদ্দিন আহমদ, সুফান আহমদ, মুসলেউর চৌধুরী দিপু, কয়েস আহমদ, মুর্শেদ আহমদ চৌধুরী রাহি, কাওসার হোসেন জগলু, মাসুদ আহমদ, আব্দুস শুকুর প্রমুখ।

চতুর্থ পর্বে গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের ২০২৩-২০২৫ সেশনে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে তিনজন সদস্যকে অনারারী লাইফ মেম্বার সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন- ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ড. রেণু লুৎফা, জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু এবং ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম।

পঞ্চম পর্বে লন্ডন বাংলা স্কুলের নব-নির্বাচিত কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুর

অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর সুলুক আহমদ, ক্রয়ডন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলর আব্দাল উল্লাহ এবং রেডব্রিজ কাউন্সিলের কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান।

দ্বিতীয় পর্বে নবনির্বাচিত কমিটির সকল সদস্যকে মঞ্চে নিয়ে পরিচিতি করিয়ে দেন সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান। এসময় তিনি সোশ্যাল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠায় যাঁরা তাকে সহযোগিতা ও সমর্থন করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি নবনির্বাচিত কমিটির কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে উপস্থিত সকলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান।

এসময় নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া, জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু, ট্রেজারার সাইফুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত এবং প্রতিষ্ঠাতা ট্রেজারার বদরুল আলম বাবুল বক্তব্য প্রদান করেন।

তৃতীয় পর্বে যুক্তরাজ্যের গোলাপগঞ্জের কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক আনোয়ার শাহজাহান ও আইঅন টিভির জনপ্রিয় উপস্থাপক মিতা বেগমের সঞ্চালনায় এ-লেভেল ও জিসিএসসি’র ১০ জন সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী রুহুল, ভাদেশ্বর মকবুল আহমদ আইডিয়াল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা মকবুল আহমদ, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান ছায়াদ, ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের সভাপতি নিজাম উদ্দিন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের ভাইস চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান সাফার, রায়হান উদ্দিন ও নজরুল ইসলাম, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, স্পোর্টস সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান হাবিব, প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি শাফি আহমদ, এসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার কবির আহমদ, ইসি মেম্বার মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, বোর্ড মেম্বার নুরুল ইসলাম, ইসি মেম্বার সেলিম আহমদ, বোর্ড মেম্বার আমির হোসেন, ইসি মেম্বার ইয়াহিয়া খান, ইসি মেম্বার মোস্তাক আহমদ হেলাল, বোর্ড মেম্বার রোমান আহমদ চৌধুরী, বোর্ড মেম্বার সাব্বির আহমদ সাহেদ, বোর্ড মেম্বার মুহিবুল হক, বোর্ড মেম্বার সাব্বির আহমদ সাহেদ, বোর্ড মেম্বার হুমায়ুন কবির চৌধুরী একলিম, বোর্ড মেম্বার শাহীন আহমেদ, বোর্ড মেম্বার এনাম উদ্দিন, বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ সাজন, বোর্ড মেম্বার সুহেল আহমদ, বোর্ড মেম্বার মনিরুজ্জামান মুরাদ, বোর্ড মেম্বার রুহুল আমিন জুবেল, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সদস্য মারুফ আহমদ, কমিউনিটি সংগঠক রহমান খান এবং ট্রেজারার মুজিবুর রহমানকে পরিচয় করে দেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া। এসময় নেতৃবৃন্দ বাংলা স্কুল পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এর পর বাংলা স্কুলের ফান্ড সংগ্রহের জন্য র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্টের এসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার কবির আহমদ, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি সুহেল আহমদ এর তত্ত্বাবধানে র‍্যাফেল ড্র’র স্পন্সর ছিলেন, স্কুলের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, সেক্রেটারি আব্দুর রহমান খান সুজা, ট্রেজারার মুজিবুর রহমান এবং শাহজাহান এস্টেট রণকেলী। পরে লটারির মাধ্যমে ১০ জন বিজয়ীকে পুরস্কার দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ট্রাস্টের চতুর্থ স্মারকগ্রন্থ প্রজন্মের সেতু এর মোড়ক উন্মোচন। স্মারক গ্রন্থের সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় এতে ট্রাস্টের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১০৪ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ রঙিনকালার স্মারক গ্রন্থের গোলাপগঞ্জ উপজেলা ইতিহাস, বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সদস্যদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ট্রাস্টের কালচারাল সেক্রেটারি মুফিজুর রহমান চৌধুরী একলিল এর সঞ্চালনায় বিলেতের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

ইক্বরা বাংলা টিভির উদ্যোগে অগ্রজদের সম্মাননা প্রদান

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন যে - বৃটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির মুরব্বীরা একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রাম সহ সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের অবদান অপরিসীম। তাদের এই ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে। ইক্বরা বাংলা টিভি চ্যানেলের উদ্যোগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার সকল বেনিফিট বর্তমান প্রজন্ম উপভোগ করছে। বাংলাদেশী কমিউনিটির এ সব মুরুব্বীদের অবদানকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তারা হচ্ছেন সমাজের রোল মডেল। পরে মেয়র লুৎফুর রহমান অতিথিদের হাতে সম্মাননা সার্টিফিকেট তুলে দেন। তিনি বলেন -ইক্বরা বাংলা চৌধুরীর হাতে সম্মাননা সার্টিফিকেট ও বিশেষ ক্রেস্ট তুলে দেন ইক্বরা টিভি গ্রুপের চেয়ারম্যান ইমাম কাসিম রাশিদ আহমদ। অতিথি সমাবেশে অগ্রজদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন -ডাঃ মাহমুদুর রহমান মান্না, কাউন্সিলার ফারুক চৌধুরী, হাজী চেরাগ আলী, মাওলানা আব্দুল মালিক, মাওলানা মুমিনুল ইসলাম ফারুকী, হাজী আব্দুল মতিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম খান, মোহাম্মদ রমিজ উদ্দিন, মোহাম্মদ

মঙ্গলবার পূর্ব লণ্ডণের ফিল্ডগেইট স্ট্রীটস্থ কনফারেন্স হলে ইক্বরা বাংলা টিভির 'অগ্রদূত' অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বাংলাদেশী কমিউনিটির মুরুব্বীদের সম্মানে এক অতিথি প্রীতি সমাবেশে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন ।ইক্বরা টিভি গ্রূপ ও আল খায়ের ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইমাম কাসিম রাশিদ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন স্পীকার কাউন্সিলার সুলুক আহমদ, কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী, কাউন্সিলার কামরুল হাসান মুন্না ও লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের। জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপক মাওলানা আব্দুল বাছিত ও মুফতি সালেহ আহমদের প্রাণবন্ত পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অগ্রদূত অনুষ্ঠানের নিয়মিত উপস্থাপক কে এম আবুতাহের চৌধুরী। অতিথিদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ডাঃ আলাউদ্দিন আহমদ, ডঃ মোহাম্মদ আবুল লেইস, শেখ মোঃ মফিজুর রহমান, শাহাগীর বখত ফারুক, মাওলানা শামসুল হক, রাজন উদ্দিন জালাল, সিরাজ হক, কাউন্সিলার আব্দুল হারিদ, হাজী আফতাব আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, সাবেক সিভিক মেয়র আব্দুল আসাদ, আলহাজ্ব রফিক উল্লাহ, শামসুদ্দীন আহমদ খান, ইন্‌জিনিয়ার হাজী আব্দুল মতিন, সৈয়দ মামনুন মোরশেদ, সাংবাদিক তাইছির মাহমুদ, সাবেক সিভিক মেয়র ছয়ফুল আলম, হাজী তৈমুছ আলী প্রমুখ। প্রধান অতিথি লুৎফুর রহমান বলেন -বৃটেনে আমাদের অগ্রজরা একটি সুন্দর সমাজ

টিভি আমাদের সমাজের অগ্রজদের মূল্যায়ন ও অতীতের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস জানার যে ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম করছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। ইক্বরা বাংলা টিভি গ্রুপের চেয়ারম্যান ইমাম কাসিম রাশীদ আহমদ তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশী কমিউনিটির মুরুব্বীদের সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় ধন্যবাদ জানান এবং ফিলিস্তিন সহ বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। অগ্রদূত অনুষ্ঠানের উপস্থাপক কে এম আবুতাহের চৌধুরী বলেন -দীর্ঘ ১০ বছরে দুইশ' অগ্রজদের সাক্ষাৎকার ইতিহাসের বড় আর্কাইভ। এ সাক্ষাৎকারগুলোতে বৃটেনে বাংলাদেশীদের আগমন, জীবন সংগ্রাম, অর্জন, অবদান, বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক কে এম আবু তাহের কামাল মিয়া, হাজী মতসিন আলী, হাজী মোহাম্মদ খালিছ মিয়া, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, হাজী ফারুক মিয়া, মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, জহির উদ্দিন আকন্‌জি, মনির মাহমুদ, জগম্বর আলী, আলহাজ্ব কবির উদ্দিন, কবি শেখ জাবেদ আলী, হাজী আবুল বাশার, মোহাম্মদ আব্দুর রব। এছাড়া অনেক মৃত মুরুব্বীদের পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি বৃটিশ-বাংলাদেশী কমিউনিটির মুরুব্বীদের এক মিলন মেলায় পরিনত হয়। সমাবেশে অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন মুফতি আব্দুল মুস্তাকিম, মাওলানা সৈয়দ নায়ীম আহমদ, হাফিজ হোসাইন আহমদ ও শায়খুল হাদিস আল্লামা আব্দুর রহমান মনোহরপুরী। সমাবেশে অতিথিদের মধ্যযে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে'র নির্বাচনকে সামনে রেখে নমিনেশন গ্রহণ সম্পন্ন

বিপুল সংখ্যক প্রবাসীদের উপস্থিতিতে সিলেট জেলার ঐতিহ্যবাহী গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকে এর আগামী ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে সামনে রেখে নমিনেশন গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। নমিনেশন গ্রহণের শেষ দিন গত ১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় দুইটি প্যানেল তাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশনারদের কাছে দাখিল করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান এবং কমিশনার মোঃ মুজিবুর রহমান ও মোঃ তাজুল ইসলাম উপস্থিত থেকে নমিনেশন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন পর্যবেক্ষক আব্দুল কাদির এবং নির্বাচনের লজিস্টিক সাপোর্টের দায়িত্বে থাকা আলী হোসেন।

নমিনেশন দাখিলের সময় প্রথমে নজরুল-মহিবুল-মুকিত প্যানেল ২৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। এরপর মাসুক-শুকুর-মারুফ প্যানেল ২৭ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন দাখিল করেন। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বর্তমান সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু, কোষাধক্ষ মিকাইল আহমেদ চৌধুরী, সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, উপদেষ্টা মণ্ডলী, বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক সদস্য। নমিনেশন গ্রহণ শেষে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পরিবেশে সম্পন্ন হওয়ায় সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ ও আশা উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। উল্লেখ্য গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউ গোলাপগঞ্জের সর্ববৃহৎ যুক্তরাজ্যের চ্যারিটি ভুক্ত সংগঠন, এ সংগঠন ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের বিবৃতি : ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া বৃটেনের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, তবে কার্যকর পদক্ষেপ জরুরী

লন্ডন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ : যুক্তরাজ্য সরকারের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ।

২২ সেপ্টেম্বর সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়, এ ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটেন এখন বিশ্বের ১৯৩টি জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৫০টির সাথে একাত্ম হলো, যারা ইতোমধ্যেই ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক আইন এবং বিশ্ব ঐক্যমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ফিলিস্তিনি জনগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি।

এই সিদ্ধান্ত শুধু নৈতিক দায়িত্বই নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক ঋণের পরিশোধও বটে। কারণ শতাধিক বছর আগে ১৯১৭ সালে 'ব্যালফোর' ঘোষণার মধ্য দিয়েই বৃটেন ফিলিস্তিনিদের অধিকার হরণ শুরু করেছিলো।

তবে এই স্বীকৃতি এসেছে ফিলিস্তিনের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে । ইসরায়েল যখন গাজায় গণহত্যা এবং দখলীকৃত পশ্চিম তীরে জাতিগত নিধন চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) ইতোমধ্যেই এ দখলকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

বিবৃতিতে ইস্ট লন্ডন মসজিদ আরো বলেছে, শুধু স্বীকৃতি যথেষ্ট নয় । যুক্তরাজ্য সরকার এখনো ইসরায়েলের এই হামলাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকার করছে। এ অস্বীকারের কারণে ব্রিটেন ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে, যা চলমান হত্যাযজ্ঞকে টিকিয়ে রাখছে।

জাতিসংঘ কমিশন, শীর্ষ মানবাধিকার সংস্থা ও বিশ্বখ্যাত গণহত্যা বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট করে বলেছেন, ইসরায়েলের কার্যক্রম আইনি সংজ্ঞায় গণহত্যার আওতায় পড়ে। তবুও ব্রিটিশ সরকার এ সত্য অস্বীকার করছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ সতর্ক করে বলেছে, কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া এ স্বীকৃতি মুল্যহীন। তাই তারা যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যেন অবিলম্বে ইসরায়েলের অপরাধকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অস্ত্র বিক্রি, সামরিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য বন্ধ করে ব্রিটেনের সহযোগিতা ও দায়মুক্তি বন্ধ করা হয় এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুদ্ধাপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয়।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ বিবৃতিতে আরো বলেছে, ব্রিটেনকে প্রমাণ করতে হবে যে, এই স্বীকৃতি কেবল কাগজ-কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গাজায় গণহত্যা ও পশ্চিম তীরে জাতিগত নিধন বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ না নিলে, এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মূল্যহীন হয়ে থাকবে-আর প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণহানি চলতেই থাকবে।

আনজুমানে আল ইসলাহ মিডল্যান্ডস ডিভিশন ও লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের উদ্যোগে মীলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশন ও বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা, নাশীদ ও মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বাদ মাগরিব লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স পরিচালিত স্যান্ডওয়েল গ্র্যান্ড জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বয়ান পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও লেখক, দারুল ফিকর ওয়াল ইফতা আল ইসলামী বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হযরত আল্লামা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ছাহেব ফুলতলী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ (সা.) হলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। মহান আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিজগতের রহমত হিসেবে এ মহামানবকে প্রেরণ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে হযরত রাসুল (সা.)-এর আদর্শ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্ বলেন, “তোমাদের জন্য হযরত রাসুল (সা.)-এর মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ।” হযরত রাসুল (সা.)-এর জীবনাদর্শ গোটা মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট ও লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসানের সভাপতিত্বে মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লতিফিয়া কারী সোসাইটি ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান। মাহফিলে মিডল্যান্ডসের বিভিন্ন শহর থেকে শতাধিক আলিম-উলামা সহ কয়েক শতাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী ও দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক মাওলানা মাহবুব কামালের যৌথ পরিচালনায় মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের সেক্রেটারী মোহাম্মদ মিসবাউর রহমান, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এমদাদ হোসাইন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খুরশেদ উল হক, কাউন্সিল মেম্বার মাষ্টার আব্দুল মুহিত, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা রুকন উদ্দিন আহমেদ, সান্ডওয়েল আল ইসলাহ এর প্রেসিডেন্ট মাওলানা রফিক আহমদ, বার্মিংহাম আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা বদরুল হক খান, ওয়ালছল আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা নোমান আহমদ, আলমরক গাউছিয়া মাসজীদের খতিব মাওলানা আতিকুর রহমান, ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক মাওলানা গুলজার আহমদ, মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, মাওলানা দুলাল আহমদ, সান্ডওয়েল গ্রান্ড মাসজিদের ইমাম হাফিজ আব্দুল্লাহ আল নাঈম, হাফিজ হোসাইন আহমদ, গুলজার আহমদ সামি, সান্ডওয়েল গ্রান্ড মাসজীদের খাদিম আব্দুল লতিফ, আলবার্টট জামে মাসজিদের খতিব মাওলানা আব্দুশ শহীদ, এডিংটন জামে মাসজিদের খতিব মাওলানা নুরুল আমিন, চেয়ারম্যান শফিক মিয়া চৌধুরী গণি, মাওলানা আব্দুল মুনিম, হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, হাফিজ রুমেল আহমদ, মাহফুজুল হাসান খান মিল্লাত প্রমুখ।

পরিশেষে মিলাদ ও বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি হয়।

রেডব্রিজ কাউন্সিলের বাজারের স্টলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

রেডব্রিজ কাউন্সিলের বাজারের স্টলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা বিকেল সাড়ে ৪ টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভায় শত শত স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ী মালিকরা উপস্থিত ছিলেন, সমস্তই কাউন্সিলের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে ।

স্থানীয় স্টেকহোল্ডাররা হতাশা প্রকাশ করেছিলেন যে কাউন্সিলটি ইসতানিও বাসিন্দাদের বা স্থানীয় ব্যবসায় ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে গেছে। কাউন্সিল দাবি করেছে যে এই সিদ্ধান্তটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছিল, এটি একটি ন্যায়সঙ্গততা যা ব্যাপকভাবে অপর্যাপ্ত এবং অগ্রহণযোগ্য হিসাবে সমালোচিত হয়েছিল ।

রেডব্রিজ কাউন্সিলের নেতা ঈষষৎ. কাম রাই, এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশ নেবেন বলে আশা করা হয়েছিল তবে শেষ মুহূর্তে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যা উপস্থিতদের কাছ থেকে আরও সমালোচনা করেছে।

তার অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর জো ব্ল্যাকম্যান এবং ড্যানিয়েল মরগান।

তবে, অনেক বাসিন্দা অনুভব করেছিলেন যে তাদের প্রশ্নগুলি উত্তর না দেওয়া হয়েছে, এবং কাউন্সিলররা সম্প্রদায়ের উদ্বেগের জন্য সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করতে অক্ষম ছিলেন।

বৈঠক চলাকালীন, ওয়ানস্টেডের পিসিসি মার্ক গিটশাম উত্থাপন করেছিলেন যে লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা এর আগে এই বিষয়ে কাউন্সিলের কাছে লিখেছিলেন তবে কোনও উত্তর পাননি। মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, একজন পিসিসিও বলেছিলেন যে কাউন্সিল নেতার উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল এবং সম্প্রদায়ের দাবিতে রিলে করার জন্য উপস্থিত কাউন্সিলরদের অনুরোধ করেছিলেন: সিদ্ধান্তটি উল্টে যায় এবং মার্কেট স্টল প্ল্যানটি বাতিল হয়ে যায়। এই ইভেন্টটি প্রাক্তন কাউন্সিলর মিঃ কলিনের সভাপতিত্ব করেছিলেন, ওয়ানস্টেড লিবারাল ডেমোক্র্যাটস সহ শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব দেখেছিলেন, উইনস্টেড লিবারেল ডেমোক্র্যাটস সহ মারক গিটসাম, অহিদ উদ্দিন পি পি সি, রোজমেরি থমাস, জ্যানেট করনিস এবং অন্যান্য।

বাসিন্দা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মালিকদের বার্তাটি পরিষ্কার ছিল-তারা কাউন্সিলের স্বচ্ছতা এবং পরামর্শের অভাব দ্বারা হতাশ বোধ করে এবং তারা বাজারের স্টল প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিপুল অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য আয়োজনে সম্পন্ন হলো জুরী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের ২১ বছর পূর্তি উৎসব

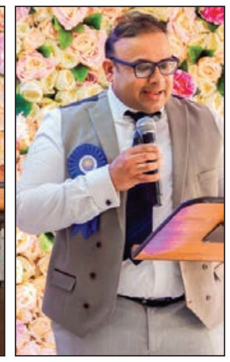

জহিরুল ইসলাম জাবেল : বিপুল অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য আয়োজনে সম্পন্ন হলো ঐতিহ্যবাহী সংগঠন জুরী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের ২১ বছর পূর্তি উৎসব। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থী ও গুণীজন সম্মাননা প্রদান করা হয়। ২১শে সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি ইভেন্ট ভেন্যুতে আয়োজিত এই অনবদ্য অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম জাবেল। ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মইনুলের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সভাপতি সালেহ আহমেদ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউহ্যাম কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর ডক্টর রুহিত কুমার দাসগুপ্ত।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে হাইকমিশন লন্ডনের ফাস্ট সেক্রেটারি মোছাম্মত মীর নুরানী রুপমা, জিএলএ মেম্বার উনমেস দেশাই, কাউন্সিলর রহিমা রহমান, মুজিবুর রহমান জসিম, এস্পায়ার পার্টির চেয়ারম্যান কে এম আবু তাহের চৌধুরী, আহবাব হোসেন, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে পেশাগত ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য সলিসিটর ছহুল আহমেদ মকু, অধ্যক্ষ ফখর উদ্দিন আহমেদ ও কাউন্সিলর মাসুকুর রহমানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩১ জন শিক্ষার্থী, ১২ জন ফাউন্ডার মেম্বারসহ সাবেক ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদককে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি ড. রুহিত কুমার দাসগুপ্ত তার বক্তব্যে জুরী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ কে এর মানবসেবা মুলক কাজের ভুয়শী প্রশংসা করেন এবং ছাত্র ছাত্রীদের অ্যাওয়ার্ড প্রদানের বিষয়টিকে স্বাগত জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ফাস্ট সেক্রেটারি মোছাম্মত মীর নুরানী রুপমা জুরী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে সর্বাত্মক সফলতা কামনা করে বলেন বাংলাদেশ হাই কমিশন জুরী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউ কে এর সমাজ কল্যাণ মুলক যে কোন কাজে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে।

অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সলিসিটর ছহুল আহমেদ মকু , অধ্যক্ষ ফখর উদ্দিন আহমেদ, উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপকিা সেলিনা বেগম, প্রশান্তির চেয়ারম্যান লিলু আহমেদ, ডিরেক্টর এন্ড হেড টিচার মেরিট টিউটরস মোহাম্মদ বারী, ডিরেক্টর লাক্স ফারনিশিং এমরান রহমান, ফাউন্ডার মেম্বার ফারুক আহমেদ, হাফিজ কামাল উদ্দিন, রিয়াজ উদ্দিন, ইউনুছ মিয়া, জিল্লুর রহমান কয়েছ, তাজুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ রাজু, কোষাধ্যক্ষ সিপার রেজা, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আবুল কালাম, লুৎফুর রহমান, জি এম

চৌধুরী রনি, সহ সাধারণ সম্পাদক এম এ সবুর, সাংগঠনিক সম্পাদক আযহার আহমেদ ওয়াসীম, সহ কোষাধ্যক্ষ ইখতিয়ার মিয়া মাসুম, জনকল্যাণ সম্পাদক মারুফ আহমেদ পাপ্পু, ইভেন্ট সেক্রেটারি সাইফুজ্জামান দীপলু, মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান, শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক তাছভীর আহমেদ ফাহিম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য আতিকুর মিয়া সুমন, কামাল হোসেন, আবদুল মতিন মুন্না, দেলওয়ার হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ২১ বছর পুর্তির এই দিনটিকে সরনীয় করে রাখতে জুরী প্রবাহ নামে একটি স্মারক ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয় এবং শেষে কেইক কেটে ২১বছর পুর্তি উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সংগঠনের সভাপতি সালেহ আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম জাবেল আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

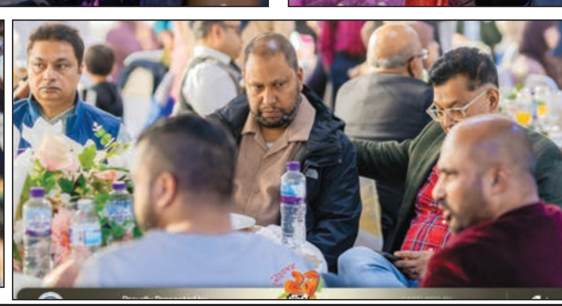

"আল্লামা মুফতী গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর বৃটেনের কার্ডিফে দাওয়াতি সফর সফল ভাবে সম্পন্ন

বাংলাদেশ থেকে দাওয়াতী সফরে যুক্তরাজ্যে আগমন করেন বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, দারুল ফিকর ওয়াল ইফতা আল ইসলামী বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হযরত আল্লামা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ছাহেব ফুলতলী। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের মাদ্রাসা,

মসজিদে,সভা সেমিনারে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ওয়াজ নসিহত করছেন।

এই ধারাবাহিকতায় ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরে দাওয়াতি কাজে অংশ নিতে আসেন। তাঁর আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়লে কার্ডিফ বাংলাদেশ কমিউনিটির মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

সবাই জড়ো হতে থাকেন মুফতি সাহেবের সাথে দেখা করতে ও দোয়া নিতে।

দিনভর ওয়াজ নসিহত ও দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করেন।

২৮ শে সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টায় বৃটেনের কার্ডিফ দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন।

মাদ্রাসা পরিদর্শনকালে বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, দারুল ফিকর ওয়াল ইফতা আল ইসলামী বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হযরত আল্লামা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর সাথে এক মতবিনিময় সভা কার্ডিফ দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসার সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে এবং কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদের ট্রাষ্টি ও দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান কাউন্সিলর দিলওয়ার আলী ও ক্বারী নুরুল ইসলাম, সেক্রেটারি আনসার মিয়া, এসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, মাদ্রাসার শিক্ষক ক্বারী মাওলানা মিনহাজ উদ্দিন জুবায়ের, ও প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি ক্বারী মোঃ মোজাম্মেল আলী। মতবিনিময় শেষে মাদ্রাসায় উপস্থিত সবাইকে নিয়ে সুরা এখলাছ মশক্ব প্রদান এবং মোনাজাত করেন।

মতবিনিয়কালে আল্লামা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যাকে কোনো ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত করেন, এটা তার জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও সৌভাগ্যের ব্যাপার। ভালো কাজে শরীক হওয়া মানেই আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আসা। এই পৃথিবীতে ভালো মানুষদের সংস্পর্শে গেলে মানুষ ভালো কিছু শিখে এবং নিজের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সবচেয়ে দামি ঘর হলো সেই ঘর, যেখানে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আজকে যে কার্ডিফ দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা পরিদর্শন করলাম এটি কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি নেক কাজের বড় প্ল্যাটফর্ম, যেখানে শিশুদের কুরআনের নূরে আলোকিত করা হবে। আমি যারা এই উইকেন্ড মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিশ্রম করেছেন, সময় ও অর্থ দিয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি বলেন, এই এলাকার প্রবাসীরা ইসলামের সঠিক আকিদাকে অনুসরণ করে ইসলামিক শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।যেমন তিনি বলেছেন এ সব ভালো কাজে শরীক হওয়া আল্লাহর বিশেষ রহমতের একটি অংশ।

বাদ যুহর কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদে কমিউনিটি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন। মুসল্লিগণ উনাকে পেয়ে খুব খুশি হোন। এবং কুশলাদি বিনিময় করেন।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05   Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট রোববার, সাংবাদিকদের মধ্যে উৎসবের আমেজ

লন্ডন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫: আগামী ৫ অক্টোবর রোববার পূর্ব লন্ডনের স্টেপনী গ্রীন ফুটবল মাঠে দুপুর ১টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫ । টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে বিলেতের বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের মধ্যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।

এ উপলক্ষে ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব হলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ-এর সঞ্চালনায় এবং প্রেসিডেন্ট মোঃ জুবায়েরের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে ফুটবল টুর্নামেন্টের বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরেন ট্রেজারার সালেহ আহমেদ, ইভেন্ট সেক্রেটারি রুপি আমিন, ফুটবল টুর্নামেন্ট পরিচালনা সংস্থা লন্ডন স্পোটিফের কো-অর্ডিনেটর ফরহাদ উদ্দিন ও ম্যানেজার মুহি মিকদাদ।

উল্লেখ্য, এলবিপিসি ফুটবল টুর্নামেন্টে এবার ৬টি টিম অংশগ্রহণ করছে । টিমগুলো হচ্ছে, ওয়ানবাংলা ইউনাইটেড, বাংলা কাগজ, চ্যানেল এস, মোহামেডান এসসি, দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড এবং ইউকে বাংলা লাইভ ইউনাইটেড। উপস্থিত সবার সামনে লটারি মাধ্যমে টিমগুলোকে এ এবং বি গ্রুপে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। গ্রুপ এ তে খেলবে বাংলা কাগজ, ওয়ানবাংলা ইউনাইটেড ও ইউকে বাংলা লাইভ ইউনাইটেড। গ্রুপ বিতে খেলবে দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড, চ্যানেল এস ও মহাম্যাডান এসসি।

গ্রুপ পর্বের প্রথম খেলায় পিচ ওয়ানে 'বাংলা কাগজ' খেলবে 'ওয়ান বাংলার সাথে, ইউকে বাংলা লাইভ খেলবে বাংলা কাগজের সাথে এবং ওয়ানবাংলা খেলবে ইউকে বাংলার সাথে।

পিচ টুতে চ্যানেল এস খেলবে মোহামেডান এসসি'র সাথে, দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড খেলবে চ্যানেল এস এর সাথে এবং মোহামেডান এসসি খেলবে দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড এর সাথে।

সংবাদ সম্মেলনে লটারীর মাধ্যমে টিমগুলোর জার্সি কালার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে । বাংলা কাগজ পেয়েছে বেগুনী, ওয়ানবাংলা নীল, মোহামেডান এসসি সবুজ, দেশ-পত্রিকা ইউনাইটেড লাল এবং ইউকে বাংলা লাইভ ইউনাইটেড সাদা।

সংবাদ সম্মেলনে খেলার নিয়ম-কানুন তুলে ধরেন লন্ডন বাংলা স্পোটিফের ফুটবল কো-অর্ডিনেটর ফরহাদ উদ্দিন ও ম্যানেজার মুহি মিকদাদ। সবশেষে প্রেসিডেন্ট মোঃ জুবায়ের এবং জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ ফুটবল টিমের সদস্য ও ক্লাব সদস্যদেরকে তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে রোববার স্টেপনী গ্রীন ফুটবল মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলা উপভোগ করতে আহবান জানান। তাঁরা বলেন, সকলের অংশগ্রহণে আমরা একটি উৎসবমুখর টুর্নামেন্ট উপহার দিতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী।

নব্বইয়ের দশকে সিলেটে গড়ে ওঠা প্রতিবাদী সাহিত্য আন্দোলনের নতুন 'স্বর' আজও প্রাসঙ্গিক

কবি নাজমুল হক নাজুকে নিয়ে অন্তরঙ্গ আলাপ

লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কবি নাজমুল হক নাজুকে নিয়ে অন্তরঙ্গ আলাপ। গত ২১ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনে সাপ্তাহিক পত্রিকা অফিসে এ আলাপে উঠে আসে নব্বই দশকে সিলেটে এক ঝাঁক প্রতিবাদী কবিদের আর্বিভাবের কথা। অতীতের অনেক কিছুকে অস্বীকার করে সাহসী কথা বলার মাধ্যমে নতুন 'স্বর' সৃষ্টি করার প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ ছিল তখনকার সময়ে বিস্ময়কর।

সম্প্রতি কবি প্রকাশক ও 'ঘাস'

লিটলম্যাগ সম্পাদক কবি নাজমুল হক নাজু বিলাত সফরে এলে কবিকণ্ঠ সাহিত্য সংগঠন আয়োজন করে এ ব্যতিক্রমী সাহিত্যালাপ।

বিশিষ্টজন হাবিব রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে যোগ দেন লিডস থেকে আগত কবি টি এম কায়সার। লন্ডনের কবি ও সাহিত্যসেবীদের মধ্যে অংশ নেন মতিয়ার চৌধুরী, সৈয়দ এনামুল ইসলাম, ময়নূর রহমান বাবুল, শাহ শামীম আহমেদ, শাহাব আহমদ বাচ্চু, নাজনীন সুলতানা শিখা,ফারুক আহমদ, হামিদ মোহাম্মদ, নোমান আহমদ, ফয়েজুর রহমান ফয়েজ, জামাল আহমেদ খানসহ আরো অনেকে।

কবি টি এম কায়সারের সঞ্চালনায় স্মৃতিচারণ আর নব্বই দশকের উন্মাতাল সময়ে সিলেটে এক ঝাঁক তরুণ কবি নাজমুল হক নাজুর মাহমুদ কম্পিউটারকে ঘিরে যে সাহিত্য চর্চা গড়ে ওঠে, তর্কবিতর্ক আর সৃজন বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ রাত কাবাড় করা হুলস্থুল,পায়ে হেঁটে সিলেট শহর তচনছ করার বেপরোয়া দিন নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিতজন।

এই স্বপ্নবান তরুণদের মধ্যে টি এম কায়সার রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে বসেন এসব আড্ডায়। ঢাকা, কলকাতার তরুণ কবি লেখকরাও সিলেটের তরুণদের এসব বিস্ময়কর নতুন ভাবনাকে নিয়ে আলোকপাত করতেন সময়ে সময়ে। এই তরুণদের মধ্যে নাম উঠে আসে মোস্তাক আহমাদ দীন, মাহবুব লীলেন, কবি জফির সেতু, টি এম কায়সার, শামীম শাহান, আহমেদ মিনহাজ, শাহ শামীম আহমেদ, ফজলুররহমান বাবুলসহ আরো অনেকের কথা। তাদের চিন্তাধারার পাশে থাকতেন, উতসাহ দিতেন কবি শুভেন্দু ইমাম, কবি হামিদ মোহাম্মদসহ অগ্রজরাও। তারা বের করতেন লিটন ম্যাগ গ্রন্থী, হুদি, চোখসহ আরো অনেক অনেক প্রকাশনা।

কবি শাহ শামীম আহমেদ বলেন, সারাদিন বা রাত আড্ডা হতো, ঝড়ের মতো আসতাম, যেতাম, তর্কে জড়িয়ে পড়াই ছিল আমাদের টান।

এছাড়া আমরা আপ্যায়িত হতাম মাহমুদ কম্পিউটারে এলে। মফস্বলে থাকা কবি ও লেখকদের নাজু পৃষ্টপোষকতা করতেন। তিনি বলেন, সবচয়ে মজার ব্যপার হলো, টি এম কায়সারের ওপর অনেকেই ক্ষ্যাপা থাকতেন, বলতেন টিএম কায়সার রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে অস্বীকার করেন, তিনি কী পাইছেন, তিনি কি টিএস্ ইলিয়ট? ইলিয়টও তো রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেননি। আসলে এসব হাস্যরস আর রসবোধে প্রতিনিয়ত ভরপুর থাকতো আড্ডা। আমরা ছিলাম সেই ঝড়ের দিনের এক ঝাঁক কবিতা পাগল যুবক, প্রতিবাদী, অতিমাত্রায় বেহিসাবী।

সৈয়দ এনাম বলেন, আমরা কয়েকজন মিলে সমসাময়িক সময়ে সৃজনশীল গ্রন্থ বিপনন প্রতিষ্ঠান 'বইপত্র' চালু করি। কবি শুভেন্দু ইমাম. আফতাব হোসেইন ও আমি এটি শুরু করি একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে। মান সম্মত বইয়ের দোকান হিসাবে 'বইপত্র' চ্যালেঞ্জ ছিল। নাজুও সর্ব প্রথম সিলেটে কম্পিউটার নিয়ে প্রিন্টিং ব্যবসায় নামেন। এটাও চ্যালেঞ্জ ছিল। এখন তার মাহমুদ কম্পিউটার কনিষ্টভাই চালান, তিনি 'ছাপাকানন' নামে বিশাল আরেকটি প্রেস চালান, ঘাস প্রকাশনী পরিচালনা তো আছেই, সঙ্গে সাহিত্যান্দোলন ও 'ঘাস' লিটল ম্যাগ প্রকাশনা চালিয়ে যাচ্ছেন আরো ব্যাপকভবে। তার সৃজন যাত্রা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

হামিদ মোহাম্মদ বলেন, আমি নব্ব্ইয়ের গোড়ার দিকে লন্ডন থেকে দেশে ফিরে গিয়ে ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে কিছুটা অনুপস্থিত। এক সময়ে বুঝতে পারলাম সিলেটে সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্ত আমি বাদ পড়ে যাচ্ছি। ফিরতে গিয়ে প্রথমে কবিতার বই বের করার মনস্থ করি।অতীতে যা লিখেছি, কিন্তু লেখার কপি হাতে নেই। আমি লন্ডনে থাকাকালীন আমার শিশু সন্তানরা ওসব বিক্রি করে চানাচুর খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবরা হতাশ হতে দেননি। তারা পুরোনো নানা ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা খুঁজে খুঁজে আমার অনেক কবিতা ও গল্প সংগ্রহ করে দিলেন। প্রথমে কবিতার বই 'স্বপ্নের লাল ঘুড়ি' 'শিকড়' থেকে বের করি কবি মোস্তাক আহমাদ দীন এর সহযোগিতায়। এরপরই নাজমুল হক নাজু ছেপে দেন উপন্যাস 'কালোদানব' ও গল্পের বই 'হৃদয়ে রঙধনু'।'শিকড়' থেকেই প্রকাশিত হয়।

এই পথ চলা শুরু। আজকের হামিদ মোহাম্মদের বিলাতের মাটিতে সাহিত্যজগতে চলার পেছনে নাজমুল হক নাজু অকৃত্রিমভাবে জড়িয়ে আছেন। এই গত সপ্তাহে লন্ডনে আসার সংবাদ দিয়ে 'পান্ডুলিপি দেন, বই ছেপে নিয়ে আসবো।' এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন উপন্যাস 'পরিবানু' ছেপে কপি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নাজু। তার এমন অবিশ্বাস্য দায়িত্বশীলতায় অবাক না হয়ে কি পারা যায়?

মতিয়ার চৌধুরী সিলেটে যুবক বয়সে আশির দশকে সাহিত্য চর্চায় জড়াতে গিয়ে বললেন, আমি গ্রামে থাকতাম, নবীগঞ্জে। যুগভেরীকে কেন্দ্র করে সাহিত্য আড্ডা থাকলেও মফস্বলে থাকায় আড্ডায় যোগ দেওয়ার সুযোগ কম ছিল। লেখা নিয়ে আসতাম যুগভেরীতে ছাপতে। ডাকে যুগভেরী নিতাম। লেখা ছাপা হলে আনন্দ কে দেখে। বিলাত চলে এলেও মন পড়ে থাকতো সিলেটে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নব্বইয়ে আপনাদের আড্ডার বিবরণ শুনে সত্যিই ভালো লাগছে।

কবি ময়নূর রহমান বাবুল বলেন, আপনাদের মাহমুদ কম্পিউটরের আড্ডার সময় আমি বিলাতবাসী হয়ে গেছি। সেই আড্ডার সদস্যদের সাথে লন্ডনে যারা আমার মতো পরবতীতে এসেছেন, তাদের সাথে, যেমন কায়সারসহ অন্যদের কাছে গল্প শুনেছি। আজকে আরো বিস্তৃত শুনে ভালো লাগলো।

কথা বলেন, নোমান আহমেদ। তিনি বই প্রকাশ ও বিপনন নিয়ে প্রশ্ন করেন প্রকাশক হিসাবে নাজুর কাছে। বিপনন নিয়ে নাজু প্রকাশকদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলেন, সিলেটে শুধু নয়, বাংলাদেশে বই বিপনন সংস্কৃতিটা তেমন লেখকবান্ধব হয়ে ওঠেনি, আসলে-সংস্কৃতিটা নেই-ই বলতে পারেন। কয়েকটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন তিনি।

সব শেষে সভাপতি হাবিব রহমান বলেন, আমি মনোযোগ দিয়ে সকলের কথা শুনলাম। শুনতে শুনতে মনে হলো, সৃজন মানেই বিক্ষুদ্ধ হওয়া, প্রতিবাদী হওয়া। আমাদের সময়ে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলাম, তখন ছাত্র ইউনিয়নের মাঝেই ছিল সাহিত্যচর্চার চলটা বেশি। আমি তাদের সংকলন প্রকাশে সহাযতা করতাম। দেখেছি, তাদের চোখেমুখে সৃজন তৃষ্ঞা কত মায়ময়। আজকের আড্ডায় আমি আরো সমৃদ্ধ হলাম।

নাজমুল হক নাজু নব্বই দশকের সিলেটের ষোলজন কবি ও সাহিত্যিকের বর্তমান ভাবনা কেমন, এই কৌতুহল থেকে তাদের সাক্ষাতকার নিয়ে সম্প্রতি একটি বই 'সংলাপ, সংরাগে' প্রকাশ করেছেন। বইটির কপি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এতে নব্বই দশকে যে চিন্তা চেতনা নিয়ে এসব লেখকদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেটা আজও তাদের মাঝে সদর্পে আছে, বদলায়নি-একটুও-এমন কথার প্রতিধ্বনি সমৃদ্ধ গ্রন্থখানায় রয়েছে। এই ব্যতিক্রমী সংকলনটি এক ঐতিহাসিক বাক বদলের অসম্ভব স্বাক্ষর হিসাবে গণ্য করার দাবী রাখে মন্তব্য করেন উপস্থিত সুধীজন।

এই প্রসঙ্গ ছাড়াও মাহমুদ কম্পিউটার কেন্দ্রিক আড্ডা সম্পর্কে নাজমুল হক নাজু আলোচনায় বলেন, বড় কিছু করেছি, এমন ভাবনা আমার মাঝে নেই। আমি বন্ধুপাগল মানুষ। মাহমুদ কম্পিউটার ছিল আমার সেই বন্ধুসৃষ্টির অভয়ারণ্য। বন্ধুত্বের বন্ধনের সুঁতোর টান কত যে গভীর, আমি টের পাচ্ছি লন্ডনে এসে। ভাবিনি, এতো সহজে এখানে সবাইকে পেয়ে যাবো, আবার জমজমাট আড্ডাও দেবো।এ ক্ষেত্রে আমি আমাকে খুব সৌভা্গ্যবানই মনে করছি।

মাহমুদ কম্পিউটার-এর মালিক কবি নাজমুল হক নাজু হলেও অনেকেই জানতো না কে মালিক। মূল চেয়ার দখল করে বসতেন এই সব আড্ডার কবিরা। অনেকের ঠিকানাই ছিল পূর্ব জিন্দাবাজারের মাহমুদ কম্পিউটার। এসব বলেন আলোচকরা।

রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশ ইউ কে এর উদ্যোগে শায়েখ তাজুল ইসলাম এর স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গত ২৯ শে সেপ্টেম্বর সোমবার রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশ ইউকের উদ্যোগে সিলেট বিভাগের বিশিষ্ট লেখক ,কবি ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা শায়েখ তাজুল ইসলাম স্মরণে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরী ও পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামাল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি, সাংবাদিক ও লেখক আবুল কালাম আজাদ ছোটন। মরহুমের কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন -কবি আবু সুফিয়ান চৌধুরী, মাওলানা আবুল হাসানাত চৌধুরী, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, হাজী ফারুক মিয়া, শেখ ফারুক আহমদ, শাহ এনায়েত করিম, আবুল বাশার, আলহাজ্ব বুলু মিয়া, মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন -শায়েখ তাজুল ইসলাম ছিলেন একজন শক্তিমান লেখক। তিনি প্রায় ৪০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্য গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ হলো' নির্বাচিত প্রবন্ধমালা। তিনি বহুবার হজ্জ ও ওমরা পালন করেছেন।

বক্তারা -মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

সভায় শায়েখ তাজুল ইসলাম ও কবি আলিফ উদ্দিনসহ সকল মুর্দে গানের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন বিশিষ্ট টিভি প্রেজেন্টার মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি একটি মাইলফলক

যুক্তরাজ্য সরকার সম্প্রতি ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে-এটি শুধু মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে নয়, বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই স্বীকৃতি শুধু কূটনৈতিক নয়, এটি একটি নৈতিক অবস্থান, যা দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতার দাবিকে সম্মান জানায়। রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেলে ফিলিস্তিন আন্তর্জাতিক বৈধতা অর্জন করবে, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ পাওয়ার সুযোগ পাবে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সহজ হবে। এর ফলে অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় সহায়তা পাওয়া সম্ভব হবে। সবচেয়ে বড় অর্জন হবে আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি-যা নিপীড়িত জনগণের জন্য আত্মমর্যাদার পুনরুদ্ধার।

এই স্বীকৃতির পর যুক্তরাজ্যের দায়িত্ব হবে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনে সহায়তা করা-প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে। একইসঙ্গে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি আলোচনায় যুক্তরাজ্যকে একটি ন্যায্য ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষায় সোচ্চার থেকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সহায়তা করা যুক্তরাজ্যের নৈতিক দায়িত্ব।

দুই রাষ্ট্র সমাধান-একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন ও একটি নিরাপদ ইসরায়েল-এই ধারণাই মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তির ভিত্তি হতে পারে। যুক্তরাজ্যের স্বীকৃতি এই সমাধানকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিতে পারে। পশ্চিম তীর ও গাজা ভূখণ্ডকে ফিলিস্তিনের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে তা হবে একটি সাহসী ও ন্যায্য পদক্ষেপ।যেদিন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তাঁর একটি কূটনীতিক বিজয় উদযাপন করলেন (ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে), ফিলিস্তিনিদের নিজ রাষ্ট্র পাওয়া যেন আগের চেয়ে আরও দূরে সরে গেল। আর কোনো সময়েই একটি (স্বাধীন ফিলিস্তিন) রাষ্ট্রের স্বপ্ন মাঠের বাস্তবতা থেকে এত বিচ্ছিন্ন প্রতীয়মান হয়নি। এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে যুক্তরাষ্ট্রে আসার অনুমতি দেওয়া হয়নি তাঁরই দেশ নিয়ে জাতিসংঘের সম্মেলনে যোগ দিতে, যা স্পষ্টতই জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তির নির্লজ্জ এক লঙ্ঘন।যুক্তরাজ্যের এই স্বীকৃতি শুধু একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, এটি একটি মানবিক অঙ্গীকার। এটি শান্তির পথে একটি সাহসী পদক্ষেপ, যা ফিলিস্তিনি জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে আসে। এখন সময় এসেছে, বিশ্ব সম্প্রদায় একত্রে কাজ করে দুই রাষ্ট্র সমাধানকে বাস্তবায়ন করে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

ক্রান্তিকালের সমাধান সূত্র

সৈয়দ তোশারফ আলী

দেশ যখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, তখন দেশি-বিদেশি স্বার্থ শিকারির দল নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে এমনটি আশা করা যায় না। ড. ইউনূস তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে একটা জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছেন; কিন্তু কাজটি মোটেও সহজ-সরল নয়। দেশটি মুসলিমপ্রধান এবং ভাষা ও সংস্কৃতির বিচারে বিরোধ বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে কম হলে কী হবে, রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস তাকে প্রধান দুটি ধারায় বিভক্ত করে রেখেছে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অভিন্ন অনুভূতি থাকলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সংহত করা যতটা সহজ হয়, ভিন্নতা থাকলে ততটাই কঠিন হয়। ভারতবর্ষকে একটা অখণ্ড রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে মহান মোগল শক্তি মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছে। এরপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি রেল যোগাযোগ ও টেলিগ্রাফ-টেলিফোন নেটওয়ার্ক চালু করে সে ঐক্যকে আরও মজবুত করে তোলে। কিন্তু তাদের শাসন রীতি ছিল রোমান ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি; যা দিনশেষে ভারতকে অখণ্ড রাষ্ট্র হিসাবে অসম্ভব করে তোলে। একটি ফেডারেল শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সব ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত যখন স্বাধীন হলো, তখন আর অখণ্ড রইল না। কিন্তু মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ফেডারেল কাঠামোর একটি রাষ্ট্র গঠন করা হলে কতই না উত্তম হতো। কিন্তু সে পথে না গিয়ে ভারতের দুটি মুসলিমপ্রধান প্রদেশ-পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করা হলো। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এ কাজটি করলেন ভারত বিভাগে অনিচ্ছুক কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সম্মতি পাওয়ার পর। ওই সময়ের অ্যাক্টর কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ সরকার-এই ত্রিপক্ষীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ সার্জিক্যাল অপারেশন সম্পন্ন করা হয়। পাঞ্জাব ও সিন্ধু তাদের রাজধানী পায়, কিন্তু পূর্ব বাংলাকে রাজধানী থেকে বঞ্চিত করা হয়। কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ থেকে যায় ভারতে। মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ এ প্রাপ্তিকে কীটদুষ্ট পাকিস্তান বলে আক্ষেপ করলেও তিনি এ সাফল্যকে সানন্দে উদ্যাপন করেন। ভারতীয় হিন্দুমনে ভারত বিভাগ ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এটি সাময়িক হলে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বাস্তবে তারা একে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের কথা ও লেখায় এ বিষয়টি চিরন্তন ক্ষোভের উৎস হয়ে রয়েছে। এ সার্জিক্যাল অপারেশন চালিয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অবশ্য এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করেন। একদিকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে পাঞ্জাব ও বাংলার প্রভাব চিরতরে দূর হয়, অন্যদিকে পদে পদে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করার ঝামেলাও থাকে না; যা তিনি ফেস করেছিলেন অন্তর্বর্তী সরকার পরিচালনা করার সময়। সেই অভিজ্ঞতার কারণেই কি তিনি কেবিনেট মিশন প্ল্যান সফল হতে দেননি?

নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভৌগোলিক কাঠামো ছিল ব্যতিক্রমী। পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে ব্যবধান ছিল হাজার মাইলের ওপর এবং মাঝখানে ছিল ভারত। একমাত্র ধর্মীয় বন্ধন আর অভিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস ছাড়া আর কোনো জোরালো ঐক্যানুভূতি সৃষ্টির উপাদান ছিল না। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিরোধ সৃষ্টি হতে সময় লাগেনি। আর সে বিতর্ক সৃষ্টি হয় জিন্নাহর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিলে এ বিতর্ক এড়ানো যেত সহজেই অথবা ইংরেজিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হিসাবে চালু রাখার সুযোগ ছিল। একটা কমিশন গঠন করে সমস্যাটির সমাধান করা যেত। ভবিষ্যৎ পার্লামেন্টের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা যেত। একাধিক বিকল্প থাকার পরও দুঃখজনকভাবে একগুঁয়ে মনোভাব দেখানো হলো। অর্থনৈতিক অভিন্ন স্বার্থের বন্ধন একটি জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে বিরাট ভূমিকা রেখে থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসম উন্নয়ন। সে কারণে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়তে থাকে; যা ধর্মের বন্ধনকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে শুরু করে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ দেখিয়ে দেয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান কতটা অরক্ষিত। এ পটভূমিতে আর্থিক ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের ইস্যুটি সামনে চলে আসে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বুলি আওড়িয়ে সে দাবিকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি একাত্তরে জাতীয় সংহতি রক্ষায় সামরিক শক্তিও অকার্যকর প্রমাণিত হয়। বস্তুত, ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ায় এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ না থাকায় পাকিস্তানের দুই অংশ দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। মুক্তিযুদ্ধকালীন পক্ষ-প্রতিপক্ষ ও হিংসার রাজনীতি অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে জাতিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করার পথে সেই পুরোনো বিভেদের জের আজও প্রধান প্রতিবন্ধক। এর সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে গত ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসক ও তাদের দোসরদের সঙ্গে নির্যাতিত জনগণের বিরোধ। রাজনীতি ক্ষেত্রে যাকে আমরা আদর্শিক বিরোধ হিসাবে দেখি, তার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থের, তথা শ্রেণিস্বার্থের দ্বন্দ্ব। রাজনীতি বুঝতে এ গূঢ় তত্ত্ব বুঝতে হবে। উন্নত দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কম। কারণ, তাদের বৃহদায়তন শিল্প-বাণিজ্য ও আর্থিক ভিত্তি বড় দলের অনুকূলে। আমাদের ক্ষুদ্রায়তনী অর্থনীতির দেশে অনেক ছোট দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। বড় দলগুলো করপোরেট স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

জুলাই অভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কার সাধনের চেষ্টা চলছে। এর সঙ্গে অনেক বিজ্ঞ লোককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তারা কিছু মূল্যবান সুপারিশ করেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে। ধারণা করা হচ্ছে, চূড়ান্ত ফলাফল আশাব্যঞ্জক হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে কিছু জরুরি বিষয়ে এ ধরনের ঐকমত্য খুব কাজে লাগবে। তবে যাদের ওপর এসব সুপারিশ কার্যকর করার দায়িত্ব বর্তাবে, তাদের দেশপ্রেম ও সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা কতটুকু, তার ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করবে। আগামী দিনে যে নির্বাচিত সরকার আসবে, তাদের উদ্দেশে আমাদেরও কিছু বলার আছে। অতি সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো।

১. ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তন এ সময়ের অন্যতম প্রধান হুমকি; যার প্রভাব ইতোমধ্যেই পড়া শুরু হয়েছে। এর ক্ষতি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এখনই ক্লাইমেট ফান্ড গঠন করতে হবে। এ ফান্ডের টাকা কোথায় কীভাবে খরচ করা হবে, তা জনগণকে খোলাখুলি জানাতে হবে। এ ব্যাপারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি থাকা চলবে না।

২. বৈদেশিক অর্থের প্রধান জোগানদাতা হচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমজীবী-কর্মজীবী নরনারীরা। তারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছেন বলেই সরকারের পক্ষে জরুরি পণ্য আমদানি করা, বৈদেশিক ঋণের সুদের কিস্তি পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। সরকারও বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে। কিন্তু প্রবাসীদের অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি জ্ঞান কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সে কথাও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। এজন্য একটি ডায়াসপোরা কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

৩. নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনতে হবে।

৪. আন্দাজ-অনুমানের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বদলে ওপেন ডাটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে, যাতে সবাই বুঝতে পারে কোন সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হচ্ছে।

৫. সাংস্কৃতিক শক্তিকে মোটেই অবহেলা করা যাবে না। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনের ওপর রয়েছে ইসলামি মূল্যবোধ ও সাহিত্যের গভীর প্রভাব। তাই এর ভিত্তিতে সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য মজবুত করা সহজ হবে এবং সেটাই করতে হবে।

৬. পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব কমিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে যে দক্ষতা দরকার হবে, তা শেখাতে হবে।

৭. স্কুল পর্যায়েই এআই, রোবটিক্স, বায়োটেকনোলজি শেখানো শুরু করতে হবে।

৮. ঢাকাকেন্দ্রিক উন্নয়ন কমিয়ে প্রধান প্রধান জেলা শহরে মিনি ক্যাপিটাল গড়ে তুলতে হবে। এটা করতে পারলে কাজের সন্ধানে ঢাকায় আসার বাধ্যবাধকতা কমে যাবে। বেকারত্বও কমবে। মোটকথা, উন্নয়ন ভাবনায় বিকেন্দ্রীকরণের ওপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে। তবেই সমাধানের পথ পাওয়া যাবে।

জগন্নাথপুরে জামায়াতের ওয়ার্ড সভাপতি যুবলীগ নেতা

জগন্নাথপুর সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডে রাজনৈতিক অঙ্গনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আঞ্চলিক শাখার সভাপতি একই ওয়ার্ডের আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পিয়ার আলী। বিষয়টি সামনে আসার পর থেকেই এলাকায় এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত হয় ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ছাপানো একটি শুভেচ্ছা পোস্টারকে কেন্দ্র করে। সেই পোস্টারে পিয়ার আলীর নামের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর 'ওয়ার্ড সভাপতি' পদবিও উল্লেখ ছিল। এতে অনেকেই বিস্মিত হয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করেন।

পরবর্তীতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে পিয়ার আলী নিজেই স্বীকার করেন, তিনি বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর ওয়ার্ড সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তবে তিনি একইসাথে আওয়ামী যুবলীগের পদেও রয়েছেন কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'আওয়ামী লীগের নীতি-নির্ধারণ ঠিক না থাকায় আমি আওয়ামী লীগকে ভালো পাই না।' যুবলীগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি সঠিক জবাব দেননি। বরং বলেন, 'কিভাবে যুবলীগের কমিটিতে আমার নাম আসছে, জানি না।'

স্থানীয় সূত্র জানায়, শেখ হাসিনার পতনের পর গত ৫ আগস্ট তাকে জামায়াতের ওয়ার্ড সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত যুবলীগের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

জগন্নাথপুর উপজেলা জামায়াতের আমির লুৎফর রহমানের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

গোলাপগঞ্জে সাংবাদিক আব্দুল আহাদের ওপর হামলা : প্রতিবাদে ও আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

গোলাপগঞ্জ (সিলেট) সংবাদদাতা : গোলাপগঞ্জে বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, সাংবাদিক আব্দুল আহাদের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে ও আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বাদ আসর পৌর শহরের চৌমুহনী নূর ম্যানশনের সামনে গোলাপগঞ্জ বাজার বণিক সমিতির উদ্যোগে ও গোলাপগঞ্জ প্রেসক্লাব, সাংবাদিক কল্যাণ সমিতি ও অনলাইন প্রেসক্লাবের সহযোগিতায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে গোলাপগঞ্জ বাজার বণিক সমিতির সভাপতি বিলাল আহমদের সভাপতিত্বে ও গোলাপগঞ্জ সাংবাদিক কল্যাণ সভাপতি মাহবুবুর রহমান চৌধুরীর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন- গোলাপগগঞ্জ প্রেসক্লাবের আহবায়ক আব্দুল জলিল, সাবেক সভাপতি শহিদুর রহমান সুহেদ, সাংবাদিক মাহফুজ আহমদ চৌধুরী, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা ইকবাল হোসেন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল জলিল সেলিম, গোলাপগঞ্জ মাইক্রোবাস শ্রমিক উপ-কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম লিলু, অটোরিকশা শাখার সহ-সভাপতি আবুল লেইস, গোলাপগঞ্জ ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি আইন উদ্দিন, হিউম্যান হলার মালিক সমিতির সভাপতি মামুনুর রশীদ, সমাজসেবী আব্দুল হামিদ আনা, গোলাপগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি কামাল আহমদ, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক এম এ কাদির, ব্যবসায়ী রাহেল আহমদ চৌধুরী, ব্যবসায়ী রাজা মিয়া প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন,'সাংবাদিক আব্দুল আহাদ সমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তিত্ব। তার উপর পরিকল্পিতভাবে পুলিশ পরিচয়ে 'মব' সৃষ্টি করে সন্ত্রাসী কায়দায় প্রাণে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয়। হামলার সাথে জড়িত সেলিম হাসান কাওছারসহ জড়িতদের দ্রুত সময়ের মধ্যে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

বক্তারা বলেন, সাংবাদিক আব্দুল আহাদের ওপর হামলাকারীদের যদি পুলিশ দ্রুত সময়ের মধ্যে আইনের আওতায় আনা না হয় তাহলে বৃহৎ পরিসরে কর্মসূচির ডাক দেওয়া হবে।'

মানববন্ধনে গোলাপগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ সর্বস্থরের জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

এরও আগে গত এপ্রিল মাসের ৮তারিখ হুসননমকী জামে মসজিদে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরচক্র মসজিদের মাইকের মেশিন, ৫বান্ডিল ইলেট্রিক ক্যাবলসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে যায়। ঘটনার কয়েকদিন পর এলাকার যুবসমাজ সন্দেহবশত স্থানীয় এক যুবককে আটক করেন। জিজ্ঞাসাবাদে সে মসজিদে চুরির সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। পরবর্তীতে তাকে ওসমানীনগর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

এদিকে গত আগস্ট মাসের প্রথম দিকে খন্দকার বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও খন্দকারবাজারের হোমিও চিকিৎসক ডা. সুকুমার সরকারের স্বপরিবারে থাকা খন্দকারবাজারস্থ ভাড়াবাসায় চুরির ঘটনা ঘটে। ২আগস্ট থেকে ৮আগস্ট পর্যন্ত সময়ে তিনি তার স্ত্রী-সন্তান নিয়ে গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনায় ছিলেন। চোরচক্র তালা ভেঙ্গে বাসায় প্রবেশ করে এবং ৪ভরি স্বর্ণালঙ্কার, নগদ ৭০ হাজার টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়। এঘটনায় শিক্ষক ডা. সুকুমার সরকার ওসমানীনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। এছাড়া হুসননমকী মোহাম্মদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসায় চুরির বিষয়েও ওসমানীনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

এছাড়াও গত বছর খন্দকারবাজারস্থ জননী লাইব্রেরিতে চুরির ঘটনা ঘটে।

নতুন সম্ভাবনায় জেগে উঠছে সিলেটের পর্যটন খাত

সিলেট অফিস : প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ঘেরা সিলেট সবসময়ই ভ্রমণপিপাসুদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য। জেলার আনাচেকানাচে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পর্যটন স্পট প্রতিদিনই টানে হাজারো দর্শনার্থীকে। তবে সাদা পাথর কাণ্ডের পর থেকেই এ খাতের নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল বারবার।

দীর্ঘদিন ধরে সিলেটবাসী দাবি জানিয়ে আসছিলেন পর্যটন খাতকে পরিবেশবান্ধব করার। অবশেষে সেই দাবিকে বাস্তবায়নের পথে বড় পদক্ষেপ নিল সরকার। জেলার জনপ্রিয় ছয়টি পর্যটন স্পট বিছানাকান্দি, সাদা পাথর, জাফলং, উৎমাছড়া, লালাখাল ও রাতারগুলকে কেন্দ্র করে মাস্টারপ্ল্যান হাতে নেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, স্থানীয়দের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় ও পরিবেশবান্ধব করে তোলা।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম বলেন, এই মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত হলে পর্যটন খাত নতুনভাবে বিকশিত হবে।

সরকারের এ উদ্যোগে আশাবাদী স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা যেন না হয়, সে পরামর্শ দিয়েছেন পর্যটন সংশ্লিষ্টরা।

সিলেট হোটেল অ্যান্ড গেস্ট হাউস ওনার্স গ্রুপের সাবেক সভাপতি সুমাত নূরী চৌধুরী জুয়েল বলেন, এই পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন হলে সিলেটে পর্যটন খাতের সম্ভাবনা বহুগুণে বাড়বে।

ইতিমধ্যেই মাস্টারপ্ল্যানের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে সাদা পাথর এলাকা পরিদর্শন করেছেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও পরিবেশ-স্থাপত্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত ১৩ সদস্যের কমিটি। তারা ধাপে ধাপে অন্য স্পটগুলোও ঘুরে দেখবেন।

স্থপতি ইনস্টিটিউটের সভাপতি অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ বলেন, আমরা পর্যটনকে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করার নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।

একইসঙ্গে সবুজ সচেতন স্থাপত্যের প্রবক্তা অধ্যাপক মো. রফিক আজম জানান, পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখাই মূল লক্ষ্য।

মাস্টারপ্ল্যান সমন্বয় কমিটির সভাপতি ড. বজলুর রশিদ জানিয়েছেন, পরিবেশকে অগ্রাধিকার দিয়েই পর্যটন খাতের উন্নয়ন করা হবে।

একইসঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নে নেদারল্যান্ডস সরকারের সম্ভাব্য অর্থায়নের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত হলে বদলে যাবে সিলেটের সামগ্রিক অর্থনীতি ও পর্যটনের চিত্র। সৃষ্টি হবে নতুন কর্মসংস্থান, আর ভ্রমণপিপাসুদের জন্য সিলেট হয়ে উঠবে আরও আকর্ষণীয় ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন গন্তব্য।

মৌলভীবাজারে বিশাল অজগর উদ্ধার

শ্রীমঙ্গল সংবাদদাতা : মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় দেবনাথ সম্প্রদায়ের শ্মশানঘাটে পাওয়া গেছে এক বিশাল আকৃতির অজগর। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শ্রীমঙ্গল জেটি রোডের পাশে অবস্থিত শ্মশান এলাকায় সাপটি দেখতে পান কিছু শ্রমিক।

জানা গেছে, শ্মশান প্রাঙ্গণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করছিলেন কয়েকজন শ্রমিক। হঠাৎ ঝোপঝাড়ের ভেতর নড়াচড়ার শব্দ শুনে তারা এগিয়ে গেলে দেখতে পান একটি বিশাল আকারের অজগর সাপ। সাপটি দেখে শ্রমিকরা আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে সরে যান এবং স্থানীয়দের বিষয়টি জানান।

খবর পেয়ে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল ও পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং অজগরটির উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।

স্বপন দেব সজল জানান, 'সাপটির ওজন আনুমানিক ২৪-২৫ কেজি এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ ফুট।

এটি প্রাপ্তবয়স্ক একটি অজগর। পরে আমরা সেটিকে নিরাপদভাবে উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করেছি।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বন ও ঝোপঝাড়ে আবাসস্থল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং খাদ্যের সংকটে পড়ে মাঝে মাঝে এমন বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। এ ঘটনায় এলাকায় সাময়িক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও কেউ আহত হয়নি।

বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অজগর সাপ সাধারণত নিরীহ এবং হিংস্র নয়, তবে হঠাৎ উপস্থিতিতে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ ধরনের প্রাণী দেখা গেলে আতঙ্কিত না হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা বন বিভাগকে জানানো উচিত।

ওসমানীনগরে বাড়ছে চুরি

সিলেট অফিস : সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার দয়ামীর ইউনিয়নের বৃহত্তর খন্দকারবাজার এলাকায় সাম্প্রতিক রহস্যজনকভাবে বেড়েই চলছে চুরির ঘটনা। একে একে চুরি হয়েছে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, বাসা এবং অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। লাখ লাখ টাকার স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকাসহ মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নিচ্ছে চোরচক্র। প্রশাসনের দারস্থ হয়েও কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না ভুক্তভোগীরা।

উপর্যুপুরী এসব চুরির ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এলাকাবাসী ধারণা করছেন, স্থানীয়ভাবে বড় রকমের কোন অপরাধী চক্র গড়ে উঠছে। যাদের ধারাবাহিক অতৎপরতায় নিয়মিত এসব চুরির ঘটনা ঘটছে। সিসি ক্যামেরাতেও তাদের আটকে রাখা যাচ্ছে না।

সরেজমিন পরিদর্শনে জানা গেছে, সর্বশেষ গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা নাগাদ স্থানীয় চুনারপাড়া দক্ষিণ মসজিদের ইমামের কক্ষে চুরি সংঘটিত হয়। এতে ২টি মোবাইলসহ অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি হয়েছে। এ ব্যাপারে ওসমানীনগর থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে। এর আগে গত আগস্ট মাসের ১০তারিখ বৃহত্তর খন্দকারবাজার এলাকার হুসননমকী মোহাম্মদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসায় চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনার ওইদিন মাদ্রাসা বন্ধের কারণে শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত ছিলেন। চোরচক্র মাদ্রাসার ষ্টিল আলমিরা ভেঙ্গে নগদ ৩৬হাজার টাকা, ১টি রোলেক্স ঘড়ি, স্পিকার, ইন্টারনেট রাউটার ডিআরসহ প্রায় ১লাখ ২০হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। চোরদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি মাদ্রাসার ফ্রিজে থাকা মাদ্রাসা বডিংয়ের এতিম শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য রাখা আনুমানিক ৫০/৬০ কেজি গোশত। একই রাত্রে হুসননমকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় বারের মতো চুরির উদ্যোগ নেয় চোরচক্র। তারা বিদ্যালয়ের একটি কক্ষের তালা ভেঙ্গে ফেলে। ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যালয়ের চলমান নির্মাণ কাজের শ্রমিকদের সাড়াশব্দে চোরচক্র চুরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এর আগে গত ২৮মে হুসননমকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

প্রথমবার চুরির ঘটনা ঘটেছিল। চোরেরা সেদিন বিদ্যালয়ের ওয়াশব্লকের তালা ভেঙ্গে পানির টেপসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়।

লন্ডনে কেইটরিং সার্কেলের ১০ম বর্ষপূর্তি ব্যবসায় সম্মেলন

ট্যালেন্ট শো-র ১০ বিজয়ীকে সম্মাননা, শিল্পের সংকট সমাধানে প্রাণবন্ত আলোচনা

লন্ডনের মেরিডিয়ান গ্র্যান্ড-এ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হলো কেইটরিং সার্কেল-এর দশম বর্ষপূর্তি এবং ৭ম বিজনেস কনফারেন্স ও রেস্টুরেন্ট ট্যালেন্ট শো অ্যাওয়ার্ডস। যুক্তরাজ্যের ৬০০-রও বেশি রেস্টুরেন্ট মালিক, শিল্প নেতা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তির সমবেত এই অনুষ্ঠান উদযাপন করল কেইটরিং সার্কেল-এর ১০ বছর পূর্তি, একইসাথে তুলে ধরল ব্রিটেনের কারি শিল্পের বর্তমান সংকট।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থাপক রবিন ডয়ার অতিথিদের স্বাগত জানান, লাইভ মিউজিক ও অত্যাধুনিক “ওসমান” নামের হিউম্যানয়েড রোবট প্রদর্শনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী বক্তব্যে কেইটরিং সার্কেল-এর প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল হক শিল্পের এক দশকের চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের যাত্রা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণসমূহ:

পুরস্কার বিতরণী: ১০ জন ট্যালেন্ট শো বিজয়ীকে সম্মাননা

সন্ধ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল সিজন ৮: রেস্টুরেন্ট ট্যালেন্ট শো-এর ১০ জন বিজয়ীকে সম্মাননা প্রদান। প্রত্যেকে রেস্টুরেন্ট শিল্পের সংকটের একটি করে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পুরস্কার প্রদান করেন সম্মানিত ভিআইপি অতিথি ও কেইটরিং সার্কেল মেন্টররা।

বিজয়ী ও পুরস্কার প্রদানকারীরা:

১. শেলফোর্ড স্পাইস, কেমব্রিজ (ফারহান হোসেন) - এপিসোড ১, মেনু ইনোভেশন অ্যান্ড প্রাইসিং পুরস্কার প্রদান করেন মিস হুলিয়া এরডাল, হান্স রাজ রাম (এমডি, গোল্ডস্টার শেফস) এবং মেন্টর জুলাল সইয়দ।

২. ইয়াম ইয়াম থাই, লন্ডন (আতিক চৌধুরী) - এপিসোড ২, এনার্জি সেভিং অ্যান্ড সাস্টেইন্যাবিলিটি পুরস্কার প্রদান করেন ব্যারোনেস মানজিলা উদ্দিন, নিকিতা মুলচান্দানি (এমডি, মেরিডিয়ান গ্র্যান্ড) এবং মেন্টর নাসিম তালুকদার।

৩. সাঞ্জা, সাউদাম্পটন (অমরজোত সিং) - এপিসোড ৩, নতুন প্রযুক্তি ও এআই পুরস্কার প্রদান করেন আমৃত খেরা, ইমরান হোসেন শাওন (পারপল-আই টেকনোলজিস) এবং মেন্টর তোরিস আলী।

৪. দ্য আকাশ, পোর্টসমাউথ (ফজ আহমেদ) - এপিসোড ৪, ক্রিয়েটিভ শেফ পুরস্কার প্রদান করেন শেফ টমি মিয়া এমবিই, লুথফুর রহমান (ইস্ট লন্ডন মেটাল ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং মেন্টর আহমেদ মারেফ।

৫. ব্লযাক রেস্টুরেন্ট, বার্মিংহাম (মোহাম্মদ সুহিদ মিয়া) - এপিসোড ৫, ফুড সেফটি ও হেলথ সেফটি পুরস্কার প্রদান করেন রাজা মিয়া, আরলীন অফ ডর ময়ার এবং মেন্টর আশ মিয়া।

৬. মিসো এশিয়া, চিচেস্টার (সামির আহমেদ) - এপিসোড ৬, সেলফ-মেড মিলিয়নেয়ার পুরস্কার প্রদান করেন মি. লুত্ফুর রহমান (এক্সিকিউটিভ মেয়র, টাওয়ার হ্যামলেটস), তামিম মিয়া (কার প্ল্যানেট) এবং মেন্টর ফরহাদ হোসেন টিপু।

৭. থ্রি রুমস, চার্টসি (জিলাল উদ্দিন) - এপিসোড ৭, কম্পিটিং উইথ অনলাইন কোম্পানিজ পুরস্কার প্রদান করেন মোঃ আব্দুল হক, মিস দিলারা খান এবং মেন্টর মাবরুর আহমেদ (ডাইননেট)।

৮. গল্লো রেস্টুরেন্ট, কেমব্রিজ (জাকির আহমেদ চৌধুরী - প্রতিনিধিত্ব করেন মহেশ তিওয়ারি) - এপিসোড ৮, পিআর, মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং পুরস্কার প্রদান করেন ব্যারনেস মঞ্জিলা উদ্দিন, তাজ চৌধুরী, জান নাইটস (স্কয়ার মাইল ইনস্যুরেন্স) এবং মেন্টর হেলাল মালিক।

৯. মহারানি, ইপসউইচ (মিনহাজ মিয়া) - এপিসোড ৯, এইচআর, রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং পুরস্কার প্রদান করেন সৈয়দুর রহমান রানু জেপি (বিবিসিসিআই), মেন্টর হিসেবে ছিলেন শাহরিয়ার উদ্দিন।

১০. দ্য স্পাইস, সারে (সুলতান পেরভেজ) - এপিসোড ১০, ফাইনানশ্যাল প্ল্যানিং পুরস্কার প্রদান করেন ড. জাকির খান, ড. সানাওয়ার চৌধুরী (আরসিআই) এবং মেন্টর সাব্বির করিম।

প্রতিটি বিজয়ীকে ট্রফি ও সনদ প্রদান করা হয়। এরপর তারা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রকাশ করেন।

অতিরিক্ত আকর্ষণ

❑ অনুষ্ঠানে দুটি “সোলিউশন ভিডিও”-তে (ড্রামা স্কিট আকারে) প্রদর্শিত হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর হিউম্যানয়েড রোবট ও ডিজিটাল ওয়েটার সেবা-যা রেস্তোরাঁ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতীক। মাহবুব রেজা চৌধুরীর নির্মিত এই দুটি নাটিকায় অংশ নিয়েছেন কেইটরিং সার্কেল-এর এক্সিকিউটিভ সদস্য আলতাফ হুসাইন, তফজ্জুল মিয়া, হেলাল মালিক, ফরহাদ হুসাইন টিপু, তরিস আলি ও রুহুল শামসুদ্দিন।

❑ উদ্বোধন করা হয় “রেস্টুরেন্ট সাকসেস স্টোরিজ ২০২৫” (ভলিউম ৪) বইয়ের। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন মোহাম্মদ জুবায়ের, শাহেনা আলী ও শাহাগীর বখত ফারুক।

❑ প্রাণবন্ত প্যানেল আলোচনা “হোয়াটস নেক্সট ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি?” পরিচালনা করেন মাহি ফেরদাউস জলিল। প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অলি খান এমবিই, জেফরি আলি, তোফাজ্জল মিয়া ও জিয়াউর চৌধুরী।

তারা সরকারী অবহেলা, ব্যয়বৃদ্ধি, এআই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কারি হাউসের ভবিষ্যৎ নিয়ে উন্মুক্ত মতামত দেন।

অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজন সম্ভব হয়েছে স্পন্সর নেটওয়ার্কের কারণে, যার মধ্যে ছিল টাইটেল স্পন্সর: পার্পল-আই টেকনোলজিস, গোল্ডস্টার শেফস এবং মেরিডিয়ান গ্র্যান্ড, প্লাটিনাম স্পন্সর ইস্ট লন্ডন মেটাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এমআর প্রিন্টার্স এবং কার প্ল্যানেট, এবং গোল্ড স্পন্সর হিসেবে ছিল স্কয়ার মাইল ইন্স্যুরেন্স, আরসিআই, ব্রিট বাজার, আইটেক বস এবং ডাইন নেট।

কেইটরিং সার্কেল-এর প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল হক বলেন: “আজকের অনুষ্ঠান প্রমাণ করেছে, আমাদের শিল্প একইসাথে বিপদের মুখোমুখি, আবার সম্ভাবনায় ভরপুর। ব্যয় বৃদ্ধি ও বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, রেস্টুরেন্ট মালিকদের উদ্ভাবনী শক্তি ও দৃঢ়তা প্রমাণ করে, এই খাতকে বাঁচানো জরুরি। সরকারকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে - তবে আমাদের কমিউনিটিও নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে প্রস্তুত।”

দিনব্যাপী কর্মসূচি শেষে পরিবেশিত হয় ১০ম বর্ষপূর্তির বিশেষ গালা ডিনার। রাতটি শেষ হয় সুরতাল দলের ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে।

ওস্তাদ ইউসুফ আলি খান-এর নেত্রিত্বে এতে অংশ নেন জশুয়া ব্র্যান্ডলার, রুই জুন হু, লুই এলিয়ট, জোনাথন মেয়ার এবং আকিনকুন্মি ওলাগুঞ্জি।

- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অক্টোবরেই শেষ হচ্ছে হাসিনার মামলার বিচার কার্যক্রম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধে এই মামলার সব সাক্ষীর জবানবন্দি এবং যুক্তিতর্ক শেষ করতে পারবো। এর মাধ্যমে মামলাটির বিচার কার্যক্রম শেষ হবে। অতঃপর মামলাটি রায়ের জন্য প্রস্তুত হবে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এসব মামলার জাজমেন্ট দেয়ার জন্য সাধারণত ১৫ দিন থেকে ৩ মাসের সময় নেয়া হয়। অতঃপর মামলার জাজমেন্ট দেয়া হয়। তবে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার। এভাবেইশেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার বিচার কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম।

তিনি বলেন, এই মামলার সাধারণ সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। এরপর মামলার জব্দ তালিকার সাক্ষী ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার সাক্ষ্য গ্রহণের পরেই প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে মামলাটির বিচারিক কার্যক্রম শেষ হবে। পরে আসামি পক্ষের আইনজীবী চাইলে তাদের সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারবেন। অথবা মামলাটি যুক্তিতর্কের দিকে এগুবে। অতঃপর মামলাটি রায়ের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত হবে। তবে, মামলার আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামাল পলাতক থাকায় তাদের পক্ষে কোনো সাক্ষী উপস্থাপন করা হবে না বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আসামি পক্ষের আইনজীবী আমির হোসেন। তিনি বলেন, যেহেতু তার আসামি দুজনই পলাতক আছেন, সেহেতু তাদের পক্ষে আর সাক্ষী দেয়ার সুযোগ নাই।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গত ১লা জুন আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। পরে, ১০ই জুলাই আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচার শুরুর আদেশ দেন বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। এই মামলায় বাকি আসামিরা হলো– সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন। তবে চৌধুরী মামুন দোষ স্বীকার করে মামলার অ্যাপ্রুভার (রাজসাক্ষী) হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীর জবানবন্দি দিয়েছেন।

এই মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়। জুলাই-আগস্টে ১৪০০ মানুষকে হত্যা এবং ২৫ হাজার মানুষ আহত করাসহ, হত্যা, হত্যাচেষ্টা, ষড়যন্ত্র, সহায়তা, প্ররোচনা, উস্কানি, সম্পৃক্ততার পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এই পাঁচ অভিযোগে সুনির্দিষ্টভাবে মোট ১৩ জনকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের জ্ঞাতসারে এসব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এই মামলায় এখন পর্যন্ত ৫৩ জন সাক্ষী তাদের জবানবন্দি দিয়েছেন। জবানবন্দি শেষে তাদের জেরা করেন, আসামি পক্ষের রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন। এ পর্যায়ে সাক্ষ্যর জবানবন্দি দিচ্ছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মো. আলমগীর। আজ তিনি দ্বিতীয় দিনের মতো সাক্ষ্যের জবানবন্দি দিবেন।

পরিপূর্ণ সত্য প্রকাশ করেছে চৌধুরী মামুন: পুলিশের সাবেক আইজি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন এই মামলায় রাজসাক্ষী দিয়েছেন। তার সাক্ষীর ব্যাপারে প্রসিকিউশন সন্তুষ্ট বলে মন্তব্য করেন মিস্টার মিজানুল ইসলাম। তিনি বলেন, চৌধুরী মামুন সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করেছেন বলে আমরা মনে করি। এখন ট্রাইব্যুনাল তার জবানবন্দি পর্যালোচনা করে তাকে খালাস দিবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিবেন।

ওবায়দুল কাদের সহ ভিআইপিদের বিরুদ্ধে খুব শিগগিরই আলাদা প্রতিবেদন দাখিল হবে: জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ও মাহবুব-উল আলম হানিফ, সালমান এফ রহমানসহ ৪৫ আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত জোরালো হচ্ছে। এদের মধ্যে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী-এমপি, বিচারপতি ও সরকারি কর্মকর্তা রয়েছেন। এসব আসামির বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে মানবতাবিরোধী অপরাধের হুকুমদাতা, অর্থদাতা ও পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযোগ তদন্ত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী মনোয়ার হোসাইন তামিম, তৎকালীন সরকারের এসব ভিআইপি রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে পৃথক (ব্যক্তিগত দায়) তদন্ত চলছে। তবে যার সঙ্গে যার অপরাধের মিল রয়েছে। এদেরটা একসঙ্গে রেখে বাকি আসামিদের বিরুদ্ধে আলাদা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধে আলাদা প্রতিবেদন দাখিল হবে। প্রতিটি মামলায় দু'তিনজন করে আসামি হবে।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার শাসনামলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলো দ্বারা গুম, খুন ও জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এখন পর্যন্ত ৫০০টিরও বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনালে ৩১টি বিবিধ মামলা দায়ের হয়েছে। এরমধ্যে গুমের অভিযোগে ৫টি মামলার তদন্ত চলমান। বাকি ২৬টি মামলা জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে চলা হত্যাকাণ্ড ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়ের করা। এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ৬টি মামলার ফরমাল চার্জ দাখিল করা হয়েছে। এসব মামলায় মোট আসামি ২৪৬ জন। গ্রেপ্তার রয়েছে ৮১ জন। এদের মধ্যে ৮ জনকে একাধিক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ জন।

অধিকাংশ মামলাই যাচ্ছে পরবর্তী সরকারের উপর: জুলাই আন্দোলনের ঘটনায় ৬টি মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলমান রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় জনবল সংকটসহ নানা প্রতিবন্ধকতার ফলে, গুম, খুনসহ বিগত সরকারের আমলে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে দায়ের করা অন্যান্য মামলার প্রতিবেদন দিতে সময় লাগছে।

তৎকালীন সরকারের সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, মো. আব্দুর রাজ্জাক, কামরুল ইসলাম, মুহাম্মদ ফারুক খান, দীপু মনি, গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, কামাল আহমেদ মজুমদার, সাবেক এমপি সোলায়মান মোহাম্মদ সেলিম, সাবেক সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক সহ ১৬ জন গ্রেপ্তার থাকা ভিআইপি আসামিদের বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্তকাজ চলমান রয়েছে। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সাবেক মন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে ৮টি অভিযোগে দায়ের করা তদন্ত প্রতিবেদন আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল-২। বাকি আসামিদের বিরুদ্ধে এখনো তদন্ত প্রতিবেদন দায়ের করতে পারেনি প্রসিকিউশন।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন পরবর্তী সরকারের উপর এসব মামলার বিচারের দায়ভার যাচ্ছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, এসব মামলার তদন্ত প্রতিবেদন খুব দ্রুতই সম্পন্ন হবে এমনটি মনে করার সুযোগ নাই। তবে আগামী ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে বেশ কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত সম্পন্ন হবে এবং ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হবে।

অধিকাংশ মামলার দায়ভার কোন সরকারের আমলে যাবে, তা নিয়ে প্রসিকিউশন কোনো বক্তব্য দিবে না। তবে, প্রসিকিউশন তাদের কাজ করে যাচ্ছে, আইন তার স্বাভাবিক গতিতে চলবে। সময় নির্ধারণ করে দেয়া প্রসিকিউশনের দায়িত্ব না। আমরা চেষ্টা করবো মামলার তদন্ত শেষ হলে, দ্রুত প্রতিবেদনটি আদালতের হাতে তুলে দিতে।

আসামিপক্ষের আইনজীবীকে হুমকি: এই মামলায় রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন মানবজমিনকে বলেন, বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ভাবে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। তিনি বলেন, অপ্রত্যাশিত এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি হাতিরঝিল থানায় মৌখিক অভিযোগ করলে, থানা স্টাফ আমার বাসায় এসে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, এই মামলায় সাক্ষীদের জেরা করার সময় তিনি ট্রাইব্যুনালকে নানা সাজেশন দিয়েছেন। এসবই হচ্ছে ন্যায়বিচারের স্বার্থে। মামলার প্রয়োজনেই এসব সাজেশন দিতে হয় এবং ভালোভাবেই সাক্ষীদের জেরা সম্পন্ন করেছেন।

তিনি বলেন, এই আইনটি হচ্ছে আসামিদের ন্যায়বিচার পাওয়ার আইন। যদি দশটি বিষয়ের মধ্যে দু'-একটি বিষয়ও আসামিদের পক্ষে যায়। এসব বিষয়গুলো খুব জোরালো ও যুক্তিযুক্ত, তাহলে ট্রাইব্যুনাল চাইলে আসামিদের খালাস দিতে পারে। তিনি ট্রাইব্যুনালের কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন।

নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাবে ইইউ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি বড় দল বাংলাদেশে আসবে। প্রায় ১৫০ সদস্যের এই পর্যবেক্ষক দল নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ধাপে ধাপে বাংলাদেশে আসবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। সোমবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ইইউ'র সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এই তথ্য জানান। ইইউ প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন সিনিয়র ইলেকশন এক্সপার্ট রিকার্ডো সেলেরি।

ইসি সচিব জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে পর্যবেক্ষক মিশন বাস্তবায়ন করা হবে। এই সমঝোতার ধারাবাহিকতায় ইইউ পর্যবেক্ষক দল বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আসবে এবং পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষে গেজেট প্রকাশ পর্যন্ত তারা পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালাবে।

আখতার আহমেদ বলেন, ইইউ প্রতিনিধিদল আমাদের কাছ থেকে কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্টীকরণ চেয়েছেন। তারা জানতে চেয়েছেন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার, ভোটারদের গোপন কক্ষে প্রবেশের ব্যবস্থা, ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকার সুযোগ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে।

তিনি আরও জানান, ইইউ পর্যবেক্ষক দল একসঙ্গে ১৫০ জন আসবে না, বরং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তারা বাংলাদেশে আসবেন। এর মধ্যে কারা আসবেন, তাদের বিস্তারিত তথ্য, ভিসা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবকিছু যথাযথভাবে সমন্বয় করা হবে।

সচিব বলেন, ওনারা নির্বাচন শিডিউল ঘোষণার পর থেকে আসতে চান। একসঙ্গে ১৫০ জন নয়, বিভিন্ন ধাপে তাদের প্রতিনিধিরা আসবেন এবং নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত থাকবেন। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আসতে হলে ভিসা, নিরাপত্তা ও লজিস্টিক বিষয়গুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। এই জন্যই ধাপে ধাপে আগমন হবে।

তিনি আরও জানান, প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে রংপুর ও চট্টগ্রামে গিয়েছে এবং সেখানে ইসি'র কার্যক্রম দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বৈঠক শেষে তারা একটি খসড়া প্রস্তাব ইসি'র কাছে রেখে গেছেন। ইসি সেটি পর্যালোচনা করে সইয়ের জন্য প্রস্তুত করবে। যদি কোনো পর্যবেক্ষণ বা সংশোধন প্রয়োজন হয়, তা জানানো হবে।

এর আগে, গত ২২শে সেপ্টেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়নের আট সদস্যের একটি প্রাক-নির্বাচনী তথ্য-অনুসন্ধানী দল নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ এবং ইসি সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব (নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-২) মো. মঈন উদ্দীন খানসহ চারজন কর্মকর্তা।

ইসি কর্মকর্তারা জানান, ইইউ'র এই তথ্য-অনুসন্ধানী দল সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে একটি সুপারিশমালা তৈরি করবে। সেই সুপারিশের ভিত্তিতেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন চূড়ান্তভাবে নির্বাচনকালীন পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

সিইসি'র সঙ্গে বৃটিশ হাইকমিশনারের বৈঠক

এদিকে সোমবার দুপুরে বৃটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এন এম নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু করতে সহায়তা দিতে চাওয়ার কথা জানান সারাহ কুক। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ, অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা দিতে চায় তারা। এ ছাড়া পোলিং স্টাফদের প্রশিক্ষণ এবং ভোটার শিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা দিতে চান তারা।

সারাহ কুক বলেন, বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণাকে যুক্তরাজ্য স্বাগত জানায়।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আজ ভালো আলোচনা হয়েছে। বৃটিশ হাইকমিশনার আরও বলেন, আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করছে, বিশেষ করে ঝুঁকিতে থাকা গোষ্ঠীগুলোর জন্য জাতীয় নাগরিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এ দু'টি বিষয়ে সিইসি'র সঙ্গে আজ আলোচনা হয়েছে।

এনসিপিসহ ২ দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। আখতার আহমেদ বলেন, '১৪৩টি দল আবেদন করেছিল। এর মধ্যে ২২টি দলের তথ্য মাঠে পর্যালোচনা হয়েছে। সেখান থেকে দুটি দলড়এনসিপি ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'প্রতীক হিসেবে এনসিপি কী নেবে তা জানিয়েছে, তাদের চিঠি দেব। এরপর তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি আহ্বান করে পত্রিকায় চিঠি দেওয়া হবে। দাবি আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে চূড়ান্ত নিবন্ধন দেওয়া হবে।

গাজা পরিকল্পনায় ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ৫ প্রশ্ন নিয়ে ধোঁয়াশা

পোস্ট ডেস্ক : গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ২০ দফা পরিকল্পনায় অনেক অস্পষ্ট শর্ত রয়েছে, যা ফিলিস্তিন ও পুরো অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে। হোয়াইট হাউসে সোমবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পাশে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনাটি উপস্থাপন করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি একে 'ঐতিহাসিক' বলে আখ্যা দেন। তবে বাস্তবে পরিকল্পনার কিছু ধাপ কিভাবে কার্যকর হবে, সেটিই এর প্রয়োগে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

পাঁচটি অমিমাংসিত প্রশ্ন ঘিরে চলছে জল্পনা।

১. গাজা কিভাবে শাসিত হবে?

পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, গাজার প্রশাসনিক দায়িত্ব নেবে 'অস্থায়ী টেকনোক্রেটিক, রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ এক ফিলিস্তিনি কমিটি'। কিন্তু এই কমিটি কীভাবে গঠিত হবে বা কারা সদস্য বাছাই করবে, তা বলা হয়নি।

এ ছাড়া পরিকল্পনায় উল্লেখ আছে, ট্রাম্প ও যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার একটি 'শান্তি বোর্ডকে' নেতৃত্ব দেবেন, যা ওই কমিটির তত্ত্বাবধান করবে।

তবে বোর্ড ও কমিটির সম্পর্কের ধরন কিংবা দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কার হাতে থাকবে সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা নেই।

২. ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যুক্ত হবে কি?

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সংস্কার সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এবং তারা গাজার দায়িত্ব নিরাপদে ও কার্যকরভাবে নিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

কিন্তু ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যে সংস্কার শেষ করেছে সেটি কে নির্ধারণ করবে, কিংবা কোন মানদণ্ডে তাদের 'প্রস্তুত' হিসেবে ধরা হবেতা স্পষ্ট নয়। কোনো সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়নি, শুধু অস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া প্রস্তাবে গাজাকে ফিলিস্তিনের অংশ হিসেবে নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছেযা পরবর্তীতে ফিলিস্তিনের অন্যান্য দখলকৃত অঞ্চলের সঙ্গে একীভূত হতে হবে।

প্রস্তাবে সম্মত হওয়া নেতানিয়াহু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, গাজায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ফিরতে পারবে না। তিনি বলেন, 'হামাস বা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গাজা প্রশাসন করবে না।'

৩. আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠিত হবে কিভাবে?

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গাজার নিরাপত্তা দেবে 'অস্থায়ী আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী'। কিন্তু এ বাহিনী কোথা থেকে আসবে বা তাদের এখতিয়ার কী হবেতা অনিশ্চিত।

কোন দেশ সেনা পাঠাতে আগ্রহী হবে, আর কোনগুলো গ্রহণযোগ্য হবেএ ব্যাপারেও কোনো ব্যাখ্যা নেই।

এ ছাড়া সম্ভাব্য শান্তিরক্ষীদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়েও কিছু বলা হয়নি। তাদের কি সেনা, পুলিশের ভূমিকা নিতে হবে নাকি শুধু পর্যবেক্ষকের? তাদের কি হামাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে? তারা কি ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধেও ফিলিস্তিনিদের রক্ষা করতে লড়তে পারবে?

৪. ইসরায়েল কখন প্রত্যাহার হবে?

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'মানদণ্ড, মাইলফলক ও নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে যুক্ত সময়সীমার ভিত্তিতে' ইসরায়েল গাজা থেকে সরে যাবে। কিন্তু কবে বা কী শর্তে ইসরায়েল সরে যাবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি দেওয়া হয়নি।

উল্টো এতে বলা হয়েছে, ইসরায়েল গাজায় একটি 'নিরাপত্তা বেষ্টনী' বজায় রাখবে যতক্ষণ না অঞ্চলটি 'সন্ত্রাসী হুমকি থেকে যথেষ্ট নিরাপদ' হয়।

তবে এই শর্ত পূর্ণ হয়েছে কি নাড়তা শেষ পর্যন্ত কে নির্ধারণ করবে, সে প্রশ্নও রয়ে গেছে।

৫. ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র কি আসবে?

সংবাদ সম্মেলনে সোমবার ট্রাম্প বলেন, তার কয়েকজন মিত্র 'হঠকারীভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু আসলে তারা শুধু চলমান পরিস্থিতিতে ক্লান্ত হয়ে এ কাজ করছে।'

প্রস্তাবে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তা শর্ত আর অনিশ্চয়তার ঘন দেয়ালের আড়ালে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'গাজা পুনর্গঠন অগ্রসর হলে এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সংস্কার কর্মসূচি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন হলে, তখন হয়তো ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য পথ তৈরি হতে পারে, যা আমরা ফিলিস্তিনি জনগণের আকাঙ্ক্ষা বলে স্বীকার করি।'

অর্থাৎ গাজার উন্নয়ন ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সংস্কারকে শর্ত হিসেবে রাখা হয়েছে। এমনকি সেগুলো পূরণ হলেও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আলোচনা 'হতে পারে'ড়কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এ ছাড়া প্রস্তাবে ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্রের অধিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, বরং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে তাদের এক ধরনের 'আকাঙ্ক্ষা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টে বাঙালির বিজয়

পোস্ট ডেস্ক : 'সত্যমেব জয়তে'-সত্যই চিরন্তন বিজয়ী। সময় যতোই পরিবর্তিত হোক, ক্ষমতা যতোই প্রবল হোক, সত্যের অস্তিত্ব অখণ্ড ও অক্ষত। কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে এই নৈতিক মন্ত্র যেনো নতুন প্রাণ পেলো। পশ্চিমবঙ্গের দু'টি পরিবারকে বাংলাদেশে নির্বাসিত করার সরকারি পদক্ষেপকে আদালত যে-অবৈধ ঘোষণা করলেন, তা শুধু প্রশাসনিক ত্রুটির সংশোধন নয়; সত্যেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মানবিকমর্যাদা'র পুনর্জাগরণ এবং বাঙালির নৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের এক যুগান্তকারী স্বীকৃতি। এই রায় আমাদের মনে করিয়ে দেয়-যেকোনো শাসনের শক্তি, যতোই চরম হোক, ন্যায় এবং মানবিকতার আলোকে কখনোই নেভাতে পারে না।

১.

ঘটনার প্রেক্ষাপট: মানবিকতার প্রশ্ন

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের সোনালি বিবি (অন্তঃসত্ত্বা), তার স্বামী দানিশ এবং পরিবারের আরও চার সদস্যকে, পাশাপাশি সুইটি বিবি ও তার দুই শিশুপুত্রকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। যদিও তারা আটক হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার পুলিশ একাধিক নথি জোগাড় করে দিল্লি পুলিশের কাছে পাঠিয়েছিল, যা প্রমাণ করেছিল তারা সবাই ভারতের নাগরিক। (বর্তমানে তারা বাংলাদেশ পুলিশের হেফাজতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দি রয়েছেন)।

এই ঘটনায় সোনালি বিবির বাবা রিট পিটিশন দাখিল করেন। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ, বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও ঋতব্রত কুমার মিত্র-এই পদক্ষেপকে অবৈধ ঘোষণা করে চার সপ্তাহের মধ্যে সোনালি বিবি, দানিশ, সুইটি বিবি এবং তাদের শিশুপুত্রদের দেশে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, ভারতের আইন অনুযায়ী বিদেশি সন্দেহে কাউকে আটক করা হলে তার পরিচয় যাচাইয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ দিন আটক রাখা যেতে পারে। কিন্তু সোনালি বিবিসহ অন্যদের ক্ষেত্রে মাত্র দু'দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং দিল্লি পুলিশ 'ফরেনার্স রিজওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস'-এর মাধ্যমে তাদের প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়।

কোনো যথাযথ প্রমাণ, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি কিংবা আদালতের নির্দেশ ছাড়াই হঠাৎ এই নির্বাসন কার্যকর হয়েছিল।

২.

আইনের শাসন ও নৈতিক প্রহরী

এই রায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো এক চিরন্তন সত্য। রাষ্ট্র বা সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত আইনের উর্ধ্বে নয়; আইনই শাসকের সীমাবদ্ধতা এবং মানুষের স্বাধীনতার নিরাপত্তা। প্রশাসনিক তাড়াহুড়ো বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-ন্যায়বিচারের পরীক্ষায় টিকে না; শক্তি কখনো ন্যায়ের স্থিরভিত্তিকে অস্বীকার করতে পারে না।

Due process, অর্থাৎ ন্যায্য প্রক্রিয়া, নিশ্চিত করে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা হচ্ছে এবং যথাযথ নোটিশ, শুনানি ও যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে। এটি কেবল আইনগত নিয়ম নয়; মানবিকমর্যাদা এবং ন্যায়বোধের রক্ষাকবচও। আদালত প্রমাণ করলেন-আইন কেবল শাসকের হাতের অস্ত্র নয়; এটি মানবতা, ন্যায়বোধ এবং নৈতিক প্রহরীতারও ধারক। যেখানে প্রতিটি মানুষ, পরিবার এবং ন্যায়বিচারের প্রচেষ্টা সমানভাবে সম্মানিত হয়।

৩.

মানবিকতা ও ন্যায়বিচারের পুনর্জাগরণ

এক অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং তার পরিবারকে নির্বাসনে ঠেলে দেয়া কেবল প্রশাসনিক অন্যায় নয়; এটি মানবিকতার গভীর অবমাননা। আদালতের হস্তক্ষেপে প্রমাণিত হলো-মানুষের মর্যাদা রাষ্ট্রের ক্ষমতার থেকেও উচ্চ।

এখানে আমরা দেখতে পাই হান্না আরেন্ডটের 'জরময়ঃ ঃড় যধাব ৎরমযঃং' মানবিকমর্যাদা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার মৌলিক নৈতিকতা। যদি রাষ্ট্র এই অধিকারকে উপেক্ষা করে, আদালতই শেষ আশ্রয়। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে এই নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জীবন্ত প্রমাণ দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪.

বাঙালির সম্মিলিত বিজয়

এই রায় কেবল আইনি সিদ্ধান্ত নয়; এটি দুই দেশের বাঙালিদের মর্যাদা ও ন্যায়ের বিজয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি ছিল মর্যাদা, অধিকার ও ন্যায়বিচার। পশ্চিমবঙ্গও অন্যায়, বৈষম্য ও ক্ষমতার দম্ভের বিরুদ্ধে বাঙালির সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস বহন করে।

তাই এই রায় আসলে বাঙালি জাতিসত্তার ন্যায়বোধ, সত্যপ্রেম ও মর্যাদা রক্ষার ধারাবাহিকতার এক নব-অধ্যায়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়-সত্য, ন্যায় এবং মানবিকতা একত্রে-বাঙালির ঐতিহাসিক ও নৈতিক চেতনার অক্ষ।

৫.

সত্যের দার্শনিক বিজয়

দার্শনিকভাবে এই রায় আমাদের মনে করিয়ে দেয়-সত্য সাময়িকভাবে চাপা পড়তে পারে, কিন্তু চিরকাল অদম্য। যখন আদালত রাষ্ট্রের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন এটি শুধু আইনি রক্ষক নয়, ন্যায় এবং নৈতিকতার প্রহরীও। এটি সত্যের বিজয়-কারণ, সত্য কেবল প্রমাণ নয়; মানুষের মর্যাদা, ন্যায়বোধ এবং মানবিকচেতনার স্থায়ী রক্ষাকবচও।

বাংলাদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এই রায় এক আলোকবর্তিকা; অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে আদালতকে হতে হবে নির্ভীক, সাহসী ও মানবিক।

কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় কেবল আদালতের রায় নয়; এটি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাঙালির সম্মিলিত বিজয়ের দলিল।

সোনালি বিবি, দানিশ, সুইটি বিবি ও তাদের সন্তানদের ভাগ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়-ন্যায়বিচার শেষ পর্যন্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়, কারণ সত্যকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখা যায় না। এই রায় আমাদের শেখায়-

ন্যায়ের শেষ আশ্রয় হলো সত্য, আর সত্যের শেষ আশ্রয় হলো মানুষের মর্যাদা।

এটাই বাঙালির ইতিহাস, এটাই ভবিষ্যতের শিক্ষা। এটি শুধু আইনের বিজয় নয়; এটি মানবতার, ন্যায়বোধের এবং সত্যের চিরন্তন বিজয়, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়-যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেই মানুষের মর্যাদা চিরস্থায়ী হয়।

বাংলাদেশিদের ভিসা দিচ্ছে না যেসব দেশ

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্ব পর্যটন দিবসে, এ বছরের প্রতিপাদ্যড় 'টেকসই উন্নয়নে পর্যটন'। কিন্তু বাংলাদেশের পর্যটকদের জন্য বিদেশ ও দেশের ভ্রমণ ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছেড়ভিসার জটিলতা থেকে শুরু করে হোটেল ভাড়া, নিরাপত্তাহীনতা এবং বিনোদনের অভাব, সব মিলিয়ে ভ্রমণ একটি বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে।

বিদেশি ভ্রমণ পরিকল্পনার শুরুতেই সমস্যার মুখে পড়ছেন সবুজ পাসপোর্টধারীরা। ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া কঠিন হওয়ায় অনেকেই হিমশিম খাচ্ছেন, আবার ভিসা পেলেও বিমানবন্দর থেকে সন্দেহজনক মনে করায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে অনেককে।

বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা পাওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে।

দুবাই, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান ও কাতারে বন্ধ রয়েছে ভিসা। ভারত আগস্ট ২০২৪-এর পর থেকে ট্যুরিস্ট ভিসা বন্ধ করেছে। ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়া দিয়েছে কঠোর শর্ত। চীনে ভিসা মিললেও বিমানবন্দরে

যাচাই-বাছাইয়ে অনেককে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। থাইল্যান্ডে ভিসা পাওয়া গেলেও সময় লাগছে বেশি। মালয়েশিয়াতেও ইমিগ্রেশনে সন্দেহজনক মনে হলে পর্যটক ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ইউনাইটেড কনসালটেন্সি অ্যান্ড ট্যুরস-এর স্বত্বাধিকারী শেখ কামরুজ্জামান রনি জানান, 'জুলাই আন্দোলনের পর বাংলাদেশিদের ভিসা পাওয়ার জটিলতা আরও প্রকট হয়েছে। বাড়তি কাগজপত্র, দীর্ঘসূত্রিতা এবং অনাস্থার কারণে প্রকৃত পর্যটকরাও বিপাকে পড়ছেন।'

সব মিলিয়ে, বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ ক্রমেই কঠিন চ্যালেঞ্জে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে থাকা বিশ্বভ্রমণ, সুযোগ-সুবিধার অভাবে এখন ফিকে হয়ে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা গ্রাম ধ্বংস করে রাখাইনে সেনাচৌকি!

পোস্ট ডেস্ক : মিয়ানমার সরকার খুব পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলি ধ্বংস করেছে। সেখানে সেনাচৌকি বসানোর জন্য এসব কাজ করা হয়েছে বলে খবর দিয়েছে জাতিসংঘ সমর্থিত সংস্থা ইনডিপেনডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ মেকানিজম (আইআইএমএম)। তারা বলেছে, রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের একের পর এক গ্রাম এবং জমিজমা ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে সেনাচৌকি বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে মিয়ানমারের সেনারা। সোমবার এক রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করে আইআইএমএম।

তারা বলেছে, মিয়ানমার সরকার খুব পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গাদের জমিজমা, সম্পত্তি নষ্ট করেছে। যদিও মিয়ানমার সেনার তরফে এই রিপোর্ট প্রসঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স।

ইনডেফিনিট লিভের সময়সীমা বাড়ছে,

একটি আলাদা, অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি খোঁজা হবে।চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসছে পাবলিক কন্সালটেশনের পর

"অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু ঘৃণা ছড়ানো জাতীয় পুনর্গঠনের শত্রুতা"

লেবার পার্টির সম্মেলনে এক ঘণ্টাব্যাপী বিস্তৃত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার অভিবাসন নীতিতে নতুন কোনো ঘোষণা না দিলেও, তার সরকারের মূল্যবোধ ও অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ একটি যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য, কিন্তু এর নামে ঘৃণা ছড়ানো বা সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা হলে তা হয়ে ওঠে বর্ণবাদ।"

রিফর্ম পার্টি ও ফারাজকে সরাসরি সমালোচনা

জনমত জরিপে এগিয়ে থাকা রিফর্ম ইউকে পার্টির নেতা নাইজেল ফারাজকে উদ্দেশ করে স্টারমার বলেন, "যারা ঘৃণা উসকে দেয়, যারা বসতি স্থাপনকারী সংখ্যালঘুদের নিশানা করে, তারা জাতীয় পুনর্গঠনের শত্রু।" সম্মেলনের আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি রিফর্ম পার্টির প্রস্তাব- ইনডেফিনিট লিভ করে ই ইউ বহির্ভূত অভিবাসীদের নির্বাসিত করার পরিকল্পনাকে "বর্ণবাদী ও অনৈতিক" বলে অভিহিত করেন।

মধ্যপন্থার অভিবাসন নীতি

স্টারমার বলেন, "দেশে কে প্রবেশ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের একটি মৌলিক দায়িত্ব। নিরাপদ সীমান্ত একটি যুক্তিসঙ্গত দাবি।" তিনি তার সরকারের অবস্থানকে "অসীম অভিবাসন" এবং "কঠোর নিষেধাজ্ঞার" মাঝামাঝি বলে ব্যাখ্যা করেন।

বর্ণবাদ বনাম নীতিগত নিয়ন্ত্রণ

সম্মেলনে তিনি বলেন: "যদি কেউ বলে বা ইঙ্গিত দেয় যে গায়ের রঙের কারণে কেউ ইংরেজ বা ব্রিটিশ হতে পারে না, যদি কেউ বলে মিশ্র জাতিসত্তার পরিবারগুলোকে ব্যাখ্যা দিতে হবে, যদি কেউ দাবি করে যে যারা এখানে প্রজন্ম ধরে বসবাস করছেন, সন্তান লালন-পালন করছেন, স্কুল, হাসপাতাল, ব্যবসা পরিচালনা করছেন-তাদের এখন নির্বাসিত করা উচিত, তাহলে শুনে রাখুন, আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে লড়ব। কারণ আপনারা জাতীয় পুনর্গঠনের শত্রু।

সাবরিনা হোসাইন নিউইয়র্ক স্টেটে

সম্মাননা গুলো প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও প্রবাসী কণ্ঠস্বরকে বৈশ্বিক মঞ্চে তুলে ধরার অবদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এতে।

কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ দুটি বিশেষ সম্মাননা পাবার পর সাবরিনা হোসাইন জানান, আমি ভীষণ আনন্দিত ও গর্বিত। এই স্বীকৃতি শুধু আমার জন্য নয়, বরং আমাদের পুরো প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য। আমার কাজকে যে এত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে, তা আমাকে নতুন উদ্যমে কাজ করার প্রেরণা দিচ্ছে।

তিনি আরও যোগ করে বলেন, "নারী ক্ষমতায়ন, প্রবাসীদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা এবং সমাজের জন্য কিছু করা এটাই সবসময় আমার মূল লক্ষ্য ছিল।

এদিকে সাবরিনা হোসাইনের এ অর্জনে আনন্দ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট জনেরা। তারা মনে করেন, সাবরিনা হোসেনের এই সাফল্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত নয়, বরং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশি প্রবাসীদের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করবে। প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি এ অর্জনে ভীষণ গর্বিত।

স্বর্ণালী সিলমোহর খচিত এই বিশেষ সম্মাননা গুলো শুধু একটি রিকগনিশনই নয় বরং এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগ্রাম, সাফল্য আর স্বপ্নের প্রতীক। সাবরিনা হোসেন নিজ প্রচেষ্টায় প্রমাণ করেছেন, প্রবাস জীবনে থেকেও মাতৃভূমির গৌরব বাড়ানো সম্ভব।

এদিকে সাবরিনা হোসেনের গর্বিত পিতামাতা মনে করেন, এই স্বীকৃতিগুলো নারী ও নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তার মতো নেতৃত্ব আরও সামনে এলে, প্রবাসীদের কণ্ঠস্বর আন্তর্জাতিক পরিসরে আরও জোরালো হবে।

বন্ধ হচ্ছে ৩ শতাধিক শিল্প-কারখানা

ব্যয় নির্বাহে তীব্র অর্থ সংকটে পড়ে একসময়ের নামি এই প্রতিষ্ঠান।

এ ব্যাপারে কেয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক পাঠান বলেন, আমাদের রপ্তানি আয়ের ৬৬ কোটি ডলার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের ফরেন কারেন্সি (এফসি) অ্যাকাউন্টে জমা করেনি। টাকা জমা দিতে ব্যাংকগুলোতে আবেদন করা হলেও সাড়া মেলেনি। পরে এ বিষয়ে তদন্ত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও অর্থ উপদেষ্টা বরাবর আবেদন করেও সাড়া পাননি বলে জানান।

তিনি বলেন, ওই টাকা জমা হলে ব্যাংকের পাওনার প্রায় দুই হাজার ৭০০ কোটি টাকা পরিশোধ হয়ে যেত। আমদানি-রপ্তানিও ঠিক থাকত। বন্ধ করতে হতো না তিলে তিলে গড়া কারখানাগুলো।

শুধু কেয়া গ্রুপের চার কারখানা নয়, গত বছরের ৫ আগস্টের পর ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গাজীপুরের ছোট-বড় ১১৫টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

বেকার হয়েছেন ৮২ হাজার ৩৩৫ শ্রমিক-কর্মী। এর মধ্যে গত দুই মাসে ৯টি কারখানা বন্ধ হয়ে বেকার আরো ৯ হাজার ২৩২ জন। সর্বশেষ গত ২৫ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়েছে দেশের অন্যতম বড় তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী নাসা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান লিজ অ্যাপারেলস লিমিটেড। মহানগরীর কুনিয়া এলাকার কারখানাটি বন্ধ হওয়ায় বেকার হয়েছেন ৮৩৫ জন নারীসহ দুই হাজার ৮৩৫ শ্রমিক-কর্মচারী।

নামকরা আরো যেসব কারখানা বন্ধ হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে বেক্সিকোর ১৩টিসহ শ্রীপুরের ডার্ড কম্পোজিট, টঙ্গীর খাঁ পাড়া এলাকার সিজন ড্রেসেস, কোনাবাড়ির পলিকন লিমিটেড, টেক্সটিল ফ্যাশন, স্ট্যান্ডার্ট সিরামিক, ক্ল্যাসিক ফ্যাশন, লা-মুনি অ্যাপারেলস, মিককিফ অ্যাপারেলসের মতো বিজিএমইএভুক্ত অনেক প্রতিষ্ঠান।

নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি না হওয়ায় বেকার শ্রমিকদের ৯০ শতাংশ এখনো কর্মহীন। অনেকে পেশা বদল করেছেন। তা ছাড়া কারখানা বন্ধের প্রভাব পড়েছে স্থানীয় অন্য ব্যবসায়। কল-কারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শিল্প পুলিশ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

লিজ অ্যাপারেলসের সিনিয়র সুপারভাইজার গাইবান্ধার পলাশবাড়ী এলাকার মো. রুস্তম আলী (৪৮) বলেন, লিজ অ্যাপারেলস দেশের নামি কারখানার একটি। এখানে কাজ করে গর্ববোধ করতাম। কখনো বেতন নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি। কাজের পরিবেশও ছিল উন্নত। কিন্তু গত বছরের এপ্রিল মাস থেকে সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। কারখানা বন্ধ হওয়ায় সংসার কিভাবে চলবে, সেই চিন্তায় চোখে অন্ধকার দেখছি।

একই কারখানার অপারেটর বিলকিস বেগম ও মনোয়ারা বেগমসহ আরো কয়েকজন বলেন, কারখানা বন্ধ হওয়ার আগে শ্রমিকদের দুই মাসের বেতন বকেয়া ছিল। বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকরা গত বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ করেন। তাঁরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেয়। এতে অনেক শ্রমিক আহত হন। কিন্তু বকেয়া বেতনের সুরাহা হয়নি। কারখানাও খোলেনি।

এদিকে কল-কারখানা বন্ধ হওয়ায় এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়ি ভাড়াসহ নানা ক্ষুদ্র পেশায় ধস নেমেছে। নগরীর কাশিমপুরের চক্রবর্তী এলাকার বাড়ির মালিক মো. ইদ্রিস মোল্লা বলেন, এলাকার অনেক মানুষের আয়ের প্রধান উৎস বাড়ি ভাড়া। বেক্সিকোর ২৮ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী এসব বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে বাজার, দোকানপাট। কারখানা বন্ধ হওয়ায় প্রায় সব শ্রমিক গ্রামে ফিরে গেছেন। এ কারণে ফাঁকা পড়ে আছে ঘর-বাড়িসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। অনেক বাড়ির মালিক ব্যাংকঋণ নিয়েছিলেন। এখন ঋণের দায় সামলাতে হচ্ছে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার মো. আমজাদ হোসেন বলেন, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৪ মাসে গাজীপুরে ছোট-বড় ১১৫টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বেকার হয়েছেন ৮২ হাজার তিন শর বেশি শ্রমিক-কর্মচারী। জ্বালানিসংকট, ব্যাংকিং খাতের অসহযোগিতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কাজ না থাকা, কার্যাদেশ বাতিল, ঘন ঘন শ্রমিকদের আন্দোলন, ভাঙচুরসহ বৈশ্বিক নানা সংকটে গাজীপুরে একের পর এক তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হচ্ছে। এতে বেকার হয়ে পড়ছেন বিপুলসংখ্যক শ্রমিক। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে স্থানীয় অন্যান্য ব্যবসায়।

সাভার-আশুলিয়ায় ১৩৫ কারখানা বন্ধ বেকার ২৫ হাজার : শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় বর্তমানে ১৩৫টি কারখানা বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে ৫৮টি স্থায়ীভাবে এবং ৭৭টি অস্থায়ীভাবে বন্ধ। আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এতে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক এখন বেকার।

এসব কারখানায় কাজ করা শ্রমিকদের বেশির ভাগই বর্তমানে বেকার। বিভিন্ন কারখানায় ঘুরেও চাকরি জোটাতে না পেরে অনেকেই বেঁচে থাকার জন্য পেশা পরিবর্তন করেছেন আবার অনেকে পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেছেন।

শিল্প পুলিশ জানায়, স্থায়ীভাবে বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্য ড্রেসেস অ্যান্ড দি আইডিয়াস লিমিটেড, জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড, নাসা গ্রুপের তিনটি কারখানা, সাফ ওয়ান আউটার ওয়্যার লিমিটেড, ছেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড, বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেড এবং অস্থায়ী বন্ধের তালিকায় রয়েছে ওডিসি ক্রাফট পিডিপি লিমিটেড, মাসকট গ্রুপ, ফ্যাশন নিট গার্মেন্টস লিমিটেড (প্রাইড গ্রুপ), গোল্ডস্টার গার্মেন্টস লিমিটেড ও সিঙ্গার ইলেকট্রনিকস।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খায়রুল মামুন মিন্টু বলেন, বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। কোনো কারখানা শ্রমিকের বকেয়া বেতন ও সার্ভিস বেনিফিট না দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও তা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে।

আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ ১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে খেলাপি ঋণ নিয়ে কড়াকড়ি আরোপ করায় আর্থিক সংকট, লে-অফ, কাজ না থাকার কারণে এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

চট্টগ্রামে বন্ধ ৯ পোশাক কারখানা : চট্টগ্রামে চলতি বছরের ৯ মাসে ৯টি তৈরি পোশাক খাতের কারখানা বন্ধ হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মাসেই একটি করে কারখানা বন্ধ হচ্ছে। নতুন অর্ডার আশানুরূপ না আসায় একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে বেকার হয়ে পড়েছেন হাজারো শ্রমিক। বিজিএমইএ সূত্র জানায়, ওই ৯ কারখানার ২৪ হাজার ৩৭৩ জন শ্রমিক এখন বেকার।

সর্বশেষ গত ২৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) নাসা গ্রুপের দুটি পোশাক কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এতে ওই দুই কারখানার প্রায় দুই হাজার ৫০০ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন। বন্ধের কারণে গত আগস্ট ও অক্টোবরের বেতন-ভাতা পাওয়া নিয়েও শ্রমিকরা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) চট্টগ্রামের তথ্যানুসারে, ২০০৫ সালে চট্টগ্রামে বিজিএমইএর নিবন্ধিত কারখানা ছিল ৬৯৯টি।

এর মধ্যে সচল ছিল ৬১০টি। বর্তমানে সচল কারখানার সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ৩৪৮টিতে। অর্থাৎ এই সময়ে ২৬২টি কারখানায় তালা ঝুলছে, যেখানে কমপক্ষে অর্ধলক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করতেন এবং তাঁরা এখন বেকার। গত ২৫ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় নতুন করে আরো আড়াই হাজার শ্রমিক চাকরি হারালেন। চট্টগ্রামের গার্মেন্টশিল্প দীর্ঘদিন ধরেই দেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান খাত।

কিন্তু গত ছয় থেকে আট মাস ধরে নতুন অর্ডার কমে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রেতাদের ব্যয় সংকোচন, কাঁচামালের উচ্চমূল্য এবং দেশে ডলার সংকটের কারণে এ সংকট ঘনীভূত হয়েছে। বিজিএমইএ চট্টগ্রাম অঞ্চলের নেতাদের দাবি, আগের তুলনায় বর্তমানে অন্তত ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কম অর্ডার আসছে। এতে অনেক কারখানা অর্ধেক সক্ষমতায় উৎপাদন চালাচ্ছে। আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশের শেয়ার প্রায় ২০ শতাংশ।

রপ্তানিকারক ও কারখানা মালিকদের আশঙ্কা, শুল্ক বৃদ্ধি পেলে যুক্তরাষ্ট্রের বড় ক্রেতারা পণ্যের দাম বাড়াতে রাজি না হওয়ায় অর্ডার কমিয়ে দিতে পারে অথবা কম শুল্কে সুবিধা পাওয়া অন্য দেশগুলোতে ঝুঁকতে পারে। এর মধ্যে কয়েকজন আমদানিকারক অর্ডার পিছিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বিজিএমইএর আরেক সাবেক সহসভাপতি মো. নাসিরুদ্দিন চৌধুরীর মতে, এই নাজুক পরিস্থিতি সামাল দিতে নতুন বাজার খোঁজা ও বিদ্যমান বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানো জরুরি। একই সঙ্গে ডলার সংকট সমাধান এবং ব্যবসাবান্ধব নীতি গ্রহণে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৫ শতাংশই তৈরি পোশাক। তাই রপ্তানি কমে গেলে শুধু পোশাক খাত নয়, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়েও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

নারায়ণগঞ্জে ৫৫ কারখানা বন্ধ ১০ হাজার বেকার : নারায়ণগঞ্জে গত এক বছরে ২৬টি পোশাক কারখানাসহ ৫৫টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে কর্মহীন হয়েছেন ১০ হাজারের বেশি শ্রমিক। শিল্পাঞ্চল পুলিশ সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

জেলা শিল্পাঞ্চল পুলিশ কার্যালয়ের হিসাবে, বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে ছোট-বড় মিলে মোট এক হাজার ৮৩৪টি কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে গত বছরের আগস্ট থেকে চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৬টি পোশাক কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হওয়া পোশাক কারখানার মধ্যে রয়েছে লা লা মেইজন কচুর লিমিটেড, নিট গার্ডেন, একে ফ্যাশন লিমিটেড, মোল্লা নিট ফ্যাশনসহ অন্তত ১০টি বড় প্রতিষ্ঠান।

এ ছাড়া টানা কয়েক দিনের লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে বন্ধ হয়ে যায় রূপগঞ্জের গাজী পাইপ লিমিটেড। এই কারখানায় সাত শতাধিক শ্রমিক কাজ করতেন।

কারণ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বেশির ভাগ কারখানা বন্ধ হয়েছে আর্থিক সংকট, কাজের অভাব, শ্রমিকদের অবৈধ কর্মবিরতি, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ব্যাংকঋণের চাপের কারণে। স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়া ছাড়াও গত এক বছরে ২০টি পোশাক কারখানা অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে।

তবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তথ্য ভিন্ন। তাদের হিসাবে, নারায়ণগঞ্জে নিবন্ধনকৃত পোশাক কারখানা এক হাজার ১০টি। এর মধ্যে গত এক বছরে মাত্র ৯টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ জেলার উপমহাপরিদর্শক রাজীব চন্দ্র ঘোষ বলেন, 'আমাদের চেষ্টা থাকে কোনো কারখানা যেন স্থায়ীভাবে বন্ধ না হয়। কারণ একটি কারখানা বন্ধ হলে অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েন।'

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সহসভাপতি মোরশেদ সারোয়ার সোহেল বলেন, 'করোনার পর থেকে ব্যাংক সুদ, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং ক্রমাগত অর্ডার কমে যাওয়ার কারণে পোশাক খাত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ৫ আগস্টের পর পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা যোগ হওয়ায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও নাজুক। ফলে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। স্থিতিশীলতা না এলে আগামী দিনে আরো কারখানা বন্ধ হবে।'

লন্ডনে গান্ধীর মূর্তি ভাঙচুর

আইন শিক্ষার্থী হিসেবে কাটানো সময়কে স্মরণ করে তৈরি করা হয়।

ভারতের হাইকমিশন এক্স-এ (পূর্বে টুইটার) পোস্টে এই ঘটনাকে "শুধু ভাঙচুর নয়, বরং অহিংসার ধারণার ওপর সহিংস আঘাত" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে। হাইকমিশন আরও জানিয়েছে, তাদের দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে মূর্তিকে তার প্রাচীন মর্যাদায় পুনঃস্থাপন করছে।

মূর্তির ভিত্তিতে কালো স্প্রে দিয়ে লেখা হয়েছিল "সন্ত্রাসী", সঙ্গে লেখা ছিল "গান্ধী, মোদি এবং হিন্দুস্তানি [ভারতীয়]"। পুলিশ এখনও কাউকে চিহ্নিত করতে পারেনি এবং ঘটনার তদন্ত চলছে। বিবিসি পরিদর্শনকালে দেখা যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা মূর্তিটি পরিষ্কার করছেন। এই ঘটনা ঘটল গান্ধীর ১৫৬তম জন্মবার্ষিকীর কয়েক দিন আগে, যা আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস হিসেবেও পালিত হয়। সাধারণত এই মূর্তির সামনে ফুলেল শ্রদ্ধা ও তার প্রিয় ভজন পরিবেশনের মাধ্যমে গান্ধীর জন্মদিন উদযাপিত হয়।

যুক্তরাজ্যে গান্ধীর মূর্তি ভাঙচুরের এটি নতুন ঘটনা নয়। ২০১৪ সালে লেস্টারে গান্ধীর একটি মূর্তি গ্রাফিতি দিয়ে বিকৃত করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটির কিছু অঞ্চলে গান্ধীর মূর্তি অপসারণের দাবিতেও আন্দোলন চালানো হয়েছে।

ব্রিটেনে ধান চাষে সফলতা

ফিলিপাইন থেকে আনা জাতের ধান উৎপন্ন হয়েছে। ১৮৮৪ সালে রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে দেশের সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্মকাল এই ফলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গবেষণার নেতৃত্বদানকারী পরিবেশবিদ নাদিন মিটসচুনাস জানিয়েছেন, যুক্তরাজ্যে ধান চাষের কথা জানালে সাধারণ মানুষের প্রথম প্রতিক্রিয়া অবিশ্বাসের হয়। তিনি বলেন, "এর আগে কেউ এটি চেষ্টা করেনি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমরা এমন ফসল পেয়েছি যা ১০ বছর আগে সম্ভব মনে হত না। আগামী এক দশকে ধান আমাদের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত ফসল হতে পারে।"

পরীক্ষামূলক চাষে ধানের চারাগুলো বড়ো ও ঝোপালো হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় দ্রুত উষ্ণায়নকারী জলবায়ু যুক্তরাজ্যে চাষযোগ্য ফসলের সীমা পরিবর্তন করছে। ঐতিহাসিকভাবে, ব্রিটিশ জলবায়ু ধান চাষের জন্য খুব ঠান্ডা এবং পর্যাপ্ত রোদহীন বলে বিবেচিত হত। তবে এই গ্রীষ্মের চরম তাপমাত্রা এবং সমৃদ্ধ মাটিতে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ ফসলের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে।

অধ্যাপক রিচার্ড পাইওয়েল সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাজ্য এখনও ধান চাষের জন্য উপযুক্ত নয়, বর্তমানে বাণিজ্যিক রোপণ কৃষকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তবে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে আগামী এক দশকের মধ্যে ধান চাষ বড় পরিসরে লাভজনক হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের চালের বাজার ইতিমধ্যেই ১ বিলিয়ন পাউন্ডের বেশি মূল্যের। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে এবং আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করতে পারে। পরীক্ষামূলক ধান চাষ শুধুমাত্র খাদ্য সরবরাহে নয়, বরং দেশের গুরুত্বপূর্ণ পিটল্যান্ড ইকোসিস্টেমের জন্যও সুবিধা আনতে পারে।

গত শতাব্দীতে যুক্তরাজ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ জলাভূমি বিলুপ্ত হয়েছে। কার্লিউ পাখি সংরক্ষণবিদ মেরি কলওয়েল উল্লেখ করেন, বিলুপ্তপ্রায় কার্লিউ পাখিরা প্রজনন ঋতুর বাইরে খাবারের সন্ধানে ধানের ক্ষেত ব্যবহার করে। ফলে নতুন ধানের ক্ষেত তাদের জন্য মূল্যবান আবাসস্থল তৈরি করতে পারে।

যুক্তরাজ্য বার্ষিকভাবে আনুমানিক ৬,৫০,০০০ থেকে ৭,০০,০০০ টনেরও বেশি চাল আমদানি করে। প্রায় ৯০ শতাংশ পরিবার চাল ব্যবহার করে থাকে, যা দেশীয় বৈচিত্র্যময় রন্ধনপ্রণালিড় বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় ও পূর্ব এশীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেড়্বারা পরিচালিত। তাই ধান চাষের এই সাফল্য দেশীয় খাদ্য স্থিতিস্থাপকতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এনএইচএসে আসছে 'অনলাইন হাসপাতাল'

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বুক করতে পারবেন।

স্বাস্থ্যসচিব ওয়েস স্ট্রিটিং জানান, ইতিমধ্যে কিছু এনএইচএস সংস্থায় পরীক্ষামূলকভাবে এই সেবা চালু হয়েছে এবং রোগীদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ট্রায়াজ করা যাচ্ছে। তিনি বলেন, "এটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করতে সময় লাগবে, কারণ আমাদের নিশ্চিত হতে হবে সেবা নিরাপদ এবং কার্যকর।" একই সঙ্গে তিনি পরিষ্কার করেন, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবায় ভ্যাট বসানোর কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই।

লিভারপুলে দেওয়া বক্তৃতায় কিয়ার স্টারমার এই উদ্যোগকে এনএইচএসের জন্য একটি "নতুন অধ্যায়" হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "অপেক্ষার সময় কমবে প্রতিটি মানুষের জন্য। এটাই জাতীয় নবায়ন, এটাই সবার জন্য তৈরি ব্রিটেন।" স্টারমার আরও যোগ করেন, লেবারের দায়িত্ব শুধু এনএইচএসকে উদযাপন নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য এটিকে আরও ভালোভাবে তৈরি করা।

এনএইচএস প্রোভাইডার্স-এর প্রধান নির্বাহী ড্যানিয়েল এলকেলেস এই উদ্যোগকে "সাহসী ও উত্তেজনাপূর্ণ" বলে উল্লেখ করলেও সতর্ক করে দেন, এর সুফল যেন প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলোকে অস্থিতিশীল না করে।

আওয়ামীলীগ ফিরে আসা নিয়ে আলোচনা? নমণীয় ড. ইউনূস

রাজনীতির নানা বিষয়ে মেহেদী হাসানের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ড. ইউনূস। বাংলাদেশের পাসপোর্টে ইসরাইল সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার পুনঃস্থাপন, মিয়ানমার ও গাজা পরিস্থিতি, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, তরুণদের দল গঠন, রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনে বৈশ্বিক পদক্ষেপ, পতিত আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিতকরণ, হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত নির্যাতন, শেখ হাসিনার বিচার ও বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ, ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং কেন জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত হচ্ছে- এমন নান ইস্যুতে প্রশ্ন করেন মেহেদী হাসান। বাংলাদেশ ভ্রমণরাজনৈতিক বই

সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালানোর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থগিত করা সরকারের সিদ্ধান্তকে জোর সমর্থন করেন এবং এই পদক্ষেপ গণতন্ত্রকে দুর্বল করবে অথবা অতীতের দমন-পীড়নের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে বলে যে আন্তর্জাতিক সমালোচনা তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। সাংবাদিক মেহেদী হাসান এ বিষয়ে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের উত্থাপিত উদ্বেগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ড. ইউনূস এর বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি দেন। অমর্ত্য সেন ইতিপূর্বে সতর্ক করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হাসিনার শাসনামলের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। জবাবে ড. ইউনূস বলেন, এটি ভুল সমালোচনা। আমরা দলটিকে নিষিদ্ধ করিনি। দলটি বৈধ রয়েছে। তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থগিত করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে ইউনূস ব্যাখ্যা করেন, নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগকে আসন্ন নির্বাচনে সম্ভাব্য বিঘ্নকারী হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। তারা মনে করছে, আপাতত তাদেরকে (আওয়ামী লীগ) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে না দেয়াই ভালো। তবে স্থগিতাদেশ স্থায়ী নয়। যেকোনো সময় তা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

লাখ লাখ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের কণ্ঠস্বর প্রকাশে সরকারের সিদ্ধান্ত কার্যকরভাবে বাধাগ্রস্ত করছে কিনা- মেহেদী হাসানের এমন প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস আওয়ামী লীগের দলীয় ভিত্তির স্কেলকে ছোট করে দেখান। তিনি বলেন, আমি বলব না লাখ লাখ। তাদের সমর্থক আছে, কিন্তু আমি জানি না কতজন বাকি আছে। অনেকেই প্রকৃত সমর্থক ছিলেন না বরং ক্ষমতার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হন। ড. ইউনূস জোর দিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বৈধ ভোটার হিসেবে থাকবেন, যারা আসন্ন নির্বাচনে অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে থেকে তাদের পছন্দের প্রার্থী বেছে নিতে পারবেন।

ইউনূস আরও অভিযোগ করে বলেন, গত বছর ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের ওপর সহিংস দমন-পীড়নের জন্য আওয়ামী লীগ দলটির কোনো অনুশোচনা নেই। যেখানে জাতিসংঘের পরিসংখ্যানে ওই সহিংসতায় আনুমানিক ১,৪০০ জন নিহত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আওয়ামী লীগ এখনও দুঃখ প্রকাশ বা কোনো দায় স্বীকার করেনি। একটি শব্দও নয়। তিনি বলেন, এসব কারণে দলটির স্থগিতাদেশকে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে।

হিন্দুসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার খবরে প্রথমেই চাপের মুখে পড়ে অন্তর্বর্তী সরকার। গত নভেম্বরে হাজার হাজার হিন্দুর বিক্ষোভ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পসহ বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিত্বদের সমালোচনার জবাবে ইউনূস সেসব দাবিগুলোকে ভুয়া খবর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি ভারতকে ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য অভিযুক্ত করেছেন। সম্প্রদায়ের (হিন্দু-মুসলিম) মধ্যে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে। কখনও কখনও জমি বা পাড়ার দ্বন্দ্ব থাকে। কিন্তু পদ্ধতিগত হিন্দু-বিরোধী সহিংসতার ধারণাটি অতিরঞ্জিত বলে মন্তব্য করেন ইউনূস। সমালোচনা সত্ত্বেও জোর দিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে এবং কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশকে জর্জরিত করা কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক চক্রের পুনরাবৃত্তি রোধে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম সাময়িক স্থগিতাদেশ প্রয়োজনীয়। ইউনূস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরস্কারের যোগ্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্নগুলো কার্যত এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, এটি নোবেল কমিটির বিষয়। তারা সিদ্ধান্ত নিবে। জবাবে মেহেদি হাসান অট্টহেসে বলেন, উত্তরটি খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো কূটনৈতিক উত্তর।

‘জেন-জি’ বিক্ষোভে উত্তাল মরক্কো

করেছে, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে এবং নির্বিচারে গ্রেপ্তার করেছে।

রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ম্যাপ জানিয়েছে, পূর্বাঞ্চলীয় শহর ওউজদায় এক বিক্ষোভকারী পুলিশ ভ্যানে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়েছেন।

‘জেন-জি ২১২’ নামে একটি সংগঠন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই আন্দোলনের ডাক দেয়। সংগঠনটি কিছু জায়গায় সহিংসতা ও ভাঙচুরের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করলেও অংশগ্রহণকারীদের শান্তিপূর্ণ থাকার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের ভাষায়, ‘আমাদের ন্যায্য দাবির বৈধতাকে খাটো করবে এমন আচরণ থেকে বিরত থাকুন।’ বিক্ষোভকারীদের স্লোগানে প্রধানত উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের দাবি শোনা গেছে।

অনেকে আবার ২০৩০ ফিফা বিশ্বকাপের স্টেডিয়াম নির্মাণে বিপুল অর্থ ব্যয়ের সমালোচনা করেছেন। এক তরুণের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিলড় ‘অন্তত ফিফা স্টেডিয়ামে ফার্স্ট এইড কিট থাকবে! আমাদের হাসপাতালে তো সেটাও নেই।’

এই আন্দোলনকে বিশ্লেষকরা সাম্প্রতিক এশিয়া ও আফ্রিকার যুব-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের অংশ হিসেবে দেখছেন। চলতি গ্রীষ্মে নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও মাদাগাস্কারে একই ধরনের তরুণদের আন্দোলন হয়েছে। এর মধ্যে নেপালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, আর মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট সোমবার সরকার ভেঙে দেন।

মরক্কোয় এখন পর্যন্ত অনেক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হলেও অধিকাংশকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে এএমডিএইচ জানিয়েছে, এখনো ৩৭ জন তরুণের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

অন্যদিকে সরকারি জোট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা তরুণদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত এবং সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে বের করতে চায়। একই সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর আইনসঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেছে সরকার।

ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্প, নিহত

রাত ১০টার কিছু আগে সেবু প্রদেশের বোগো শহরের উপকূলে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দেয় এবং বেশ কিছু ভবন ধসে পড়ে।

ফিলিপাইনের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র সেবু প্রদেশে ৩৪ লাখ মানুষের বসবাস। দেশটির দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর ম্যাকটান-সেবু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সচল থাকলেও, উত্তর সেবুতে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে সান রেমিজিও এলাকাকে দুর্যোগপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

সান রেমিজিওর ভাইস মেয়র আলফি রেইনেস খাদ্য ও পানীয় জলের পাশাপাশি উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য ভারী যন্ত্রপাতির আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি স্থানীয় গণমাধ্যম ডিজিএমএম- রেডিওকে বলেন, অবিরাম বৃষ্টির কারণে উদ্ধারকাজে বিঘ্ন ঘটছে। বিদ্যুৎ নেই, আর পানির লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উত্তরাঞ্চলে পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা

স্বাক্ষরকারী দলগুলো আদালতে প্রশ্ন তুলতে পারবে না এবং বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেবে। পাশাপাশি সনদ সংবিধানে যুক্ত করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী, অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই ঘোষণাপত্রের ক্ষমতাবলে একটি ‘সংবিধান আদেশ’ জারি করতে পারেন। এতে গণভোটের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে সংসদ নির্বাচনের দিনই জনমত যাচাই সম্ভব।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ বলেছেন, সরকারের কাছে একাধিক প্রস্তাব রাখতে চায় কমিশন। তিনি বলেন, বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামত আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে জানিয়েছি। এটার পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দিয়েছে দলগুলো। আমরা সেগুলো নোট করেছি। সেগুলো আবার বিশেষজ্ঞ প্যানেলকে আমরা জানিয়েছি। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

সূত্র জানায়, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে জনগণের অংশগ্রহণ বা মতামত অবশ্যই লাগবে। এটা দুইভাবে হতে পারে- এক. গণভোটের মাধ্যমে দুই. সংসদের মাধ্যমে। তবে যদি সংসদের মাধ্যমে হয় তাহলে সেই পরবর্তী সরকারের হাতেই ছেড়ে দেয়া হলো। অন্তর্বর্তী সরকার নিজ থেকে যদি করেন, তাহলে অনেকেই বলবে এই সরকার এ ক্ষমতা কোথা থেকে পেলো। জনগণ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। জনগণ যদি মেনে নেয়, তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোকেও এটা মেনে নিতে হবে। সেটা গণভোটের মাধ্যমেও হতে পারে পরবর্তী সংসদের হাতে বাস্তবায়ন ছেড়ে না দিলে।

সূত্র জানিয়েছে, গণভোট একটা চ্যালেঞ্জ বিষয়। কীভাবে হবে, কোন পদ্ধতিতে হবে, কতোটুকু বিস্তৃত হবে । সংসদের মাধ্যমে না করলে গণভোট ছাড়া কোনো অপশন নেই।

এসব বিষয়ে সিনিয়র এডভোকেট ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য ড. শরীফ ভূঁইয়া বলেন, সংবিধান আদেশ ও গণভোট ছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেয়ার বিষয়টি আলোচনায় আছে। সবাই একমত হলে বাস্তবায়ন সহজ হতো, কিন্তু বর্তমানে মতপার্থক্য অনেক। সাধারণ মানুষও মনে করছে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত অবস্থান সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে-এখনই বাস্তবায়ন নাকি পরবর্তী সংসদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে।

তবে গণভোটের প্রক্রিয়া নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতারা বলছেন, সনদের ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্য হলেও অনেক নোট অব ডিসেন্ট আছে। এ অবস্থায় গণভোটে কয়টি প্রশ্ন রাখা হবে, কীভাবে হবে, এমনকি নেতিবাচক ফল আসার ঝুঁকিও রয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি ও সমমনা জোট সুপ্রিম কোর্টের মতামত নিয়ে সাংবিধানিক সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছে।

ওদিকে জামায়াতে ইসলামী বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ অথবা গণভোট ছাড়া অন্য কোনো সমাধান মানতে রাজি নয়। আবার জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গণপরিষদের দাবি থেকে সরে আসেনি। গণঅধিকার পরিষদ মনে করছে শতভাগ ঐকমত্য সম্ভব নয়, তাই এখন সরকারেরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এরই মধ্যে গণতন্ত্র মঞ্চের ছয় দল, এনসিপি, এবি পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়ন নিয়ে মতপার্থক্য কমানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, বিএনপি-জামায়াত বড় দুইটি দলের মতপার্থক্য কমিয়ে এনে সদনটির বাস্তবায়ন ইস্যু নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়াও ঐকমত্য কমিশন সরকারের কাছে একাধিক প্রস্তাব রাখার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যদিও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

বিশেষজ্ঞ সূত্র জানিয়েছে, সংবিধান আদেশ জারি করলে সরকারের ঝুঁকি কম হলেও, যদি আন্দোলন বা আদালতে চ্যালেঞ্জ হয়, তখন নতুন অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হতে পারে। ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে টানাপড়েন বাড়তে পারে।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্যপদে অনলাইন আবেদন পদ্ধতি চালু

আয়োজিত এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এ কথা জানানো হয়েছে।

ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ক্লাবের মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি আবদুল হান্নান । তিনি বলেন, আবেদন প্রক্রিয়াটি সহজ ও ব্যবহারবান্ধব । একবারে ফর্ম পূরণ শেষ করতে না পারলে, আপনি যতটুকু করবেন তা সেইভ করে রেখে দিতে পারবেন। পরে যখন সময় হবে তখন আবারও ফিলআপ শুরু করতে পারবেন। এভাবে ধাপে ধাপে, নিজের সুবিধামতো সময়ে আবেদন সম্পূর্ণ করতে পারবেন।

এ সময় প্রেস ক্লাবের অনলাইন আবেদন পদ্ধতির ডেভোলাপার 'ডট নেট বিল্ড লিমিটেড'-এর ডিরেক্টর আইটি স্পেশালিষ্ট আব্দুল মান্নানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

ফাউন্ডিং ও মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের জন্য সহজ পলিসি:

ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের জানান, সংবিধান অনুযায়ী প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডিং মেম্বার ও মুক্তিযোদ্ধা মেম্বারের বেলায় বিশেষ ব্যতিক্রম রয়েছে। তারা সামান্য তথ্য তথা নাম ঠিকানা দিয়েই সদস্য পদ নবায়ন করতে পারবেন । তাছাড়া, ১৫ বছরের মিডিয়া অভিজ্ঞতার ক্যাটাগরিতে আবেদনও খুব সহজ। আবেদনকারিকে বর্তমান পর্যন্ত বিগত বছরগুলোতে কাজ করার ধারাবাহিক সময়ক্রম উল্লেখ করতে হবে।

ফি সরাসরি জমা হবে ক্লাব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে:

ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ জানান, প্রয়োজনীয় সব ডকুমেন্ট বা কাগজপত্র সহজেই অনলাইনে আপলোড করার সুবিধা রাখা হয়েছে। সদস্যপদের ফি সরাসরি আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে এবং অর্থপ্রদানের রসিদ আবেদন ফর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে । তাই অনুগ্রহ করে ব্যাংক ট্রান্সফারের স্ক্রিনশটটি রাখুন এবং ফর্মের সাথে সংযুক্ত করুন।

মেম্বারশীপের জন্য অনলাইন সাইন-আপ :

প্রথমে আপনার নাম, ইমেইল ঠিকানা এবং একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন আপ করে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। একবার রেজিস্ট্রেশন করলে যেকোনো সময় লগ-ইন করে আপনার আবেদনের অগ্রগতি দেখতে পারবেন। আবেদন ফর্ম পূরণের জন্য সরাসরি: https://member.londonbanglapressclub.org লিংকে প্রবেশ করতে হবে।

এ ব্যাপারে কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হলে ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ অথবা মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি আব্দুল হান্নান-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এছাড়া ক্লাব নিযুক্ত আইটি বিশেষজ্ঞ জনাব আব্দুল মান্নানের সাথেও টেলিফোনে যোগাযোগ করে বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সময়ে টেকনিক্যাল সহায়তা নিতে নেওয়া যাবে।

মেম্বারশীপ পলিসি: ক্লাবের ওয়েবসাইটে ফুল মেম্বারশীপ পলিসির বিস্তারিত তথ্য রয়েছে । এছাড়া অনলাইন ফর্মের শুরুতেই পলিসি বা নিয়ম নীতি পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে সব নীতি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। পড়লে সহজেই বোঝা যাবে কার জন্য কোন নিয়ম প্রযোজ্য। এছাড়া এসোসিয়েট মেম্বার ও লাইফ মেম্বারের পলিসি একেবারে আলাদা।

নতুন আবেদনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবক, সমর্থনকারী ও মিডিয়া কর্মস্থলের রেফারেন্স লেটার লাগবে । ফর্মে বর্তমান মেম্বার থেকে সংশ্লিষ্ট কারো নাম প্রস্তাবক ও সমর্থক হিসেবে দিতে হবে । যুক্তরাজ্যে নিয়মিতভাবে বসবাস করতে হবে, ন্যূনতম দু'বছর মিডিয়ায় সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে।

রিপোর্টিং/ভিডিও/ফটো লিংক :

যারা প্রকাশিত ৫টি রিপোর্ট/ফটো দেবেন তারা স্ক্রিনশটটি সংযুক্ত করতে হবে। আর স্যাটেলাইট টিভি/অনলাইন টিভি বা অনলাইন মিডিয়ার ক্ষেত্রে-প্রকাশিত লিংকটি অনলাইন আবেদনে সংযুক্ত করবেন ।

অনলাইন মিডিয়া:

অনলাইন মিডিয়া থেকে যারা এবার নতুন আবেদন করবেন তাদের জন্য ফেসবুকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ হাজার ফলোয়ার এবং ইউটিউবের ক্ষেত্রে নূন্যতম ১ হাজার সাবস্ক্রাইবার থাকতে হবে। পাশাপাশি ইউকেতে নিজস্ব কোম্পানি, নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে।

আবেদনকারিকে নিচের একাউন্ট নাম্বারে মেম্বারশীপের যথাযথ ফি পরিশোধ করে রিসিট আপলোড করে দিতে হবে। শুধুমাত্র নিজের ও নিজের পরিবারের সদস্যের একাউন্ট থেকে ট্রান্সফার করা যাবে। ইধহশ ফবঃধরষং: খড়হফড়হ ইধহমষধ চৎবংং ঈষঁন, ঝড়ৎঃ ঈড়ফব: ৪০-০৫-১৯, অ/ঈ ঘড়: ৩১ ৫৩ ১৪ ৪১, ঐঝইঈ

ক্লাবের ট্রেজারার সালেহ আহমদ বলেন, এই পদ্ধতিটি শুরু করার ফলে সকল সদস্য খুব সহজে ঘরে বসে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন।

অনলাইন আবেদন পদ্ধতির উদ্বোধন করেন ক্লাবের ফাউন্ডিং প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট এমদাদুল হক চৌধুরী, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট রহমত আলী, ক্লাবের সিনিয়র সদস্য আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সুফিয়া আলম, আবু সালেহ মোহাম্মদ মাসুম, আহাদ চৌধুরী বাবু, এম এ কাইয়ুম, সারোয়ার হোসেন, আকবর হোসেন, কিনু মিয়া, বাতিরুল হক সরদার, রুহুল আমীন, আলাউর খান শাহীন, এনাম চৌধুরী, মোহাম্মদ রহিম, খিজির হায়াত খান খিজির, হাসনাত চৌধুরী, আবুল হোসেন আলম, আবু রহমান, মুহিতুর রহমান বাবলু, কয়েস আহমেদ রুহেল, মাহবুব আলী খানশূর, এখলাছুর রহমান, আব্দুল বাসিত রফি প্রমুখ।

নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রেজাউল করিম মৃধা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইন, ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন, নির্বাহী সদস্য জাকির হোসেন কয়েস।

ব্রিস্টলে তিন শিশুকে হত্যা, মায়ের বিরুদ্ধে মামলা

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটেনের ব্রিস্টল শহরে তিন সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগে এক মায়ের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা অনুমোদন দিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্ত ইয়াসমিন আলী (৪৩) শিগগিরই ব্রিস্টল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির হবেন।

গত বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি (২০২৪) সি মিলস এলাকার ব্লেইজ ওয়াকের একটি বাড়ি থেকে তিন শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতরা হলেনড়সাত বছরের ফারেস বাশ, তিন বছরের জুরি বাশ এবং নয় মাস বয়সী মোহাম্মদ বাশ। ঘটনাটি ব্রিটেনজুড়ে তীব্র আলোড়ন তোলে।

পূর্বে জানানো হয়, শিশুদের গলা ও বুকে ছুরিকাঘাতের কারণে তাদের মৃত্যু হয়। তদন্ত শেষে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে এ ঘটনায় মায়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধেই হত্যার মামলা অনুমোদন করা হয়।

ঘটনার পর ইয়াসমিন আলীকে গুরুতর নয় এমন আঘাত নিয়ে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তিনি মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অধীনে রয়েছেন। আদালতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন হলে বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানা যায়।

ইসলামী নেতৃত্বের দর্শন, ঐক্য ও ধারাবাহিকতা

মো. আলী এরশাদ হোসেন আজাদ

যৌথ নেতৃত্ব ও সংলাপ মহান আল্লাহর আদেশ এবং প্রিয় নবী (সা.)-এর আদর্শ। আল্লাহ বলেন, 'যেকোনো কাজে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করো' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯)। যৌথ নেতৃত্বের ধারণা তৈরিতে প্রিয় নবী (সা.)-এর দর্শন : অগ্রবর্তী দল পাঠিয়ে মদিনায় হিজরতের পরিবেশ তৈরি,
বিভিন্ন যুদ্ধ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন,
ওহুদের যুদ্ধে গিরিপথে পাহারার ব্যবস্থা,
হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বাইআতে রিদওয়ান,
মক্কা বিজয় ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা,
নেতার আনুগত্য ও খলিফা নির্বাচন।

যৌথ নেতৃত্বের তাৎপর্য প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করে দিলেন, ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা হয়ে গেলে পরস্পর ভাই ভাই...' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২)।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুকূল পরিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করা পবিত্র কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। আল্লাহ বলেন, "তোমরা তাদের মতো হইয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দশন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে..." (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৫)।

কঠিন মুহূর্তে মূর্খের কুতর্ক নয়, বরং বিনয় হলো ঈমানের প্রকাশ। আল্লাহ বলেন, 'দয়াময়ের বান্দারা তো তারাই, যারা বিনয়ের সঙ্গে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ-মূর্খরা তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, সালাম (শান্তি)...' (সুরা ফুরকান, আয়াত : ৬৩)।

আরো বলেন, 'যদি তারা অহেতুক বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তবে ভদ্রভাবে তা অতিক্রম করে যায়' (সুরা ফুরকান, আয়াত : ৭২)।

দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বের অবর্তমানে কাজের সমন্বয়ের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা প্রিয় নবী (সা.)-এর শিক্ষা। তিনি (সা.) মদিনার বাইরে গেলে বিভিন্ন সাহাবিকে প্রশাসক নিযুক্ত করতেন। একবার তিনি আলী (রা.)-কে এবং আরেকবার আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদিনার প্রশাসক বানিয়েছিলেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় প্রিয় নবী (সা.) আলী (রা.)-কে মদিনায় রেখে গেলেন। তখন মুনাফিকরা নানা কটূক্তি করেছিল। আলী (রা.) সব কথা শুনে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে প্রিয় নবী (সা.)-এর সামনে এসে বললেন, মুনাফিকরা এসব বলাবলি করছে। প্রিয় নবী (সা.) বললেন, 'হে আলী! তুমি কি আমার জন্য এরূপ হতে সন্তুষ্ট নও, যেমন মুসা (আ.)-এর জন্য ছিলেন হারুন (আ.)?'

যৌথ নেতৃত্ব দর্শনের প্রতিফলন দেখা যায় মুতার যুদ্ধে প্রিয় নবী (সা.) কর্তৃক তিনজন সেনাপ্রধান নিয়োগে। তাঁরা হলেন জায়েদ বিন হারিসা, জাফর বিন আবি তালিব এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা। তাঁরা সবাই শাহাদাত বরণ করেন। তবে তাতে মুসলিমরা নেতৃত্বশূন্য হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় তখন 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারিখ্যাত খালিদ বিন ওয়ালিদ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বেই আসে বিজয়।

খলিফা আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের সূচনায় এক কঠিন বাস্তবতা তৈরি হয়। কোরআনের হেফাজত নিয়ে শঙ্কা, স্বধর্ম ত্যাগ, মিথ্যা নবী দাবিদারের আবির্ভাব, জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি ইত্যাদি সমস্যা সামনে আসে। খলিফা বলেছিলেন, 'ধর্মের অবনতি হবে, অথচ আমি জীবিত! (অর্থাৎ আমি বেঁচে থাকতে ধর্মের ক্ষতি হতে দেব না)' তিনি সুপরিকল্পিত যৌথ অভিযানের ব্যবস্থা করলেন, যা ইতিহাসে 'রিদ্দার যুদ্ধ' নামে পরিচিত। তিনি ১১টি সেনাদল গঠন করেন এবং প্রত্যেকটির জন্য আলাদা পতাকা দেন। যৌথ নেতৃত্বের কারণে ইসলামের স্বার্থ নিরাপদ হয়। এ জন্য ইতিহাসে আবু বকর (রা.) পরিচিত হয়েছেন ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে।

ফেরাউনের অপশাসন মোকাবেলায় মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর যৌথ নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার হাত শক্তিশালী করব এবং তোমাদের দুজনকে ক্ষমতা দান করব, ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না...' (সুরা কাসাস, আয়াত : ৩৫)।

পরিশেষে যৌথ নেতৃত্ব প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে,
'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। আর তাঁর সঙ্গে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরম সহানুভূতিশীল। আপনি তাদের রুকু-সিজদায় লিপ্ত দেখতে পাবেন...' (সুরা ফাতহ, আয়াত : ২৯)।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ যাদের দিকে তাকাবেন না

শাব্বির আহমদ

রাসুলুল্লাহ (সা.) এমন কিছু লোকের কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, যাদের প্রতি আল্লাহর ঘৃণা ও অভিশাপ নাজিল হয়। আবু উমামাহ আল-বাহেলি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সাত শ্রেণির লোক আছে, যাদের দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকাবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি : (১) মা-বাবার অবাধ্য সন্তান, (২) পুরুষের মতো স্বভাব ও ভঙ্গি গ্রহণকারী নারী, (৩) দাইয়ুস (যে নিজের পরিবারের অশ্লীলতা সহ্য করে), (৪) এমন ব্যক্তি, যার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ, অথচ সে তাকে তালাক দেয় না, (৫) যে ব্যক্তি এমন লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়, যারা আসরের পর জানাজার নামাজ পড়ে, (৬) এবং যে ব্যক্তি কোনো জালিম শাসকের কাছে তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য যায়, (৭) অন্যায়ের সহচর। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২২২১২; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস : ২৩১১)

এটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হাদিস, ব্যাখ্যা না জেনে এর ওপর আমল করা বা প্রচার করা দুটিই বিভ্রান্তিকর বা বিপজ্জনক হতে পারে, তাই চলুন, নিম্নে প্রতিটি পয়েন্ট নিয়ে ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করা যাক।

মা-বাবার অবাধ্য সন্তান : যে সন্তান মা-বাবার কথা অমান্য করে, তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাঁদের দুঃখ দেয়, সে আল্লাহর কাছে ঘৃণিত।

পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৩৬)

পুরুষের মতো ভঙ্গি গ্রহণকারী নারী : যে নারী চুল, পোশাক, ব্যবহার ও স্বভাবে পুরুষদের অনুকরণ করে, সে আল্লাহর কাছে অপ্রিয়। ইসলামে নারীকে নারীর জায়গায় রেখেই মর্যাদা ও সৌন্দর্যে সম্মানিত করা হয়েছে, অথচ সে যদি নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে অন্য লিঙ্গের মতো হতে চায়, তবে তা আল্লাহর অপ্রসন্নতা ডেকে আনে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ লানত করেছেন সেই পুরুষদের ওপর, যারা নারীদের অনুকরণ করে এবং সেই নারীদের ওপর, যারা পুরুষদের অনুকরণ করে।
' (বুখারি, হাদিস : ৫৮৮৫)

দাইয়ুস ব্যক্তি : যে স্বামী, পিতা বা ভাই পরিবারের নারীদের বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও অনৈতিক কাজে চোখ বুজে থাকে, সে আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তিন শ্রেণির লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তাদের একজন হলো দাইয়ুস।' (নাসায়ি, হাদিস : ২৫৬২)

খারাপ চরিত্রের স্ত্রীর স্বামী : যে জানে তার স্ত্রী অনৈতিক কাজে লিপ্ত, কিন্তু দ্বিনের খাতিরে তাকে সংশোধনের চেষ্টা না করে; বরং তার অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেয়। অতি আধুনিকতা দেখাতে গিয়ে হারাম ও জঘন্য কাজে লিপ্ত আছে জেনেও তার সঙ্গে সংসার করে।

আসরের পর জানাজা পড়ানো ব্যক্তি : এখানে মূলত নিষিদ্ধ তিন সময়ে নিয়মের তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়ালখুশিমতো ইবাদতের সময় নির্ধারণ করেছেন্স আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য, অন্যান্য হাদিস ও ইসলামী আইনবিশারদদের মতে, আসরের নামাজের পর পুরো সময় জানাজা পড়া নিষিদ্ধ নয়। শেষ বিকেলে সূর্যের রং হলুদ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত জানাজা পড়া যাবে। সূর্যের রং হলুদ হয়ে গেলে তখন জানাজা না পড়ে সূর্য ডোবার জন্য অপেক্ষা করে মাগরিবের পর জানাজা পড়তে হবে।

তবে যদি কোনো ক্ষেত্রে দেরি করলে লাশের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অভিভাবক ও আত্মীয়দের বেশি সমস্যা হয় বা রাতে দাফন করতে অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে নিষিদ্ধ সময়েও জানাজা আদায় করে নিতে পারবে।
(সূত্র : দারুল ইফতা বিন্নুরি টাউন, ফতওয়া : ১৪৪১০৬২০১২৯৭)

অন্যায়কারী শাসকের সহযোগী : যে জালিম শাসকের সঙ্গে হাত মেলায়, তার অন্যায়কে টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তি জোগায়, সে আল্লাহর অভিশপ্ত বান্দা।

আল্লাহ যে নেতা বা শাসকের শাসনকে বরকতময় করে তোলেন

মুফতি সাইফুল ইসলাম

ইসলামে নেতৃত্ব একটি মহৎ দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ আমানত। একজন শাসকের সিদ্ধান্তে শুধু তার নিজের জীবন নয়, বরং পুরো জাতির কল্যাণ বা অকল্যাণ নির্ভর করে। তাই ইসলামে ন্যায়পরায়ণ শাসককে আল্লাহর ছায়াতলে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত শাসককে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে শুধু শাসক নন, বরং তার আশেপাশের সহযোগী ও উপদেষ্টারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি হাদিসে শাসক ও প্রশাসকের সহকারীদের চরিত্রকে আল্লাহর রহমত ও গজবের সঙ্গে সম্পর্কিত করে তুলে ধরেছেন-

لُوسَرِ لَاَق :تْلَاَق ،ةَشِئاَعْ نَع
:مَلَّسَوِ هْيَلَعُ هللا ىَلَّص هللا
اَذِإ اَرَاَد هللاُ بِاَلأمِيِرَخ اَرْيَجَعَل
،هُرَكَّذ يِسَن ْنِإ ،قْدِص رِيزَوُ هَل
وَإِن ْرَكَذ أَعَاَنُه ،وَإِذَا اَرَاَد ًهِلِل ّهب
غَيَرْ ذَلِكَ جَعَلُ هَلُ وَزِير ْسوء، إِنْ
نِسِي َمِل ْيِذّكَرُه، وَإِن َذَكَر ًمَل
هُنَعِي

'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন আল্লাহ্ তাআলা কোনো শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন, যাতে শাসনকর্তা আল্লাহর কোনো বিধান ভুলে গেলে সে তা স্মরণ করিয়ে দেয়, আর যদি শাসনকর্তা আল্লাহর বিধান স্মরণ করে তখন সে তা বাস্তবায়নে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে যখন কোনো শাসনকর্তার অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন মন্দ লোকেদেরকে তার পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়; ফলে সে যখন আল্লাহর কোনো বিধান ভুলে যায় তখন তারা তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি সে শাসনকর্তা নিজেই স্মরণ করে তখন তারা তাকে তা বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করে না।' (আবু দাউদ, হাদিস: ২৯৩২; সুনানে নাসায়ি, হাদিস: ৪২০৪)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

১. শাসকের জন্য সৎ সহচরের গুরুত্ব : ইসলামে নেতৃত্ব একটি আমানত বা বিশ্বাসভাজন দায়িত্ব।

একজন শাসক বা প্রশাসক নিজের একার চিন্তায় সঠিক পথে চলতে সবসময় সক্ষম নাও হতে পারেন। তাই তার চারপাশে কারা আছে, কে তার পরামর্শদাতা, কে তাকে ভুলে গেলে মনে করিয়ে দিচ্ছেড় এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই উমর (রা.) বলতেন, 'যে ব্যক্তি তোমার দোষ তোমাকে দেখিয়ে দেয়, সে-ই প্রকৃত বন্ধু।'

২. মন্দ সহযোগীদের পরিণাম: যখন শাসকের চারপাশে দুর্নীতিবাজ, তোষামোদকারী বা দ্বীনবিমুখ লোক থাকে, তখন তারা তাকে সত্য থেকে দূরে রাখে।

এতে শুধু শাসক নয়, পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণেই ইসলামে বলা হয়েছে, ভালো শাসক পুরো জাতির জন্য রহমত, আর খারাপ শাসক পুরো জাতির জন্য আজাব।

৩. আল্লাহর মঙ্গল ও অমঙ্গল দানের পদ্ধতি: হাদিসটি ইঙ্গিত করছেড়আল্লাহ যদি কারো জন্য কল্যাণ চান, তিনি তাকে এমন পরিবেশ দেন যাতে সে সহজেই ন্যায়পথে চলতে পারে। আর যদি কারো প্রতি অকল্যাণ চান, তিনি তাকে ভ্রষ্ট পরিবেশে ছেড়ে দেন। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে: 'যাকে আল্লাহ সৎপথে চালাতে চান, তার অন্তরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।
' (সুরা আন'আম, আয়াত: ১২৫)

৪. মুসলিম উম্মতের জন্য শিক্ষা: প্রশাসক বা নেতার ব্যক্তিত্বে যোগ্যতার পাশাপাশি, তার আশেপাশের সহযোগীদের চরিত্র ও যোগ্যতা নিয়েও সচেতন থাকা জরুরি। সাধারণ মানুষের দায়িত্ব হলো; খারাপ উপদেষ্টা ও মিথ্যাবাদীদের চাটুকারিতা থেকে শাসককে রক্ষা করা। শাসকেরও উচিত, নিজের সহচর বাছাইয়ে সতর্ক থাকা এবং তাদের দ্বীনদার ও সৎ হওয়াকে প্রধান মানদণ্ড করা।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা : আজকের সমাজে অনেক সময় আমরা দেখি, শাসক বা প্রশাসকের আশেপাশে তোষামোদকারী, দুর্নীতিগ্রস্ত, ব্যক্তিস্বার্থসন্ধানী উপদেষ্টা থাকে। ফলে শাসক চাইলে ন্যায়নীতি বাস্তবায়ন করতে গেলেও তাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। হাদিসটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়- জাতির কল্যাণ নির্ভর করে কেবল শাসকের উপর নয়, বরং তার উপদেষ্টা ও সহযোগীদের চরিত্রের উপরও।

এই হাদীস আমাদের শেখায় যে-

* ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহভীরু ও জ্ঞানী উপদেষ্টা একজন শাসকের জন্য আল্লাহর রহমত।
* দুর্নীতিগ্রস্ত ও ভ্রষ্ট উপদেষ্টা আল্লাহর শাস্তি এবং জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ।
* তাই নেতৃত্বে সঠিক মানুষ বাছাই করা যেমন জরুরি, তেমনি উপদেষ্টাদের দ্বীনী ও নৈতিক মানদণ্ডও নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০৩.১০.২৫ শুক্রবার	5:54	7:02	01:45	4:39	6:43	8:15
০৪.১০.২৫ শনিবার	5:56	7:04	01:30	4:37	6:41	8:15
০৫.১০.২৫ রবিবার	5:58	7:05	01:30	4:35	6:39	8:15
০৬.১০.২৫ সোমবার	5:59	7:07	01:30	4:33	6:37	8:15
০৭.১০.২৫ মঙ্গলবার	5:59	7:08	01:30	4:31	6:34	8:15
০৮.১০.২৫ বুধবার	6:00	7:10	01:30	4:29	6:32	8:15
০৯.১০.২৫ বৃহস্পতিবার	6:02	7:12	01:30	4:27	6:30	8:15

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

চাপের মুখে ভারতকে ট্রফি ফেরত দিতে রাজি নাকভি

পোস্ট ডেস্ক : এশিয়া কাপ ট্রফি নিয়ে নাটক দিন দিন আরো বেড়ে চলেছে। পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পরও ভারতীয় দল এখনো পর্যন্ত ট্রফিটি পায়নি। দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালের পর থেকে শুরু হয়েছে ট্রফি নিয়ে অভূতপূর্ব এই বিতর্ক।।

ভারতের সংবাদমাধ্যম 'দৈনিক জাগরণ'এর সাংবাদিক অভিষেক ত্রিপাঠীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রেসিডেন্ট ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির কাছেই বর্তমানে ট্রফি ও ভারতের খেলোয়াড়দের মেডেল রয়েছে। অভিযোগ করা হচ্ছে, নাকভি এগুলো দুবাইয়ের হোটেলে নিজের কাছে রেখেছেন।

ভারত ফাইনালে পাকিস্তানকে হারানোর পরই শুরু হয় বিতর্ক। ম্যাচ শেষে প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠান প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়, কারণ ভারতীয় দল নাকি নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে রাজি ছিল না। সূর্যকুমার যাদব ও সতীর্থরা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নাকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় বলে জানা গেছে। এতে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং নাকভি ট্রফি না দিয়েই ভেন্যু ছেড়ে চলে যান। এমনকি তিনি ট্রফি ও মেডেল সঙ্গে নিয়ে যান।

ত্রিপাঠীর প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বিসিসিআই এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে অন্যান্য এশীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

ভারতীয় বোর্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, ট্রফি ও মেডেল এসিসির দুবাই অফিসে ফিরিয়ে দিতে হবে, এগুলো নাকভির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। বিসিসিআই আসন্ন নভেম্বরে আইসিসি কনফারেন্সে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলবে বলেও জানা গেছে।

অন্যদিকে, এসিসি-সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, নাকভি ট্রফি ফেরত দিতে রাজি হলেও শর্ত দিয়েছেন, একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নিজ হাতে ভারতীয় দলের কাছে ট্রফি হস্তান্তর করবেন।

সৌদি আরবে ক্রিকেটের যাত্রা

পোস্ট ডেস্ক : সৌদি আরব এবার মূলধারার ক্রিকেটে প্রবেশ করেছে। দেশটি আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টি (আইএলটি-২০)-র সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারি ঘোষণা করেছে, যার ফলে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ছয়টি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে কমপক্ষে একজন সৌদি খেলোয়াড় রাখতে হবে।

সৌদি আরব ক্রিকেট ফেডারেশন (এসএসিএফ) আইএলটি-২০-কে অনুমোদিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত টি-টোয়েন্টি লিগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ অংশীদারির মাধ্যমে আগামী মৌসুমে সৌদি আরবে ম্যাচ আয়োজনেরও সুযোগ তৈরি হবে।

আইএলটি-২০-এর চেয়ারম্যান খালিদ আল জারুনি বলেন, 'সৌদি আরবের সঙ্গে অংশীদারির ঘোষণা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। দেশটির ক্রিকেট বিকাশের অঙ্গীকার সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।'

সৌদি আরব ক্রিকেট ফেডারেশনের চেয়ারম্যান প্রিন্স সৌদ বিন মিশাল আল-সৌদ যোগ করেন, 'এই অংশীদারি দেশের ক্রিকেটে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এটি ভক্তদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং অবকাঠামো ও পর্যটনের উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

আইএলটি-২০ সিজন-৪ আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এবং ৪ জানুয়ারি ২০২৬-এ ফাইনালের মাধ্যমে শেষ হবে। এবারের মৌসুমে মোট ৩৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে টুর্নামেন্টটিতে ডোয়াইন ব্রাভো, জোনাথন ট্রট এবং ডেভিড ওয়ার্নারের মতো তারকারা খেলেছেন।

রিয়ালকে টপকে শীর্ষে বার্সেলোনা

পোস্ট ডেস্ক : নিজেদের ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ৫-২ গোলে হেরে মঞ্চ আগেই ঠিক করে রাখে রিয়াল মাদ্রিদ। স্প্যানিশ লা লিগায় রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে শীর্ষস্থান দখলে নিয়েছে বার্সেলোনা। এ ম্যাচ দিয়েই চোট কাটিয়ে ফেরেন কাতালানদের তারকা ফরোয়ার্ড লামিন ইয়ামাল। দল প্রথমে পিছিয়ে পড়লে কাতালানদের জয়সূচক গোলটিতে অবদানও রাখেন তিনি। ম্যাচশেষে তাই প্রিয় শিষ্যকে প্রশংসায় ভাসান বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক।

এদিনের জয়ে ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে উঠে এসেছে বার্সা। সমপরিমাণ ম্যাচে ১ পয়েন্ট কমে দুইয়ে রিয়াল। নতুন মৌসুমে কাতালানরা ড্র করেছে এক ম্যাচে, আর অল হোয়াইটদের হার ওই শেষ ম্যাচেই। ঘরের মাঠ এস্তাদি অলিম্পিক লুইস স্টেডিয়ামে আধিপত্য বিস্তার করে ফ্লিকের ছেলেরাই। পুরো ম্যাচে ৭৫ শতাংশ বল নিজেদের পায়ে রাখা বার্সা গোলের দিকে ২২টি শটের মধ্যে লক্ষ্যেই রাখে ১২টি। আর সোসিয়েদাদের ৭টির মধ্যে লক্ষ্যে থাকে স্রেফ ২টি শটই। প্রথম থেকেই দাপুটে পারফর্মেন্সে সফরকারীদের চেপে ধরে বার্সা। তবে ৩১তম মিনিটে এক আচমকা গোলে লিড নেয় সোসিয়েদাদ।

ডি বক্সের বাঁ প্রান্ত থেকে সতীর্থের ক্রস পেয়ে দারুণ এক ট্যাপইনে বল জালে জড়ান রিয়ালেরই সাবেক আলভারো ওদ্রিওজোলা। কিছুক্ষণ পর আত্মঘাতী গোল করতে যাচ্ছিল সোসিয়েদাদ। সে যাত্রায় দলকে বাঁচান গোলকিপার অ্যালেক্স রেমিরো। ফিরতি বলে সুযোগ পায় বার্সা, তবে পেদ্রির নেয়া শটটি রক্ষণে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। বিরতির বাঁশি বাজার মিনিট দুয়েক আগে সমতা টানে স্বাগতিকরা। মার্কাস রাশফোর্ডের কর্নার থেকে হেডে জাল খুঁজে নেন জুল কুন্দে।

বিরতির পর মাঠে ফিরে ৫৮তম মিনিটে রুনি বার্দগিকে তুলে ইয়ামালকে নামান ফ্লিক। মাঠে আসার স্রেফ এক মিনিটের মধ্যে প্রতিদানও দেন ১৮ বছর বয়সী এ স্প্যানিশ তারকা। বক্সের ডান প্রান্ত থেকে ইয়ামালের বাড়ানো ক্রসে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন রবার্ট লেভানদোভস্কি। ৭৪তম মিনিটে নিজেও একবার গোল করেন ইয়ামাল। তবে সামান্য ব্যবধানের অফসাইডের কারণে বাতিল হয় সে গোল। ম্যাচের শেষ দিকে দু'টি ভালো সুযোগ খোয়ায় দু'দলই। প্রথম আক্রমণে সোসিয়েদাদের হয়ে তাকেফুসো কুবোর শট ফিরে আসে গোলপোস্টে লেগে। আবার প্রতি-আক্রমণে লেভার শটও বাধা পায় পোস্টে। শেষপর্যন্ত জয় নিয়েই ম্যাচ শেষ করে বার্সা।

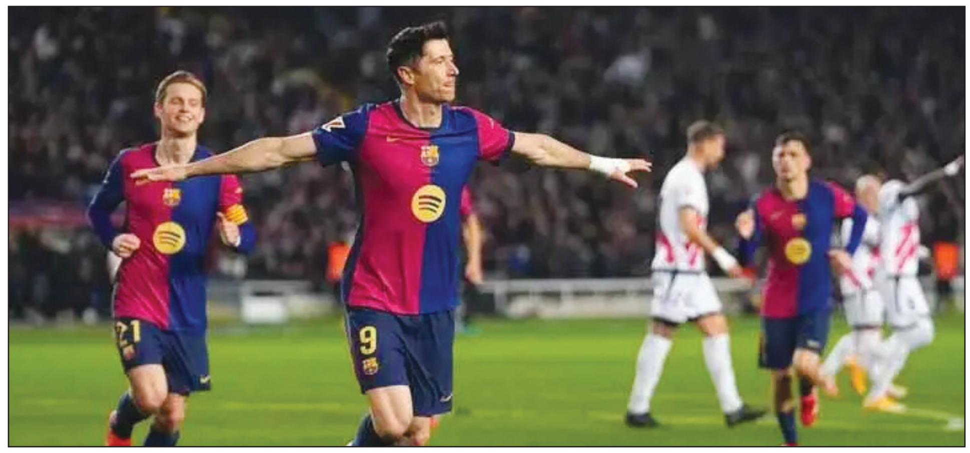

চোটের কারণে চ্যাম্পিয়নস লীগের নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচ খেলতে পারেননি ইয়ামাল। মাঠে ফিরে এসে রাখলেন জয়সূচক গোলে অবদান। প্রিয় শিষ্যকে ফিরে পেয়ে বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক বলেন, 'তার ফিরে আসা সত্যিই আনন্দের। লামিন কতটা প্রতিভাবান, তা সকলেই দেখতে পেরেছেন।' পুরো দলের প্রশংসা করে বার্সা বস আরও বলেন, 'দলের সবাই অসাধারণ কাজ করেছে। শেষ ম্যাচ থেকে মাত্র ৬৮ ঘণ্টা বিশ্রাম পেয়েছি, তবুও সবাই সর্বোচ্চটা দিয়ে খেলেছে। এটি সত্যিই অভাবনীয়।'

ক্ষমা চাইলেন লিটন

পোস্ট ডেস্ক : এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে হংকং ও আফগানিস্তানকে হারায় বাংলাদেশ। তবে শ্রীলঙ্কার ওপর ভর করে সুপার ফোরে খেলার সুযোগ পায় টাইগাররা। সুপার ফোরে সেই লঙ্কানদের বিপক্ষেই একমাত্র জয় পায় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। ভারত ও পাকিস্তানের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় লিটন দাসের দল।

এশিয়া কাপে সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় ক্ষমা চেয়েছেন লিটন দাস। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে টাইগার অধিনায়ক জানিয়েছে, নিজেদের সেরাটা দিয়েই ফাইনাল খেলার চেষ্টা করেছিল তার দল। সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে লিটন লেখেন, 'আমরা দল হিসেবে এশিয়া কাপ ২০২৫-এ আমাদের সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ফাইনালে ওঠা এবং শিরোপা জয় করা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা তা অর্জন করতে পারিনি। দল হিসেবে আমরা আন্তরিকভাবে বাংলাদেশের সকল আবেগী সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইছি।'

চোটের কারণে এশিয়া কাপে শেষ দুই ম্যাচ খেলতে পারেননি লিটন। যা তাকে অনেক দিন কষ্ট দেবে উল্লেখ করে তিনি লেখেন, 'ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, চোটের কারণে শেষ দুই ম্যাচে খেলতে না পারাটা আমার জন্য ভীষণ কষ্টের ছিল। একই কারণে আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজেও আমি অংশ নিতে পারবো না। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও সুস্থ হতে পারিনিড় এটা আমাকে অনেকদিন কষ্ট দেবে।'

সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিটন লেখেন, 'সবশেষে, টুর্নামেন্ট জুড়ে আপনাদের অভূতপূর্ব সমর্থনের জন্য প্রতিটি সমর্থককে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।

ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে ৫০ খেলোয়াড়ের চিঠি

পোস্ট ডেস্ক : ক্রমেই জোরালো হচ্ছে খেলাধুলার মঞ্চে ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করার আহ্বান। জাতিসংঘের একদল বিশেষজ্ঞ ও স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ নিষিদ্ধের দাবি তোলার পর এবার ৫০ জন সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড় যুক্ত হলেন এই উদ্যোগে।

ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার উদ্দেশে চিঠি পাঠিয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অলরাউন্ডার মঈন আলী, ফরাসি বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার পল পগবা, ব্রিটিশ বক্সার জ্যাক চেল্লি, হিজাব পরা প্রথম ব্রিটিশ নারী জকি খাদিজা মেল্লা, ক্রিস্টাল প্যালেসের চিয়েক ডৌকুরে, চেলসির সাবেক তারকা হাকিম জিয়েচ, ডাচ উইঙ্গার আনোয়ার এল ঘাজি এবং লেস্টার সিটির সাবেক কোচ নাইজেল পিয়ার্সনসহ অনেকে। তাদের একটাই দাবিড়ইসরায়েলকে অবিলম্বে উয়েফার প্রতিযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ করা হোক।

এই তালিকায় বিশেষভাবে আলোচিত আনোয়ার এল ঘাজি। জার্মান ক্লাব মেইঞ্জের হয়ে খেলার সময় ২০২৩ সালে ফিলিস্তিনের সমর্থনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করার কারণে তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছিল ক্লাবটি। পরে জার্মান আদালত জানায়, ঘাজির সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। বর্তমানে তিনি কাতারের আল সাইলিয়া ক্লাবে খেলছেন।

ব্রিটেনভিত্তিক নুজুম স্পোর্টসের উদ্যোগে 'অ্যাথলেটস ফর পিস' ব্যানারে উয়েফায় জমা দেওয়া চিঠিতে বলা হয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে ইচ্ছুক খেলোয়াড়েরা এতে সই করেছেন। শেষ অংশে লেখা হয়, 'আমরা উয়েফাকে আহ্বান জানাই, ইসরায়েলকে সব প্রতিযোগিতা থেকে অবিলম্বে বহিষ্কার করুন।

অ্যাথলেটদের পাঠানো চিঠিতে ফিলিস্তিনি কিংবদন্তি ফুটবলার সুলেইমান আল-ওবেইদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। 'ফিলিস্তিনি পেলে' নামে পরিচিত এই ফুটবলার গত আগস্টে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন। চিঠিতে লেখা হয়, 'জীবিত অবস্থায় খেলাধুলার মাধ্যমে তিনি আশা জাগিয়েছিলেন। মৃত্যুর মাধ্যমে মনে করিয়ে দিলেন, কেন এখনই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

এর আগে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল ইসরায়েলকে ফুটবল থেকে সাময়িক বহিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছিল। প্যালেস্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও ফিফার সর্বশেষ দুটি কংগ্রেসে একই দাবি তোলে।

তবে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ঘোষণা দিয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করার যে কোনো উদ্যোগ প্রতিহত করবে তারা। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বিবিসি স্পোর্টকে বলেন, 'আমরা নিশ্চিত করবো, ইসরায়েলের জাতীয় ফুটবল দলকে বিশ্বকাপ থেকে নিষিদ্ধ করার কোনো প্রচেষ্টা সফল না হয়।'

ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করতে
মঈন আলি-পগবাসহ ৫০ খেলোয়াড়ের চিঠি

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা :

দুঃসময়ে সন্তান প্রতিপালনে করণীয়?

শায়েখ আব্দুল কাইয়ূম

সন্তান প্রতিপালনে সবসময়ই চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু আজকের যুগে এই কাজটি আরও কঠিন হয়ে পড়েছে । আজকের বিশ্বে এমন সব চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতি ও প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যা অনেক সময় ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সন্তানকে মানুষ করাটা আজ শুধু ধৈর্য্যের কাজ নয়, বরং এটি এক বিরাট দায়িত্ব, যা আল্লাহর পথে অটল থাকার মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আমাদের এই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা তাহরিম, ৬)

এই আয়াত শুধু একটি উপদেশ নয়, বরং এটি আমাদের জন্য একটি বিশেষ বার্তা। এর মানে হলো-সন্তান মানুষ করাটা শুধু দুনিয়ার জন্য নয়, বরং আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করার দায়িত্ব। আমরা সন্তানদের যেভাবে গড়ে তুলছি, যেসব অভ্যাস শেখাচ্ছি, যেভাবে কথা বলছি-এই সবই তাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্য নির্ধারণ করছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল, এবং প্রত্যেকেই তাঁর দায়িত্বের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।' (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

অর্থাৎ, প্রত্যেক বাবা-মা ও অভিভাবক তার পরিবারকে কীভাবে পরিচালনা করেছে, সে বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

আমরা কি সন্তানদের হালাল-হারামের পার্থক্য শিখিয়েছি? পর্দা, নম্রতা, লজ্জাশীলতা (হায়া) এবং ঈমানের শিক্ষা দিয়েছি? নাকি এই দায়িত্ব আমরা ইন্টারনেট, মিডিয়া আর স্কুলের পাঠ্যক্রমের হাতে তুলে দিয়েছি?

আজকাল একটি বড় চিন্তার বিষয় হলো-স্কুলে যৌন শিক্ষার নামে এমন বিষয় পড়ানো হচ্ছে, যেখানে লিঙ্গ পরিচয় ও যৌনতা নিয়ে এমন ধারণা দেওয়া হচ্ছে যা ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

কিছু বিষয় যেমন, সদাচরণ ও নিরাপত্তার কথা শুনতে ভালো লাগলেও, অনেক কিছুই রয়েছে যা আমাদের ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক।

আমরা পরিষ্কার করে বলি ইসলাম শিক্ষাবিরোধী নয়। আমাদের ধর্মে জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই জ্ঞান সত্যভিত্তিক হতে হবে। যখন শিক্ষা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ঘোলা করে ফেলে, তখন আমাদের এগিয়ে আসা জরুরি।

তাহলে, আমরা কী করবো?

১. আপনার সন্তান কী শিখছে সেটা জানুন। তার গতিবিধি সম্পর্কে শুধু ধারণা করে বসে থাকবেন না। স্কুলে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। মিটিংয়ে অংশ নিন । সিলেবাস দেখুন। না জানলে আপনি কিছু করতে পারবেন না।

২. আপনার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকুন। আইনের দৃষ্টিতে, যৌন শিক্ষা সম্পর্কে আপনার জানার অধিকার আছে। আপনি চাইলে কোনো নির্দিষ্ট ক্লাস থেকে সন্তানকে বাদ দেওয়ার অধিকার রাখেন । সবসময় স্কুল থেকে আপনাকে জানানো হবেনা। আপনাকে নিজে জানতে হবে এবং সম্মানের সাথে কিন্তু দৃঢ়ভাবে কথা বলতে হবে।

৩. কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করুন : একা একা কথা বললে গুরুত্ব না-ও পেতে পারেন। কিন্তু সবাই মিলে বললে, স্কুল গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে। অভিভাবকদের সাথে এক হয়ে, সভায় যান, সম্মিলিতভাবে দাবী তুলুন।

৪. নিজের ঘরকে শক্তিশালী করুন : শিক্ষা অর্জনে স্কুলের একটা প্রভাব আছে, কিন্তু ঘর সবচেয়ে বড় প্রভাব। ঘরে কুরআন-হাদীস শেখান। সন্তানদের সাথে খোলামেলা সম্পর্ক গড়ে তুলুন যেন তারা প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছেই আসে, ইন্টারনেট বা টিকটকে নয়।

ঘরে ইসলামকে সুন্দরভাবে তুলে ধরুন । আল্লাহ তায়ালার কথা বলুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে পরিচিত করান। ইসলামকে বোঝান-এটা কোনো বোঝা নয়, বরং আলোর পথ।

তাদের শেখান-সত্য মানে যা জনপ্রিয় তা নয়, বরং যা আল্লাহ বলেছেন, সেটাই সত্য।

সন্তানরা বড় হবে, অনেক চিন্তার মুখোমুখি হবে। কিন্তু যদি তাদের ঈমান মজবুত হয়, বিশ্বাস থাকে কেন ইসলামকে মানতে হবে-তাহলে তারা বিপদে পড়েও ঠিক থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

যেমনটি হযরত ইবরাহিম (আঃ) দোয়া করেছিলেন: "হে আমার রব! আমাকে ও আমার বংশধরের কিছু অংশকে নামাজ আদায়ের সহি রাখুন । হে আমাদের রব! আমার এই দোয়া কবুল করুন।" (সূরা ইবরাহিম, ৪০)

আমরা দোয়ার শক্তিকে ভুলে যাই না। আমাদের প্রচেষ্টা যেমন জরুরি, তেমনি সব সময় আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে হবে যেন তিনি আমাদের সন্তানদের হেফাজত করেন, হিদায়াত দেন, তাদের ঈমান শক্তিশালী করেন।

আজকের চ্যালেঞ্জ অনেক। কিন্তু আমাদের ইসলাম চিরন্তন। এই দ্বীন আমাদের এমন শক্তি দেয়, যাতে আমরা সব পরীক্ষায় টিকে যেতে পারি।

আমরা সন্তানদের কেবল লুকিয়ে রক্ষা করবো না, বরং এমন জ্ঞান, ঈমান ও আত্মবিশ্বাস দেবে-যাতে তারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝে, হালালকে ভালোবাসে, আর হারাম থেকে দূরে থাকে।

আল্লাহ আমাদের সন্তানদের হেদায়াত দিন, ঈমান শক্তিশালী করুন, তাদের অন্তর রক্ষা করুন, এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের নেককার বানান। আমিন।

শায়খ আবদুল কাইয়ূম : ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব

জুমার খুতবা : শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

PM signals plans to tighten international human rights law

Staff reporter : In a wide-ranging, hour-long speech to the Labour Party conference in Liverpool on 30th September Prime Minister Keir Starmer made no immigration policy announcements, but he sought to set out the values underpinning his approach.

Labour Party logoThe Prime Minister said that while controlling immigration is a "reasonable goal", there is a moral boundary beyond which anti-migrant sentiment becomes racism. Starmer warned that those who cross that line by stoking hatred or targeting settled minority communities are "enemies of national renewal."

With Reform UK leading in the opinion polls, the Prime Minister told the Labour conference that Reform's leader Nigel Farage was among those who had crossed the line. Ahead of the conference, the Prime Minister told the BBC that Reform's proposals to retrospectively remove indefinite leave to remain and deport non-EU migrants from the UK were 'racist and immoral'.

In his speech, Starmer positioned his government's approach as a middle ground between unchecked migration and hardline policies. He said that controlling who enters the country "is an essential task of government" and that secure borders are "a reasonable demand."

Drawing a distinction between legitimate immigration control policies and racism, he told the conference: "If you say or imply that people cannot be English or British because of the colour of their skin, that mixed heritage families owe you an explanation, and that people who have lived here for generations, raised their children here, built lives in their communities, working in our schools, our hospitals, running businesses, our neighbours, if you say they should now be deported, then mark my words, we will fight you with everything we have, because you are an enemy of national renewal."

The Prime Minister had more to say about his approach to immigration when speaking to the BBC this morning. He outlined plans to review how UK courts interpret international human rights law, including the European Convention on Human Rights (ECHR), to prevent unsuccessful asylum seekers from avoiding deportation.

Keir Starmer told BBC Radio 4: "I do think we need to look again at the interpretation of some of these provisions, and we've already begun to do that work, … in some of our domestic legislation. We do need to look at that. … It's Article 3 or Article 8. They're the two that are most immediately in place.

"But it's more than that—it's the refugee conventions, the torture conventions, and the convention on the rights of the children. I'm not going to tear all that down. I believe in those instruments. I believe in the rule of law, and I think they matter.

"But all international instruments, and this is long established, have to be applied in the circumstances as they are now. We're seeing mass migration in a way that we haven't seen in previous years. So I believe that those genuinely fleeing persecution should be afforded asylum, and that is a compassionate act.

"But I equally think we need to look again at the interpretation of some of these provisions. I think there's a difference between someone being deported to summary execution and someone who is simply going somewhere where they don't have the same level of health care, or, for that matter, the same prison conditions. And therefore, I do think we should look at issues like that again. I think there's quite an appetite to examine these issues further.

"What I don't think is right is to pull these instruments down, not least because very many other countries would then not do deals like return deals with us or law enforcement deals with us, and therefore it would be completely self-defeating."

Smart Edge Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
S7, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."
TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

Al Mustafa Welfare Trust Delivers Lifesaving Aid to Rohingya Amid Renewed Crisis in Myanmar

In the face of renewed violence and hardship in Myanmar, UK-based charity Al Mustafa Welfare Trust has once again stepped forward to support the embattled Rohingya community. As one of the first UK charities to respond to the Rohingya crisis, the Trust has maintained a continuous presence in the region since the initial mass displacement to Cox's Bazar, Bangladesh.

With conditions inside Myanmar deteriorating, the charity has returned to deliver urgent humanitarian aid. Demonstrating its ongoing commitment, Al Mustafa Welfare Trust's Chairman Abdulrazzaq Sajid has personally travelled to the region to oversee relief operations and ensure that aid reaches those most in need.

Recent efforts have included the distribution of freshly cooked meals to families struggling with food insecurity and displacement.

Over 60 organisations urge Government to reinstate 56-day 'move-on' period for single adult refugees

Post Desk : Homeless Link and the No Accommodation Network (NACCOM), together with over 60 other organisations in the homelessness and migrant rights sectors, have warned that recent changes to the 'move-on' period for newly recognised refugees will lead to higher levels of homelessness and rough sleeping.

In a joint letter to Home Secretary Shabana Mahmood and Housing Secretary Steve Reed, the organisations urged ministers to reinstate a pilot scheme that gave all newly recognised refugees 56 days to transition away from Home Office asylum support and accommodation instead of the usual 28 days. The pilot scheme commenced last December and was expected to run until the end of this year. In late August, however, the Government announced it would end the scheme for single adults from 1 September, returning to a 28-day move-on period.

Greater Manchester Immigration Aid Unit (GMIAU) published a helpful explainer about the changes here. It notes that the 56-day move-on period still applies to some groups, including pregnant women, families with children, disabled people, and people over 65. This will remain in place until the end of the year, when the policy is scheduled to be reviewed again.

The letter, coordinated by Homeless Link and NACCOM, says that reducing the transition period for single refugees will increase homelessness and rough sleeping at a time when racist and anti-migrant sentiment is on the rise, putting refugees at even greater risk of harm on the streets and exacerbating community tensions.

According to the signatories, the pilot helped reduce homelessness rates and supported refugees to integrate into communities more successfully. They said there was no clear rationale to end it for single adults with such short notice.

The letter states: "The emerging evidence we have, including testimony from our respective member organisations and from a survey NACCOM conducted of its members, indicates that the 56-day pilot has helped reduce rates of homelessness and enabled more people to successfully move on from Home Office accommodation and begin to integrate and participate in their communities. This helps alleviate pressures on costly homelessness interventions and other public services, and paves the way for people to make a positive start to their lives in this country. The Government committed to understanding the impact of the pilot through a full evaluation due to conclude at the end of this year, but have now reverted to 28-days for a significant cohort of people before considering and publishing their own evidence."

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05   Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1066 ◆ Friday 03 October - Thursday 09 October 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

আওয়ামীলীগ ফিরে আসা নিয়ে আলোচনা? নমণীয় ড. ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা : বিশ্বজুড়ে আওয়ামীলীগের ফিরে আসা নিয়ে নতুন করে আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়েছে। আর এই আলোচনার জন্ম দিয়েছেন স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূস। তিনি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামীলীগের ফিরে আসার ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য করেন। আর এরই জের ধরে শুরু হয় নতুন করে আলোচনার। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও চলছে এনিয়ে মাতামাতি। কেউ কেউ ড. ইউনূসকে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্যও করছেন। তবে বুধবার এক অনুষ্ঠানে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের নিষেধাজ্ঞা দ্রুত প্রত্যাহার হবে এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। যখন একটা দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়, স্থায়ী কী, অস্থায়ী এ ধরনের প্রশ্ন থাকে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হবে এরকম কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে সফররত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এর ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা স্বাধীন গণমাধ্যম জেটিও-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ব্রিটিশ-আমেরিকান সাংবাদিক মেহেদী হাসানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে খোলামেলা আলোচনা করেন। শান্তিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের নোবেল প্রাপ্তির চেষ্টা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের --১৭ পৃষ্ঠায়

‘জেন-জি’ বিক্ষোভে উত্তাল মরক্কো

পোস্ট ডেস্ক : মাদাগাস্কারের পর এবার উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কোতে টানা চতুর্থ দিনের মতো ‘জেন-জি’ প্রজন্মের তরুণদের নেতৃত্বে বিক্ষোভে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। এ সময় দুই শতাধিক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে দেশজুড়ে হাজারো বিক্ষুব্ধ মানুষ সড়কে নেমে আসে। তারা দুর্নীতি দমন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে উন্নত সেবা নিশ্চিতের দাবিতে স্লোগান দেন।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, বিক্ষোভকারীরা নিরাপত্তা বাহিনীর দিকে পাথর নিক্ষেপ করেছে। বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে গাড়ি ও ব্যাংক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মরক্কোর মানবাধিকার সংগঠন এএমডিএইচ অভিযোগ --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্যপদে অনলাইন আবেদন পদ্ধতি চালু : শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর

বিলেতের বাংলা মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব এই প্রথমবারের মতো সদস্যপদে অনলাইন আবেদন পদ্ধতি চালু করলো। এর ফলে এখন আর হাতে লিখে ফর্ম পূরণ করে অফিসে জমা দিতে হবে না, ঘরে বসে খুব সহজে অনলাইনে সাবমিট করা যাবে। ২০২৬-২০২৭ মেয়াদে সদস্যপদে আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ অক্টাবর শনিবার রাত ১২টা। https://member.londonbanglapressclub.org লিংকে প্রবেশ করে আবেদন সাবমিট করা যাবে। ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে --১৭ পৃষ্ঠায়

ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্প, নিহত ৬৯

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিপাইনের মধ্যাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পে হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। সর্বশেষ তথ্যমতে এই ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯ জনে। এতে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার দেশটির এক বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মধ্য ফিলিপাইনে ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৯ জনে দাঁড়িয়েছে। বেসামরিক প্রতিরক্ষা উপ-প্রশাসক র‍্যাফি আলেজান্দ্রো এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এর আগে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় --১৭ পৃষ্ঠায়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তৈরি হয়েছে ভিন্নমত। বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলো্ল্ল- সব পক্ষের বক্তব্যে স্পষ্ট হচ্ছে, সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে এখনো কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। ফলে সরকারের করণীয় নিয়েও বাড়ছে অনিশ্চয়তা। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সরকারকে একাধিক বাস্তবায়ন সুপারিশ করবে বলে জানিয়েছে।

ঐকমত্য কমিশন ইতিমধ্যে জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করেছে। এতে বলা হয়েছে, --১৭ পৃষ্ঠায়

BANGLA POST -23 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট-২৩ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

Smart Edge Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
S7, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."
TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk